অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

তৌরাত শরীফের পঞ্চম খণ্ড:

দ্বিতীয় বিবরণ কিতাব

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

পঞ্চম খণ্ড : দ্বিতীয় বিবরণ

ভূমিকা

বাদশাহ্ যোশিয়ে সময়ে বায়তুল মোকাদ্দসে শরীয়তের যে পুরানো কিতাবটি পাওয়া গিয়েছিল তা কি দ্বিতীয় বিবরণ ছিল? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এটাই ছিল কিতাব হিসাবে গৃহীত সর্ব প্রথম পাক-কিতাব। এই কিতাবে আমরা মূসার শক্তিশালী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র দেয়া আইন-কানুন দেখতে পাই।

লেখক: ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, নবী মূসা এই কিতাবটির লেখক। এই বিশ্বাসের কারণ হল: (১) মূসার লেখবার কাজের যে কথা লেখা আছে (৩৩:১-২; হিজ ১৭:১৪; ২৪:৪; ৩৪:২৭); (২) ঐতিহ্যগত বিশ্বাস যে তৌরা মূসা লিখেছেন আর দ্বিতীয় বিবরণ হল সেই তৌরার শেষ অংশ এবং একই লেখকের কাছ থেকে তা এসেছে। তবে এই কথা দাবী করার কোন কারণ নেই যে, কিতাবটির যে গঠন আমরা এখন পাই মূসা ঠিক এভাবেই সম্পূর্ণ করেছিলেন। ইসরাইলের ইতিহাসে যারা পাক-কিতাব লিখবার কাজ করেছেন তারা হয়তো কিতাবটিকে এভাবে সাজিয়েছেন ও যেমন বলা যায় যে, মূসার নম্রতার বিষয়ে যে কথা পাওয়া যায় এবং মূসার মৃত্যু ও কবরের কথা পাওয়া যায় তা নিশ্চয়ই মূসা নিজে লিখেন নি। তবে হয়তো কিতাবটির বেশীরভাগ লেখাই মূসা লিখে গেছেন।

যাদের জন্য লেখা হয়েছে: আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া লোক বনি-ইসরাইলদের জন্য।

লেখার সময়: খুব সম্ভবত ১৪০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, ঠিক কেনান দেশের প্রবেশের আগ মুহূর্তে।

শিরোণাম: হিব্রু ভাষায় কিতাবটির নাম হল 'এল্লা হাদ্দিবারিম' ("এই হল শব্দগুলো" অথবা সাধারণভাবে "শব্দগুলো" (১:১)। কিন্তু 'দ্বিতীয় বিবরণ' নামটি এসেছে গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ "দ্বিতীয় আইন" বা "দ্বিতীয় বার দেয়া আইন"। যারা পুরাতন নিয়মের গ্রীক ভাষায় অনূদিত সেপ্টুয়াজিন্ট পাঠ করতো তারা এর দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৮ আয়াতের "আল্লাহ্‌র আইন পুস্তকের একটা অনুলিপি" কে একটা "দ্বিতীয় আইন" ভেবেছিল। কিন্তু "দ্বিতীয় বিবরণ" কে "দ্বিতীয় আইন" বলে ভাবা ঠিক নয়। বরং তা হচ্ছে সিনাই পর্বতে মূসার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র দেয়া আইনের পুনরোক্তি বা দ্বিতীয় বার বলা। এই কিতাবের ইবরানী নাম– "এই হল মূসার বলা বক্তব্যগুলো"– এর মধ্যে দ্বিতীয় বিবরণ কথা দ্বারা কি বুঝায় তা সংক্ষেপে বুঝা যাবে। ঐ "বক্তব্যগুলো" হল মৃত্যুর আগে ইসরাইল জাতির কাছে বলা অনেকগুলো বক্তৃতা।

কিতাবখানির ঐতিহাসিক বিন্যাস: দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবখানি দেখায় যে, মূসা ও বনি-ইসরাইলরা তখন মোয়াব দেশে যেখানে জর্ডান নদী মরু-সাগরে গিয়ে পড়েছে (১:৫)। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ শেষ সময়ে তিনি তাঁর নেতৃত্ব ইউসার হাতে সমর্পন করছেন আর তিনি তাঁর বিদায় ভাষণের মধ্য দিয়ে ইসরাইলদের কেনান দেশে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত করছেন। মূসা তাদের জোর দিয়ে বলেছেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তারা যে নতুন অবস্থার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন তাদের জীবনে আইন-কানুন খুব বেশি প্রয়োজন। অপরপক্ষে সত্যি কথা বলতে কি মাবুদের গোলাম হিসাবে আল্লাহ্‌র লোক বনি-ইসরাইলদের কাছে লেবীয় ও শুমারী কিতাবের অনেক বর্ণনা এখানে মূসার হৃদয় থেকে উৎসরিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিবরণের বিশেষ্যত্ব: পুরাতন নিয়মের মধ্যে "দ্বিতীয় বিবরণ"কে একটা গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হিসাবে রাখা হয়েছে। এটি হচ্ছে আইন-কিতাব বা তৌরাত বা পঞ্চম বা সর্বশেষ কিতাব। হিব্রু ভাষায় 'তৌরাহ্' অর্থ শিক্ষা। আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতির যে ইতিহাস হিজরত কিতাবে শুরু হয়েছে সেই ইতিহাস এই কিতাবেও চলছে। মাবুদ ইসরাইল জাতিকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তাদের মিসরের গোলামী থেকে মুক্ত করে আনলেন, এবং তারপরে তিনি সিনাই পাহাড়ে তাদের ও তাদের নেতা মূসাকে হুকুম ও আইন দিলেন যা পালন করে তাদের চলার কথা ছিল। এই অর্থে দ্বিতীয় বিবরণ হচ্ছে এমন কিতাব যা অতীতে মাবুদ কি করেছেন তার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখা। কিন্তু মূসার বক্তব্যগুলো ভবিষ্যতের লোকদের বিষয়েও বলে ও তাদের জন্য পরিচালনার শিক্ষা দান করে। 'দ্বিতীয় বিবরণ' কিতাবে আমরা ইসরাইল জাতির সঙ্গে আল্লাহ্‌র যে নিয়ম দেখতে পাই তা হচ্ছে ইউসা, কাজীগণের বিবরণ, ১ ও ২ শামুয়েল, ও ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবে ইসরাইল জাতির যে ইতিহাস লেখা আছে সে ইতিহাসের ভূমিকা ও আরম্ভ।

দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবটি লেখবার কারণ: দ্বিতীয় বিবরণকে ইসরাইল জাতির যে লোকেরা প্রতিজ্ঞা করা দেশে ঢোকার জন্য প্রস্তুত ছিল তাদের কাছে মূসার বিদায় ভাষণরূপে দেখানো হয়েছে। বংশ পরাম্পরা গতভাবে এই কিতাবের লেখক হিসাবে মূসাকে বিশ্বাস করা হয়েছে। কিতাবখানা আমরা যেভাবে দেখতে পাচ্ছি তা থেকেও বিশ্বাস করা যায় যে, মূসাই এর লেখক। তবে এর মধ্যে যেসব আইন-কানুন আছে সেগুলোর দ্বারা মূসার পরবর্তীকালের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা বুঝা যায়। ইসরাইল জাতি তাদের পরবর্তী সময়ের জাতীয় জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার কথা এই কিতাবে দেয়া আইন-কানুনের আলোকে বুঝতে পেরেছিল: অর্থাৎ এখানে যে সমস্ত আইন-কানুন দেয়া হয়েছিল তা যখন তারা মান্য করেছে তখন তারা সফল হয়েছে। আর যখন তারা তা অমান্য করেছে তখন তারা মৃত্যু ও ধ্বংসের পথে পা দিয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণের মধ্যে এই সত্যটিই বরাবর বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌ ইসরাইলকে তাঁর প্রেমে মনোনীত করেছিলেন; এবং আল্লাহ্‌র হুকুম ও নিয়ম মেনে চলার মধ্য দিয়ে তাদের কাজ ছিল তাঁর প্রতি প্রেম ও বিশ্বস্ততা দেখানো।

পটভূমির পিছনের কাহিনী: ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবে ৬২১ খ্রী:পূ: ঘটা ইসরাইল জাতির মধ্যে একটা বড় ধরনের সংস্কারের ঘটনার কথা দেখতে পাওয়া যায় (২ খান্দান ২২-২৩)। লোকেরা যখন জেরুশালেমে বায়তুল মোকাদ্দস মেরামত করছিল তখন সেখানে তারা একটা আইন-কানুনের কিতাব দেখতে পায়। ঐ সময়ের এহুদার বাদশাহ্‌ যোশিয় যখন ঐ কিতাবটি পাঠ করে জানতে পারলেন যে, তার মধ্যে আল্লাহ্‌র আইন-কানুন লেখা তখন তিনি খেদে তাঁর কাপড় ছিড়লেন এবং তিনি দেশের সকল বৃদ্ধ নেতাদের ডাকলেন। যোশিয় বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জাতি আল্লাহ্‌র সেই নিয়ম-কানুন পালন করে নি। তাই তিনি এই কিতাবের নিয়ম-কানুন অনুসারেই সব বিষয়ের সংস্কারের আদেশ দেন। ঐ সংস্কারের কাজের অংশ হিসাবে মাবুদ আল্লাহ্‌র জায়গায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ও তাদের উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালাবার জন্য উঁচু স্থানগুলোতে যে সমস্ত বেদী বা কোরবানগাহ্‌ ছিল সে সকল ভেঙ্গে ফেলা হয়। অধিকাংশ বাইবেল পণ্ডিতদের মতে বাদশাহ্‌ যোশিয় যে কিতাব অনুসারে ধর্মীয় সংস্কারের কাজ করেছিলেন তা ছিল দ্বিতীয় বিবরণ কিতাব অথবা কমপক্ষে এই কিতাবের মধ্যের অংশ (দ্বিতীয় বিবরণ ১২:২৬)।

সেই কিতাবখানা কোন জায়গা থেকে এবং কিভাবে বা বায়তুল মোকাদ্দসের ভেতরে মালপত্র রাখার ঘরে গেল তার কোন স্পষ্ট উত্তর আমরা জানি না। কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত মনে করেন যে বাদশাহ্‌ মানাশার রাজত্বের আমলে (খ্রী:পূ: ৬৮৭-৬৪২) আসিরিয় বাহিনীর আক্রমনের সময় তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য লেবীয়-ইমামেরা জেরুশালেমে বায়তুল মোকাদ্দসে পালিয়ে আসার সময় তাদের সঙ্গে ঐ কিতাব নিয়ে আসে।

কিতাবখানির ধর্মতাত্ত্বি শিক্ষা ও উদ্দেশ্য: দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবটি এমন ভাবে লেখা হয়েছে যার সঙ্গে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের 'অধিরাজ্য-অনুগত' চুক্তিগুলোর মিল পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে ইসরাইলদের প্রভু ও অভিবাবক হতে মহান রাজার অঙ্গীকার যদি তারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তাদের নিয়মের প্রভু হিসাবে ও তাঁর সামন্ত প্রজা হিসাবে তাঁর নিয়মের ও তাঁর বাধ্য হয়। এই রকম বাধ্যতার জন্য তারা আশীর্বাদ লাভ করবে ও অবাধ্যতার জন্য অভিশাপ লাভ করবে (২৭ অধ্যায়)। দ্বিতীয় বিবরণের উদ্দেশ্য হলে এই নতুন বংশধরদের মাবুদের বেছে নেওয়া লোক হিসাবে প্রস্তুত করা যেন তারা প্রতিজ্ঞাত দেশে– যে দেশ দেবার বিষয়ে আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের কাছে শর্তহীন ভাবেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন– সেই দেশে তাঁর রাজ্যের প্রতিনিধি হতে পারে। মাবুদ ও তাঁর লোকদের মধ্যেকার একটি মহব্বতের সম্পর্ক এই কিতাবখানির মধ্যে পরিব্যপ্ত রয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণের মধ্যে রূহানিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে আছে এবাদতের মধ্য দিয়ে প্রভুর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তাঁর বাণীর প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্যতা। বিশেষভাবে হিব্রু কিতাবুল মোকাদ্দসে যে বিভাগ রয়েছে যাকে আমরা পূর্ববতী নবীদের কিতাব বলে থাকি (ইউসা, কাজীগণ, শামুয়েল ও বাদশানামা)– এই কিতাবগুলো এই দ্বিতীয় বিবরণ দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছে। শেষের নবীদের কিতাবগুলো বিশেষ ভাবে ইয়ারমিয়া কিতাবখানিও এই কিতাবখানি দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণীত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের ঐতিহাসিক অবস্থান

দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবে মূসা ও ইসরাইলীয়দেরকে দেখা যায় মোয়াব অঞ্চলে, যেখানে জর্ডান নদী প্রবাহিত হয়ে মৃত সাগরে এসে মিলেছে (১:৫)। ইসরাইল জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে এসে মূসা তাঁর দায়িত্ব ভার ইউসার উপরে ন্যস্ত করলেন। এ সময় মূসা ইসরাইল জাতিকে তাঁর বিদায় সম্ভাষণ জানান এবং তাদেরকে কেনান দেশে প্রবেশ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন। মূসা তাঁর বক্তৃতায় লোকদেরকে শরীয়ত মান্য করার প্রতি বিশেষ ভাবে গুরুত্ব সহকারে নির্দেশনা দেন, যে শরীয়ত সে সময় তাদের জন্য অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং অবশ্য পালনীয় হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিল। লেবীয় ও শুমারী কিতাবের ধারাবাহিক ঘটনার বিবৃতিমূলক রচনার বিপরীতে এখানে মূসার বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে মাবুদের গোলামের অন্তর থেকে উৎসারিত আকুলতা হিসেবে, যিনি আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া ইসরাইল জাতির লোকদেরকে তাদের জন্য প্রতিজ্ঞাত

দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

কিতাবুল মোকাদ্দসে দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের বিশেষ ভূমিকা

পয়দায়েশ থেকে শুরু করে শুমারী কিতাব পর্যন্ত যে কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে তার গতিপথ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এর ধারাবাহিকতায় রয়েছে ইউসা কিতাবে ইসরাইল জাতি কর্তৃক কেনান দেশ বিজয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতার দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়ার বিবরণ (ইউসা কিতাবের শিরোনাম ও বিষয়বস্তু দেখুন)। কিন্তু এই কাহিনীর গতিপথে দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবটি যেন বিরাট এক প্রতিবন্ধকতা। এই কিতাবে কাহিনীর গতিশীলতা খুবই সামান্য। শুমারী কিতাবের শেষে ইসরাইল জাতি "জেরিকোর নিকটস্থ জর্ডানের সমীপে মোয়াবের উপত্যকায়" অবস্থান করছিল (শুমারী ৩৬:১৩); দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের শেষে আমরা দেখি ইসরাইল জাতি এখনো সেই একই জায়গায় অবস্থান করছে (দ্বি.বি. ৩৪:৮) এবং তারা জর্ডান নদী অতিক্রম করার জন্য অপেক্ষা করছে (ইউসা ১:২ আয়াত দেখুন)। এই কিতাবে যা ঘটেছে তা হচ্ছে মূলত আল্লাহ্‌র পক্ষে বক্তা ও আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি হিসেবে মূসার দায়িত্বভার ইউসার কাছে হস্তার্পণ ও এ সংক্রান্ত বিবরণ (দ্বি.বি. ৩৪:৯; এ প্রসঙ্গে দেখুন ইউসা ১:১-২)। কিন্তু ইসরাইলের তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে মাবুদ কর্তৃক নিযুক্ত গোলাম হয়ে মূসা সর্বশেষ যে কাজটি করেছেন তা এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে, দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবে তা লিপিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে পঞ্চকিতাবের যবনিকা পত্তন করা হয়েছে। এর পরবর্তী কাহিনীর ধারাবাহিকতায় ইউসা কিতাবে পূর্বপুরুষদের কাছে করা ওয়াদার পরিপূর্ণতার সূচনা সাধিত হয়েছে এবং মূসাকে যে অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেই অভিযানের সমাপ্তি ঘটেছে (শুমারী ১৭:১৫-২৩; ইউসা ২১:৪৩-৪৫ দেখুন), যা পুরাতন নিয়মের প্রথম নবীগণের কিতাবগুলোর ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছে। কাজেই দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবটি উদ্ধারের কাহিনীর ধারাবাহিকতায় এক দীর্ঘ বিরতি তৈরি করেছে, যে বিরতিতে আমরা দেখতে পাই: (১) বিশ্ব পরাশক্তি মিসরের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাবার পর পৃথিবীর এমন এক স্থানে নিজেদের ঠিকানা ইসরাইল জাতি আবিষ্কার করেছে যেখানে তারা আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের অধীনে এক স্বাধীন জাতি হিসেবে জীবন ধারণ করতে পারবে। (২) ব্যাবিলনের ভাষাভেদ ঘটার আগ পর্যন্ত (ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুব) আল্লাহ্‌র লোকদের মধ্যে শেকড় থেকে বিচ্ছিন্নতার যে অনুভূতি কাজ করছিল, তা থেকে মুক্তি লাভ করে প্রতিজ্ঞাত দেশে ইসরাইল তাদের নিরাপত্তা ও "বিশ্রাম" (দ্বি.বি. ৩:২০ এবং এই আয়াতের নোট দেখুন; ১২:১০; ২৫:১৯) খুঁজে পেয়েছে। (৩) আল্লাহ্‌র উদ্যান থেকে নির্বাসিত হওয়ার (পয়দা ৩ অধ্যায়) জীবন থেকে উদ্ধার লাভ করে ইসরাইল জাতি মাবুদের নিজ ভূমিতে তাঁরই নির্মিত তাঁবুতে বসবাস করার অধিকার লাভ করে জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ পেয়েছে (ইউসা ২২:১৯)। কিন্তু প্রতিজ্ঞাত দেশ বিজয়ের প্রাক্কালে এই দীর্ঘ বিরতিতে নবী মূসা সিনাই পর্বতে দেওয়া তাঁর দশ হুকুমনামা ও শরীয়তের পুনরাবৃত্তি করেছেন। বস্তুত তিনি ইসরাইল জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তারা যদি জর্ডান নদী অতিক্রম করতে চায়, সেই প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকার করতে চায় এবং তাঁর সাথে সহভাগিতায় প্রতিজ্ঞাত "বিশ্রাম" ভোগ করতে চায়, তাহলে মাবুদ তাদের কাছ থেকে কী কী আশা করে থাকেন। এই কথাগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ইসরাইল জাতির লোকদের তা বার বার শোনার প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্‌র গোলাম মূসার কণ্ঠে তাঁর শেষ বক্তৃতায় পঞ্চকিতাব পুনরায় তাদের সামনে উপস্থাপিত হওয়ার পর ইসরাইল জাতি তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশ ও প্রতিজ্ঞাত বিশ্রামের প্রত্যাশাকে যেন আবার নতুন করে খুঁজে পেল। (এ প্রসঙ্গে জবুর ৯৫:৭-২২ আয়াত দেখুন।) এই কারণে পূর্বতন নবীরা কেনান দেশে ইসরাইল জাতির ইতিহাস যখন বর্ণনা করেছেন তখন এই দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের বক্তব্য অনুসারে তাদের বিচার করেছেন। আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর লোকদের ভালবাসার সম্পর্ক এবং আল্লাহ্‌কে সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম প্রভু হিসেবে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ পুরো দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবটি জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবখানা কাঠামো: কিতাবখানিতে যে কাঠামো দেখা যায় তার মধ্যে প্রধানতঃ মূসার বক্তৃতা অনুসারে কিতাবখানা প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়: ভূমিকা: (১:১-৫); প্রথম বক্তৃতা: (১:৫খ–৪:৪৩); দ্বিতীয় বক্তৃতা: (৪:৪৪-২৯:১); তৃতীয় বক্তৃতা: (২৯:২-৩০:২০); মূসার শেষ বক্তৃতা ও তাঁর মৃত্যু (৩১:১-৩৪:১২)।

প্রধান আয়াত: "আমি আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আসমান ও দুনিয়াকে সাক্ষী করে বলছি যে, আমি তোমার সম্মুখে জীবন ও মৃত্যু, দোয়া ও বদদোয়া রাখলাম। অতএব জীবন মনোনীত কর, যেন তুমি সবংশে বাঁচতে পার" (৩০:১৯)।

প্রধান প্রধান লোক: মূসা, ইউসা

প্রধান স্থান: মোয়াবের অরাবা

দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবটির রূপরেখা

১. মুখবন্ধ (১:১-৫)

২. হযরত মূসার প্রথম বক্তৃতা: ঐতিহাসিক মুখবন্ধ (১:৬ -৪:৪৩)
   ক. হযরত মূসার প্রথম বক্তৃতার ভূমিকা (১:৬-৮)
   খ. প্রতিজ্ঞাত দেশে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে উৎসাহ দান (১:৯-৪৬)
   গ. ইদোম, মোয়াব ও অম্মোন দেশের মধ্য দিয়ে ইসরাইলদের যাওয়া (২:১-২৩)
   ঘ. ইসরাইল হিষ্‌বোনকে পরাজিত করে (২:২৪-৩৭)
   ঙ. ইসরাইল বাসনকে পরাজিত করে (৩:১-১১)
   চ. জায়গা-জমি ভাগ (৩:১২-১৭)
   ছ. ইসরাইলদের যুদ্ধ করার আদেশ (৩:১৮-২২)
   জ. পিসগার শৃঙ্গ থেকে হযরত মূসাকে কেনান দেশ দেখানো (৩:২৩-২৯)
   ঝ. বাধ্যতা সম্বন্ধে হযরত মূসার হুকুম (৪:১-৪০)
   ঞ. জর্ডানের পূর্ব পারে আশ্রয়-নগর (৪:৪১-৪৩)
৩. হযরত মূসার দ্বিতীয় বক্তৃতা: সাধারণ চুক্তির বিভিন্ন শর্ত সমূহ (৪:৪৪-১১:৩২)
   ক. হযরত মূসার দ্বিতীয় বক্তৃতার ভূমিকা (৪:৪৪-৪৯)
   খ. শরীয়তের দশটি বিশেষ হুকুম (৫:১-২১)
   গ. হযরত মূসার মধ্যস্থতা (৫:২২-৩৩)
   ঘ. শরীয়তের মহান হুকুম (৬:১-২৫)
   ঙ. অন্যান্য জাতিদের সম্বন্ধে নির্দেশ (৭:১-২৬)
   চ. মরু-ভূমিতে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা থেকে শিক্ষা নেওয়া (৮:১-২০)
   ছ. বনি-ইসরাইলদের অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহের ফল (৯:১-১০:১১)
   জ. শরীয়তের মূল বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ (১০:১২-১১:৩২)
৪. হযরত মূসার দ্বিতীয় বক্তৃতা: নির্দিষ্ট চুক্তির বিভিন্ন বিষয় (১২:১-২৬:১৯)
   ক. উপযুক্ত ভাবে এবাদত করা (১২:১-৩২)
   খ. ভণ্ড নবী ও মূর্তি পূজা সম্বন্ধে সাবধান বাণী (১৩:১-১৮)
   গ. হালাল ও হারাম খাবার (১৪:১-২১)
   ঘ. দশমাংশের বিষয়ে নিয়ম (১৪:২২-২৯)
   ঙ. ঋণ মাফের বছর (১৫:১-১৮)
   চ. প্রথম পুরুষ-বাচ্চা সম্বন্ধে নিয়ম (১৫:১৯-২৩)
   ছ. বিভিন্ন ঈদ (১৬:১-১৭)
   জ. নেতৃবর্গ (১৬:১৮-১৮:২২)
   ঝ. পৃথককৃত নগরের জন্য নিয়ম (১৯:১-২১:১৪)
   ঞ. যৌন নৈতিকতা রক্ষা করা (২১:১৫-২৩:১৪)
   ট. সম্পত্তি রক্ষার বিভিন্ন আইন-কানুন (২৩:১৫-২৪:২২)
   ঠ. ন্যায়বিচার, বিয়ে, এবং ব্যবসার জন্য আইন-কানুন (২৫:১-১৬)
   ড. অমালেকীয়দের বিষয়ে (২৫:১৭-১৯)
   ঢ. অগ্রিমাংশ ও দশমাংশ-বিষয়ক নিয়ম (২৬:১-১৯)
৫. হযরত মূসার তৃতীয় বক্তৃতা: দোয়া ও বদদোয়ার বিষয়ে (২৭:১-২৮:৬৮)
৬. হযরত মূসার তৃতীয় বক্তৃতা: শেষ উপদেশ (২৯:১-৩০:২০)
৭. নেতৃত্বের হস্তান্তর (৩১:১-৩৪:১২)
   ক. ইউসার কাছে হযরত মূসার দায়িত্ব হস্তান্তর (৩১:১-২৯)
   খ. হযরত মূসার গান (৩১:৩০-৩২:৪৭)
   গ. হযরত মূসার দোয়া (৩২:৪৮-৩৩:২৯)
   ঘ. হযরত মূসার মৃত্যু (৩৪:১-১২)

শরীয়ত বা আইন-কানুনের জন্য আটটি হিব্রু শব্দ

আল্লাহ্‌র ক্ষমতার অধীনে জীবন যাপন করার জন্য ইহুদীদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনকে পরিচালনা করতে ইসরাইলীয়দের আইন-কানুন বা শরীয়ত কাজ করতো। এই আইন-কানুন তাদের নৈতিক, রূহানী, এবং সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করতো। এই আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে তাদের আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে আরও ভাল বুঝবার ক্ষমতা দান করতো ও আল্লাহ্‌র জন্য আরও মহৎ অঙ্গীকার করতে পারতো।

হিব্রু শব্দ	অর্থ	উদাহারণ	গুরুত্ব
তৌরা	নির্দেশনা, পরিচালনা, নির্দেশ	হিজরত ২৪:১২ ইশায়া ১৩:৩	সর্বসাধারণের জন্য আইন প্রয়োজন; অতি উচ্চ পর্যায়ের কাছ থেকে নিচু পর্যায়ের কাছে আইন-কানুন দেওয়া।
মিটসওয়া	আজ্ঞা, আদেশ	পয়দায়েশ ২৬:৫; হিজরত ১৫:২৬; ২০:২-৭	আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশ যা সাধারণ আইনের চেয়ে অতি পবিত্র বলে পালন করতে হবে। যেমন, দশ আজ্ঞা।
মিসপাত	বিচার, বিধি-বিধান	পয়দাশে ১৮:১৯; দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:১৮	জনসাধারণের জন্য, সামাজিক, এবং আবেগ-সম্পর্কীয় আইন।
হুক্কুইম	অবস্থান, দৈববাণী	লেবীয় ১৮:৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১	এই আইন রাজাকীয় ঘোষণার সঙ্গে যুক্ত; বিশেষভাবে এবাদত ও ঈদ ও সামাজিক উৎসব পালনের সঙ্গে যুক্ত।
ইডুথ	হুকুম, সাক্ষ্য	হিজরত ২৫:২২	আল্লাহ্‌র হুকুমসমূহ যার দ্বারা তিনি লোকদের সঙ্গে ব্যবহার করেন।
দাবার	কালাম	হিজরত ৩৪:২৮ দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৩	বেহেশতী দৈববাণী বা আল্লাহ্‌র প্রকাশিত কোন কিছু অনুসারে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া।
দাথ	রাজাকীয় নির্দেশনা, সর্বসাধারণের জন্য আইন	ইহিস্কেল ৭:২৬; দানিয়াল ৬:৮, ১২	বেহেশতী আইন, বা ইহুদীদের ঐতিহ্যগত যে সব নিয়ম সাধারণ লোকদের জন্য আইন হিসাবে কাজ করতো।

দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের মূলভাব

মূলভাব	ব্যাখ্যা	গুরুত্ব
ইতিহাস	মূসা আল্লাহ্‌তা'লার শক্তিশালী অলৌকিক কাজগুলোকে পর্যালোচনা করেছেন যার মধ্য দিয়ে তিনি বনি-ইসরাইলকে মিসরের গোলামীর হাত থেকে মুক্ত করেছেন। আল্লাহ্‌ তাদের কিভাবে সাহায্য করেছেন ও লোকেরা কিভাবে ধ্বংস হয়েছে সেসব ঘটনা তিনি আবার স্মরণ করেছেন।	আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাসমূহ ও তাঁর শক্তিশালী অলৌকিক কাজগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে পারি। আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ্‌ মানুষের নিকটবর্তী হওয়ার মধ্য দিয়ে বনি-ইসরাইলদের জীবনে তিনি কাজ করেছেন। এছাড়া বনি-ইসরাইলদের জীবনের ভুলগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ভুলগুলোকে পরিহার করে চলতে পারি।
আইন-কানুন	আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের জন্য যে আইন-কানুন দিয়েছিলেন তা তিনি পর্যালোচনা করেছেন। আল্লাহ্‌ ও তাঁর লোকদের সঙ্গে আইনগত ভাবে যে সম্পর্ক তা এই নতুন প্রজন্মের সঙ্গে আবার নতুনীকরণ করা হয়েছে তাঁর প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করার আগ মুহূর্তে।	আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর সত্যের প্রতি আনুগত্যকে গ্রহণযোগ্য হবার জন্য ধরে নেওয়া যথেষ্ট নয়, যদি না আমরা তা অন্তর থেকে প্রতিপালন না করি। প্রত্যেক প্রজন্মকে ও প্রত্যেক লোককেই নতুন করে আল্লাহ্‌তা'লার বাধ্য হবার জন্য নিজেদেরকে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হবে।
ভালবাসা	আল্লাহ্‌তা'লার বিশ্বস্ততা ও ধৈর্যপূর্ণ ভালবাসা প্রায়ই তাঁর দেওয়া শাস্তির চেয়ে বেশী করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের প্রতি ও তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের হৃদয়ের ভালবাসা চেয়েছেন, শুধুমাত্র আইন-কানুন প্রতিপালন করার মধ্য দিয়ে নয়।	আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের নির্ভরতার জন্য তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা জীবনে একটি ভিত্তি গঠন করে দেয়। আমরা তাঁর উপর নির্ভর করি কারণ তিনি আমাদের ভালবাসেন। যেহেতু তিনি আমাদের ভালবাসেন তাই আমাদেরকেও ন্যায়বিচার ও তাঁর প্রতি সম্মান অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।
পছন্দ করা বা বেছে নেওয়া	আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর আইন-কানুন পালন করার জন্য মাবুদ আল্লাহ্‌র বাধ্য হবার পথ বেছে নিতে হবে। বাধ্য হবার জন্য প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর তাতে তাদের মঙ্গল হবে; কিন্তু তাঁর অবধ্য হলে পর তাদের জীবন অভিশপ্ত হবে। তাই তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবেই আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ বেছে নেব তা ঠিক করতে হবে।	আমাদের পছন্দ ও বেছে নেওয়া আমাদের জীবনে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়। আল্লাহ্‌র পথে চলার বিষয়টি বেছে নেওয়া আমাদের রহমত যুক্ত করে ও অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়। আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরে আসা আমাদের জীবনকে ক্ষতির সম্মুখিন করে ও অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বিভেদ সৃষ্টি করে।
শিক্ষা	আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের আদেশ করেছেন যেন তারা তাদের সন্তানদের আল্লাহ্‌র আইন-কানুন শিক্ষা দেয়। তারা তাদের রীতি-নীতি, নির্দেশসমূহ, শিক্ষা দেওয়া ও আল্লাহ্‌র কালাম মুখস্থ করানো যাতে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা আল্লাহ্‌র নীতিসমূহ বুঝতে পারে ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেয়।	আমাদের সন্তানদের জন্য মান সম্পন্ন শিক্ষার বিষয়টি আমাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিন্তা করতে হবে। আল্লাহ্‌র বিষয়ে সত্য শিক্ষা আমাদের ঐতিহ্যগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ চান যে, তাঁর সত্য আমাদের হৃদয় ও মনে থাকুক শুধু আমাদের রীতি-নীতির মধ্যে নয়।

দশ-হুকুমনামা অমান্য করা

ন্যায়ভাবে জীবন যাপন করার জন্য দশ হুকুমনামা একটি বিশেষ মানদণ্ড (৫:৬-২১)। এই হুকুমগুলো পালন করার অর্থই হল আমরা আল্লাহ্‌র বাধ্য হয়ে চলছি। পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের সময় ধরে এগিয়ে চললে আমরা দেখতে পাব কিভাবে যুগের পর যুগ ধরে এই আইন অমান্য করা হয়েছে। আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসের ঘটনাগুলো পাঠ করলেই দেখতে পাব কি মারাত্মক পরিনতিই না তারা বরণ করেছেন আল্লাহ্‌তা'লার এই আইনগুলোকে আমান্য করার ফল হিসাবে। নিচে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

দশ হুকুম-নামা	কারা কিভাবে লংঘন করেছে
"আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।"	সোলায়মান (১ বাদশাহ্‌ ১১ অধ্যায়)
"তুমি তোমার জন্য খোদাই-করা মূর্তি তৈরি করো না; উপরিস্থ বেহেশতে, নিচস্থ দুনিয়াতে ও দুনিয়ার নিচস্থ পানিতে, যা যা আছে, তাদের কোন মূর্তি তৈরি করো না; তুমি তাদের কাছে সেজ্‌দা করো না এবং তাদের সেবা করো না।"	গরুর-বাছুরের মূর্তি তৈরি করার ঘটনা (হিজ ৩২); ইউসার পরের প্রজন্ম (কাজী ২:১০-১৪; ২ বাদশাহ্‌ ২১:১-১৫; ইয়াইমিয়া ১:১৬)।
"তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের নাম অনর্থক নিও না, কেননা যে কেউ তাঁর নাম অনর্থক নেয়, মাবুদ তাকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করবেন না।"	সিদিকীয় (ইহিস্কেল ১৭:১৫-২১)
"তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের হুকুম অনুসারে বিশ্রামবার পালন করে পবিত্র বলে মান্য করো।"	এহুদা (২ খান্দাননামা ৩৬:২১)
"তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের হুকুম অনুসারে তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে সমাদর করো।"	আলীর পুত্ররা– হপ্‌নি ও পিন্‌হস (১ শামুয়েল ২:১২, ২৩-২৬)
"খুন করো না।"	হসায়েল (২ বাদশাহ্‌ ৮:১৫)
"জেনা করো না।"	দাউদ (২ শামুয়েল ১১:২-৫)
"চুরি করো না।"	আহাব (১ বাদশাহ্‌ ২১:১-১৯)
"তুমি প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।"	শৌল (১ শামুয়েল ১৫:১৩-২৫)
"তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর উপর লোভ করো না; প্রতিবেশীর বাড়ি বা ক্ষেতের উপর, কিংবা তার গোলাম বা বাঁদীর উপর, কিংবা তার গরু বা গাধার উপর, প্রতিবেশীর কোন বস্তুর উপরই লোভ করো না।"	আখন (ইউসা ৭:১৯-২৬)

প্রচুর থাকার মধ্যে যেসব বিপদ থাকে

"... এবং যাতে কিছুই সঞ্চয় কর নি, উত্তম উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ এমন সব বাড়ি-ঘর ও যা খনন কর নি, এমন সব খনন করা কূপ এবং যা প্রস্তুত কর নি, এমন সব আঙ্গুরক্ষেত ও জলপাইক্ষেত পেয়ে যখন তুমি ভোজন করে তৃপ্ত হবে, সেই সময় তোমার নিজের বিষয়ে সাবধান থেকো, যিনি মিসর দেশ থেকে, গোলাম-গৃহ থেকে, তোমাকে বের করে এনেছেন, সেই মাবুদকে ভুলে যেও না" (দ্বি.বি. ৬:১১-১২)।

জীবনে যখন ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যতা থাকে তখন আল্লাহ্‌র পথে চলা প্রায়ই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তখন আমরা প্রায়ই লোভে পরি ও দুষ্টতা আমাদের জীবনে বাসা বাধে ও আমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে চলে যাই। নীচে কিছু বিখ্যাত দৃষ্টান্ত দেওয়া হল যেখানে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গেছে।

লোক	পাক-কিতাবের রেফারেন্স	মতামত
হযরত আদম	পয়দাশে কিতাব ৩ অধ্যায়	হযরত আদম একটি নিখুঁত দুনিয়ায় বাস করতেন ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে একটি নিখুঁত সম্পর্ক ছিল। তাঁর যে সব প্রয়োজন ছিল আল্লাহ্ নিজেই সেসবের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শয়তানের চাতুরিতে ধরা পরেছিলেন ও আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছিলেন।
হযরত নূহ	পয়দাশে কিতাব ৯ অধ্যায়	হযরত নূহ ও তাঁর পরিবার বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন এবং সমস্ত পৃথিবীটাই তখন তাঁর ও তাঁর পরিবারের ছিল। তাদের তখন সব দিক থেকেই যথেষ্ট ছিল এবং জীবনটা তাদের কাছে বেশ সহজ ছিল। তবুও নূহ্ আংগুর রসে মাতাল হয়ে নিজেকে লজ্জায় ফেলেছিলেন ও নিজের ছেলে হামকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।
ইসরাইল জাতি	কাজীগণ ২ অধ্যায়	আল্লাহ্ বনি-ইসরা্ইলদের তাঁর প্রতিজ্ঞা করা দেশ দিয়েছিলেন– যেন তারা বিশ্রাম পায় ও আর অন্যান্য দেশে ঘুরে বেড়াতে না হয়। কিন্তু সাহসী ও বিশ্বস্ত ইউসা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা কেনানীয়দের চালচলন ও তাদের মূর্তিপুজা করা শুরু করে দিল।
হযরত দাউদ	২ শামুয়েল ১১ অধ্যায়	হযরত দাউদ ভালভাবেই শাসন কার্য পরিচালনা করছিলেন এবং রাজনৈতিক ভাবে, অর্থনৈতিকভাবে ও সামরিকভাবে জাতি হিসাবে ইসরাইল বেশ ভালই চলছিল। এই উন্নয়ন ও কৃতকার্যতার মধ্যেই দাউদ নিজেকে বৈৎশেবার সঙ্গে জড়িয়ে জেনার মত ভয়ংকর ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেন ও বৈৎশেবার স্বামী উরিয়কে যুদ্ধের ফ্রন্ট লাইনে পাঠিয়ে মেরে ফেলেন।
হযরত সোলায়মান	২ বাদশাহ্‌নামা ১১ অধ্যায়	বাদশাহ্ সোলয়মানের সত্যি ধন-সম্পদ, সুনাম, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান– এসবই ছিল। কিন্তু তাঁর এই ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের কারণেই তাঁর জীবনে পতন নেমে এসেছিল। তিনি তাঁর অইহুদী, মূর্তিপুজক স্ত্রীদের ভালবাসতেন। আর তিনি নিজেকে ও ইসরাইলীয়দের অনুমতি দিয়েছিলেন স্ত্রীদের ধর্মের উৎসবগুলো পালন করার জন্য। আর এভাবে তিনি মাবুদকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন।

হযরত মূসার প্রথম বক্তৃতা

১ ১ জর্ডানের পূর্বপারস্থিত মরুভূমিতে, সূফের
সম্মুখস্থিত অরাবা উপত্যকায় পারণ,
তোফল, লাবন, হৎসেরোৎ ও দীষাহবের
মধ্যস্থানে মূসা সমস্ত ইসরাইলকে এই সব কথা
বললেন। ২ সেয়ীর পর্বত দিয়ে হোরেব থেকে
কাদেশ-বর্ণেয় পর্যন্ত যেতে এগার দিন লাগে।
৩ মাবুদ যে যে কথা বনি-ইসরাইলকে বলতে
মূসাকে হুকুম করেছিলেন, সেই অনুসারে মূসা
চল্লিশ বছরের একাদশ মাসের প্রথম দিনে
তাদেরকে বলতে লাগলেন। ৪ হিষবোন-নিবাসী
আমোরীয়দের বাদশাহ্ সীহোন এবং ইদ্রিয়ীতে
অষ্টারোৎ-নিবাসী বাশনের বাদশাহ্ উজকে
আঘাত করার পর, ৫ জর্ডানের পূর্বপারে মোয়াব
দেশে মূসা শরীয়তের এই সমস্ত কথা ব্যাখ্যা
করতে লাগলেন; তিনি বললেন,
৬ আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ হোরেবে আমাদেরকে
বলেছিলেন, তোমরা এই পর্বতে অনেক দিন
ধরে অবস্থান করেছ; ৭ এখন ফিরে তোমরা যাত্রা
কর, আমোরীয়দের পর্বতময় দেশ এবং তার
নিকটবর্তী সমস্ত স্থান, অরাবা উপত্যকা, পাহাড়ী
অঞ্চল, নিম্নভূমি, দক্ষিণ প্রদেশ ও সমুদ্রতীর,
মহানদী ফোরাত পর্যন্ত কেনানীয়দের দেশে ও
লেবাননে প্রবেশ কর। ৮ দেখ, আমি সেই দেশ

[১:১] শুমারী ১৩:২৯; ইউসা ৩:১৬; ইহি ৪৭:৮। [১:২] হিজ ৩:১। [১:৩] ইব ৩:৭-৯। [১:৪] ইউসা ৯:১০; ১খান্দান ১১:৪৪। [১:৫] শুমারী ২১:১১। [১:৬] শুমারী ১০:১৩। [১:৭] শুমারী ২১:১; ইউসা ১১:১৬; ২শামু ২৪:৭। [১:৮] হিজ ১৩:১১;

১:১ জর্ডানের পূর্বপারস্থিত মরুভূমিতে। মিসর দেশ থেকে ইসরাইল জাতিকে মুক্ত করে মরু এলাকায় তাদের পরিচালনা দেবার বিষয়গুলো হিজরত ১৩-৪০ ও শুমারী ১-৩৬ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আছে। ইসরাইল জাতির এখন কেনান দেশে ঢুকবার সময় উপস্থিত। তারা এখন জর্ডনের পূর্বপারস্থিত মরুভূমিতে রয়েছে। কিন্তু তারা যদি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করতো তাহলে তারা চল্লিশ বছর আগেই কাদেশ-বর্নেয়ো থেকে কেনানে ঢুকতে পারত (শুমারী ১৪:১-৪৫, দ্বিতীয় বিবরণ ১:২৬-৪৫)।

এই সব কথা বললেন। দ্বিতীয় বিবরণ জুড়ে মূসা আল্লাহ্‌র পক্ষে লোকদের কাছে কথা বলেছেন ঠিক যেমন পরবর্তী কালের নবীরা লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র কথা বলতেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সাবধানবাণী ও বিচারের কথা আছে আর সেই সঙ্গে আছে প্রতিজ্ঞা ও আশীর্বাদের কথা।

১:১-৫ অরাবা উপত্যকায় পারণ, তোফল, লাবন, হৎসেরোৎ ও দীষাহবের ... সেয়ীর পর্বত ... কাদেশ-বর্ণেয় ... হিষবোন-নিবাসী ... ইদ্রিয়ীতে অষ্টারোৎ ... মোয়াব। ১:১-৫ আয়াতে উল্লেখিত অনেক স্থান কোথায় অবস্থিত তা জানার জন্য মানচিত্র দেখুন। আবারা ছিল মরু সাগরের পূর্ব দিক ও মরু এলাকার মাঝামাঝি স্থানের উর্বর একটা অঞ্চল। জর্ডান নদী হর্মোন পর্বত থেকে নেমে এসে দক্ষিণে মরু সাগরে পড়েছে। এই নদী কেনান দেশকে পূর্ব ও পশ্চিম, এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পারন হচ্ছে ইদোমের পশ্চিম দিকে সীনাইয়ের উত্তরে ও এহুদার দক্ষিণে একটা মরু এলাকা। কিন্তু পারন, সূফ, তোফল, লাবই, হৎসেরোৎ এবং দীষাহব কোথায় অবস্থিত ছিল তা জানা যায় না। হিষ্‌বোন ছিল ইমোরীয়দের দেশের রাজধানী। বাশন ছিল পশুপালনের জন্য খুবই উপযুক্ত অঞ্চল। সেখানে অনেক পশুপাল এবং পানি ছিল অনেক (জবুর ২২:১২, ইশাইয়া ২:১৩; ইহিস্কেল ২৭:৬, আমোস ৪:১, জাকা ১১:২)। অষ্টারোৎ ও ইদ্রিয়ী গালীল সাগরের পূর্ব দিকে ও রামোতের উত্তরে অবস্থিত বাশন অঞ্চলে।

সীনাই পর্বতকে কখনও কখনও "পবিত্র পর্বত" বলা হয়েছে কারণ সেখানেই আল্লাহ্ মূসার মাধ্যমে লোকদের জন্য দশ হুকুম ও অন্যান্য নিয়ম-কানুন দিয়েছিলেন (হিজ ১৯-৪০)। ঐ পর্বতটি বিশাল ও শুকনা সীনাই এলাকায় অবস্থিত ছিল। তবে তার সঠিক অবস্থান জানা যায় না।

কাদেশ-বর্নেয়কে কাদেশও বলা হয়। সম্ভবত তা হয়তো একটা মরুদ্যান ছিল। এটি হয়তো বেরশেবার ৫০ মাইল দক্ষিণে সীন প্রান্তরে অবস্থিত ছিল (শুমারী ২০:১)। সীন ছিল পারন প্রান্তরের উত্তরে। ইদোম ছিল মরু সাগরের সোজাসুজি দক্ষিণে ও তা সীন মরু এলাকা ও মোয়াবের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। সেয়ীর পাহাড়ের রাস্তা গোটা ইদোম দেশের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। মাঝে মাঝে "সেয়ীর" বলতে ইদোমকে বুঝানো হয়। ইদোমের লোকেরা ছিল ইয়াকুবের ভাই ইসের বংশধর (পয়দা ২৫:২৪-২৬, ৩৬:১)। ইদোমীয় জাতিকে কিতাবুল মোকাদ্দসে সাধারণত ইসরাইল জাতির শত্রুরূপে দেখানো হয়েছে (শুমারী ২৪:১৮, ১ শামুয়েল ৮:১৩-১৪; ইশাইয়া ৩৪:৫-১৭)।

১:৩ মাবুদ যে যে কথা বনি-ইসরাইলকে বলতে মূসাকে হুকুম করেছিলেন। মাবুদ হচ্ছে হিব্রু ভাষার শব্দ 'ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র' বাংলা অনুবাদ। এই নাম হচ্ছে পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত নাম। আরো জানার জন্য "মাবুদ (ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র), এই রচনাটি দেখুন। এখানে "যে যে কথা" দ্বারা মূসার আইন-কানুনকে বুঝানো হয়েছে যার মধ্যে মূসার কাছে সিনাই পর্বতে আল্লাহ্‌র দেয়া দশ হুকুম ও অন্যান্য হুকুম রয়েছে।

মূসা চল্লিশ বছরের একাদশ মাসের প্রথম দিনে। কিতাবুল মোকাদ্দসে 'চল্লিশ' সংখ্যাটির একটা বিশেষ অর্থ আছে। এর দ্বারা একটা লম্বা সময় বা একটা প্রজন্মকে বুঝায়। একাদশ মাসের নাম শেবাত, ইবরানী ক্যালেন্ডারে এগারোতম মাস যা জানুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

১:৪ সীহোন ... ওগ। আমোরীয়দের বাদশাহ্ সীহোনকে এবং বাশন দেশের বাদশাহ্ ওগকে বলা হয়েছিল যেন তাদের দেশের ভিতর দিয়ে বনি-ইসরাইলদের কেনান দেশে প্রবেশ করতে দেয়। তিনি বাদশাহ্ ওগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বনি-ইসরাইলদের বাধা দেন, কিন্তু ইসরাইলরা ঐ দু'দেশের বাহিনীকে পরাজিত করে চলে যায় (শুমারী ২১:২১-৩৫)। ঐ দুই বাদশাহ্‌র দেশ ইসরাইলের কয়েকটি বংশের মধ্যে ভাগ করে নেয়া হয় (শুমারী ৩২:৩৩-৩৪, ইউসা ১৩), হিষবোন ও বাশনের বিষয়ে আরো জানার জন্য ১:১-৫ (মোয়াব দেশ) আয়াতের নোট দেখুন।

১:৬ আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ। দ্বিতীয় বিবরণে এই কথাটা প্রায় তিনশত বার আছে। ১:৫ আয়াতে 'মাবুদ'এর ওপর লেখা দেখুন।

হোরেবে। চল্লিশ বছর আগে ইসরাইলরা সীনাই পাহাড়ের গোড়ায় তাঁবু খাটিয়ে বাস করেছে (শুমারী ১০:১০-১৩)। আরো দেখুন ১:১-৫ আয়াতের নোট (মোয়াব দেশ)।

১:৭ আমোরীয়দের ... লেবাননে প্রবেশ কর। এর দ্বারা কেনান দেশকে বুঝানো হয়েছে যে দেশ আল্লাহ্ ইব্রাহিম ও তাঁর

BACIB
International Bible
CHURCH

তোমাদের সম্মুখে দিয়েছি; তোমাদের পূর্বপুরুষ
ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবকে এবং তাদের পরে
তাদের বংশকে যে দেশ দিতে মাবুদ শপথ
করেছিলেন তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করে তা
অধিকার কর।

বংশের নেতাদের নিয়োগ

৯ সেই সময়ে আমি তোমাদেরকে এই কথা
বলেছিলাম, তোমাদের ভার বহন করা একা
আমার অসাধ্য। ১০ তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ
তোমাদের বৃদ্ধি করেছেন, আর দেখ, তোমরা
আজ আসমানের তারার মত বহুসংখ্যক হয়েছ;
১১ তোমরা যেমন আছ, তোমাদের পিতৃগণের
আল্লাহ্‌ মাবুদ তা থেকে তোমাদের আরও হাজার
গুণ বৃদ্ধি করুন, আর তোমাদেরকে যেমন
বলেছেন, তেমনি দোয়া করুন। ১২ আমি কেমন
করে একা তোমাদের বোঝা, তোমাদের ভার ও
তোমাদের ঝগড়া সহ্য করতে পারি? ১৩ তোমরা
নিজ নিজ বংশের মধ্যে জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান ও
পরিচিত লোকদেরকে মনোনীত কর, আমি
তাদেরকে তোমাদের নেতা হিসেবে নিযুক্ত
করবো। ১৪ তোমরা জবাবে আমাকে বললে, তুমি
যা বলছো, তা-ই করা ভাল। ১৫ তাই আমি
তোমাদের বংশগুলোর প্রধান, জ্ঞানবান ও
পরিচিত লোকদেরকে গ্রহণ করে তোমাদের
উপরে প্রধান, তোমাদের বংশানুসারে সহস্রপতি,
শতপতি, পঞ্চাশপতি, দশপতি ও কর্মকর্তা করে
নিযুক্ত করলাম। ১৬ আর সেই সময়ে তোমাদের
বিচারকর্তাদেরকে এই হুকুম করলাম, তোমরা
তোমাদের ভাইদের কথা শুনে বাদী ও তার
ভাইয়ের কিংবা সহবাসী বিদেশীর মধ্যে ন্যায্য
বিচার করো। ১৭ তোমরা বিচারে কারো
মুখাপেক্ষা করবে না; সমভাবে বড় ও ছোট
উভয়ের কথা শুনবে। মানুষের মুখ দেখে ভয়
করবে না, কেননা বিচার আল্লাহ্‌র এবং যে
বিষয়ে বিচার করা তোমাদের পক্ষে কঠিন তা
আমার কাছে আনবে, আমি তার বিচার করবো।
১৮ সেই সময়ে তোমাদের সমস্ত কর্তব্য কাজের
বিষয়ে আমি হুকুম করেছিলাম।

গুপ্তচরদের পাঠানো

১৯ পরে আমরা আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের হুকুম
অনুসারে হোরেব থেকে প্রস্থান করলাম এবং
আমোরীয়দের পর্বতময় দেশে যাবার পথে
তোমরা সেই যে বড় ও ভয়ঙ্কর মরুভূমি দেখেছ,
তার মধ্য দিয়ে যাত্রা করে কাদেশ বর্ণেয়ে
পৌঁছালাম। ২০ পরে আমি তোমাদেরকে
বললাম, আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ আমাদেরকে যে
দেশ দিচ্ছেন, আমোরীয়দের সেই পর্বতময়
দেশে তোমরা উপস্থিত হলে। ২১ দেখ, তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদ সেই দেশ তোমার সম্মুখে
দিয়েছেন; তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌
মাবুদের হুকুম অনুসারে উঠে তা অধিকার কর;
ভয় করো না ও নিরাশ হয়ো না।
২২ তখন তোমরা সকলে আমার কাছে এসে
বললে, আগে আমরা সেই স্থানে লোক পাঠাই;
তারা আমাদের জন্য দেশ অনুসন্ধান করুক এবং
আমাদের কোন্‌ পথ দিয়ে উঠে যেতে হবে ও
কোন্‌ কোন্‌ নগরে উপস্থিত হতে হবে তার
সংবাদ নিয়ে আসুক। ২৩ তখন আমি সেই কথায়
সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের প্রত্যেক বংশ থেকে এক
এক জন করে বারো জনকে বেছে নিলাম।

ইব ৬:১৩-১৪।
[১:৯] শুমারী ১১:১৪; জবুর ৩৮:৪।
[১:১০] পয়দা ১৫:৫; ইশা ৫১:২; ৬০:২২।
[১:১১] হিজ ৩২:১৩; ২শামু ২৪:৩; ১খান্দান ২১:৩।
[১:১২] হিজ ৫:২২; ১৮:১৮।
[১:১৩] পয়দা ৪৭:৬।
[১:১৫] হিজ ৫:১৪; শুমারী ১১:১৬; ইউসা ১:১০; ৩:২।
[১:১৬] ১বাদশা ৩:৯; জবুর ৭২:১; মেসাল ২:৯।
[১:১৭] হিজ ১৮:১৬; লেবীয় ১৯:১৫; প্রেরিত ১০:৩৪; ইয়াকুব ২:১।
[১:১৮] পয়দা ৩৯:১১।
[১:১৯] জবুর ১৩৬:১৬; হোশেয় ১৩:৫।
[১:২১] শুমারী ১৪:৯; ইউসা ১:৬, ৯, ১৮।
[১:২২] পয়দা ৪২:৯।
[১:২৩] শুমারী ১৩:১-৩।

বংশধরদের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (পয়দা ১৫:১৮-২১)।

১:৮ সেই দেশ তোমাদের সম্মুখে ... অধিকার কর। ইসরাইলরা যখন কেনান দেশে আসে তখন আমোরীয়রা সে দেশের পাহাড়িয়া এলাকায় বাস করতো (শুমারী ২১:২১-৩৫, ইউসা ২:১০)। কেনানীয় জাতির লোকেরা ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের কাছে যে দেশ প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেই দেশে বাস করতো (পয়দা ১৭:৭-৮)। হিব্রু ভাষায় "ইব্রাহিম" নামটা "অনেক জাতির পিতা" কথাটার মত শুনায় (পয়দা ১৭:৪-৫)। আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর বংশধরেরা এক মহান জাতিতে পরিণত হবে (পয়দা ১২:১-৩, ১৫:৪-৬)। সেই একই প্রতিজ্ঞার পরে ইব্রাহিমের ছেলে ইস্‌হাক (২৬:২-৪) এবং ইব্রাহিমের নাতি ইয়াকুবের কাছে (২৮:১৩, ৩৫:৯-১২) করা হয়েছিল।

১:১০ আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাদের বৃদ্ধি করেছেন। আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদের (পয়দা ১৫:৫) ফলে ইসরাইল জাতি এত বড় হয়েছিল যে, এত লোক মূসার একার পক্ষে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

১:১৫ কর্মকর্তা করে নিযুক্ত করলাম। অন্যান্য কর্মকর্তারা (১:১৫) ছিলেন বিভিন্ন বংশের পিতা (হিজ ১৮:১৩-২৫) এবং তাঁরা ছিলেন প্রাচীন।

১:১৫-১৭ বংশগুলোর প্রধান, জ্ঞানবান ... কর্মকর্তা করে নিযুক্ত করলাম। "কর্মকর্তাদের" (১:১৫) সামরিক ও বেসামরিক কর্তব্য করতে হতো। "বিচারকদের" (১:১৬) দায়িত্ব ছিল আইনগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া। ভিন্ন জাতির লোকদের যারা ইসরাইল জাতির বাইরের লোক ছিল তাদের বিষয়ে ন্যায় বিচার হুকুম ছিল। কেবল মাত্র সবচেয়ে কঠিন বিষয়গুলোকে মূসার কাছে আনতে হতো (১:১৭)।

১:১৯ কাদেশ বর্ণেয়ে। ১:১-৫ আয়াতের মোয়াব দেশ বিষয়ক নোট দেখুন।

আমোরীয়দের। ১:৭-৮ (ইমোরীয় জাতি) আয়াতের নোট দেখুন।

১:২১ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ। ১:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১:২২ দেশ। ১:৭,৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১:২৩ প্রত্যেক বংশ থেকে এক এক জন করে বারো জন। শুমারী ১৩:৪-১৫ আয়াতে ঐ বারোজন লোকের নাম আছে। ইয়াকুবের বারোজন ছেলের বংশধরেরাই ইসরাইল জাতি। প্রতিজ্ঞা করা দেশকে সেই বারো বংশের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। ইউসুফের বংশ তাঁর দুই ছেলে আফরাহিম ও

BACIB International Bible CHURCH

২৪ পরে তারা যাত্রা করে পর্বতে উঠলো এবং
ইষ্কোল উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে দেশ অনুসন্ধান
করলো। ২৫ আর সেই দেশের কতগুলো ফল
হাতে নিয়ে আমাদের কাছে এসে সংবাদ দিয়ে
বললো, আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ আমাদেরকে যে
দেশ দিচ্ছেন, তা উত্তম দেশ।
২৬ কিন্তু তোমরা সেই স্থানে যেতে অসম্মত
হলে ও তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের হুকুমের
বিরুদ্ধাচারী হলে; ২৭ আর নিজ নিজ তাঁবুতে
বচসা করে বললে, মাবুদ আমাদেরকে ঘৃণা
করলেন বলে আমরা যেন বিনষ্ট হই, তাই
আমোরীয়দের হাতে তুলে দেবার জন্য
আমাদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে
আনলেন। ২৮ আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমাদের
ভাইয়েরা আমাদের মন ভেঙ্গে দিল, বললো,
আমাদের চেয়ে সেই জাতি শক্তিশালী ও দীর্ঘকায়
এবং নগরগুলো অনেক বড় ও আকাশ ছোঁয়া
প্রাচীরে বেষ্টিত; এছাড়া সেই স্থানে আমরা
অনাকীয়দের সন্তানদেরকেও দেখেছি। ২৯ তখন
আমি তোমাদেরকে বললাম, উদ্বিগ্ন হয়ো না,
তাদেরকে ভয় কোরো না। ৩০ তোমাদের আল্লাহ্‌
মাবুদ যিনি তোমাদের অগ্রগামী, তিনি মিসর
দেশে তোমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে তোমাদের জন্য
যে সমস্ত কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে
তোমাদের জন্য যুদ্ধ করবেন। ৩১ এই
মরুভূমিতেও তুমি সেরকম দেখেছ; যেহেতু পিতা

[১:২৪] শুমারী ১৩:২১-২৫; ৩২:৯।
[১:২৫] ইউসা ১:২।
[১:২৬] শুমারী ১৪:১-৪।
[১:২৭] জবুর ১০৬:২৫।
[১:২৮] শুমারী ১৩:৩২।
[১:২৯] দ্বি:বি ৩:২২; ২০:৩; নহি ৪:১৪।
[১:৩০] হিজ ১৪:১৪।
[১:৩১] হোশেয় ১১:৩; প্রেরিত ১৩:১৮।
[১:৩২] সফ ৩:২; ইব ৩:১৯; কাজী ১:৫।
[১:৩৩] নহি ৯:১২; জবুর ৭৮:১৪।
[১:৩৪] শুমারী ১৪:২৩; ইব ৩:১১।
[১:৩৫] শুমারী ১৪:২৯।
[১:৩৬] শুমারী ১৩:৬।
[১:৩৭] জবুর ১০৬:৩২।
[১:৩৮] শুমারী ১১:২৮।
[১:৩৯] ইশা ৭:১৫-

যেমন আপন পুত্রকে বহন করে, তেমনি এই
স্থানে তোমাদের আগমন পর্যন্ত যে পথে তোমরা
এসেছো, সেসব পথে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ
তোমাকে বহন করেছেন। ৩২ তবুও এই কথায়
তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌ সেই মাবুদের উপর
ভরসা করলে না, ৩৩ যিনি তোমাদের শিবির
রাখার স্থান খোঁজ করার জন্য যাত্রাকালে
তোমাদের অগ্রগামী হয়ে রাতে আগুন ও দিনে
মেঘ দ্বারা তোমাদের গন্তব্য পথ দেখিয়ে
দিতেন।

বনি-ইসরাইলদের বিদ্রোহের জন্য শাস্তি

৩৪ আর মাবুদ তোমাদের কথাবার্তা শুনে ক্রুদ্ধ
হলেন ও এই শপথ করলেন, ৩৫ আমি
তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে দেশ দিতে শপথ
করেছি, এই দুষ্ট বংশীয় লোকদের মধ্যে কেউই
সেই উত্তম দেশ দেখতে পাবে না। ৩৬ কেবল
যিফুন্নির পুত্র কালুত তা দেখবে এবং সে যে
ভূমিতে পদার্পণ করে এসেছে, সেই ভূমি আমি
তাকে ও তার সন্তানদেরকে দেব; কেননা সে
সম্পূর্ণভাবে মাবুদের নির্দেশ পালন করেছে।
৩৭ (মাবুদ তোমাদের জন্য আমার প্রতিও ক্রুদ্ধ
হলেন, তিনি আমাকে এই কথা বললেন, তুমিও
সেই স্থানে প্রবেশ করবে না। ৩৮ তোমার সম্মুখে
দণ্ডায়মান নূনের পুত্র ইউসা সেই দেশে প্রবেশ
করবে; তুমি তাকেই উৎসাহ দাও, কেননা সে

মানাশা– এই দুই নামে দুই বংশে পরিণত হয়। এতে সর্বমোট তের বংশ হওয়ার কথা। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসে সব সময়ই বারো বংশের কথা বলে। এর কারণ লেবী বংশকে ধরা হয় না, কারণ ঐ বংশকে কেনান দেশে অন্যান্যদের মত জায়গা দেয়া হয় নি (শুমারী ৩৫:১-৮; দ্বিতীয় বিবরণ ১০:৯, ইউসা ২১:১-৪২)।

১:২৬-২৮ সেই স্থানে যেতে অসম্মত হলে ... আমরা কোথায় যাচ্ছি? ইসরাইলরা আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা করা দেশে যেতে চায় নি (১:২০,২১)। তাদের রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও সামর্থের কথা মনে রাখার চেয়ে তাদের মনে ভয় ছিল প্রচণ্ড বেশি (আরো দেখুন ৯:২৩; ইবরানী ৩:১৬)।

১:২৮ অনাকীয়দের। ২:১০,১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৩২ তবুও এই কথায় তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌ সেই মাবুদের উপর ভরসা করলে না। আল্লাহ্‌ মিসরীয়দের উপরে অনেক দুর্যোগ ও মৃত্যুর অভিশাপ পাঠালেন। তার দ্বারা তিনি মিসরীয়দের বাধ্য করলেন যেন তারা তাদের গোলামী থেকে বনি-ইসরাইলদের মুক্ত করে দেয় (হিজ ৭:১৪-১৫:২১)। লোকেরা যখন মরু এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল তখনও তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে তাদের যত্ন নিয়েছেন (হিজ ১৫:২২-১৮:২৭)। তবুও তারা আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করতে চায়নি।

১:৩৩ আগুন ও দিনে মেঘ দ্বারা। কিতাবুল মোকাদ্দসে অনেক সময়ই আগুন, মেঘ ও ধোঁয়াকে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির চিহ্ন হিসাবে দেখা যায় (পয়দা ৫:১৭,১৮; হিজরত ৩:১-৬; ১৯:১৬-১৯, ২৪:১৫-১৮; কাজী ১৩:২০)। ঐ সব আল্লাহ্‌র গৌরব ও আল্লাহ্‌ যে তাঁর লোকদের সঙ্গে আছেন তার প্রমাণ দিত। আরো দেখুন হিজরত ১৩:২০-২২, ১৪:১৯-২০; ৪০:৩৪-৩৮; শুমারী ৯:১৫-২৩।

১:৩৫ এই দুষ্ট বংশীয় লোকদের মধ্যে কেউই। এ লোকেরা ছিল যারা মিসর থেকে বের হয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা প্রান্তরে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল (শুমারী ১৪:২৬-৩০)।

১:৩৫ সেই উত্তম দেশ। ১:৭,৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৪০ লোহিত সাগরের পথ দিয়ে। এখানে লোহিত সাগর দ্বারা সম্ভবত আকাবা উপসাগরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ এর দ্বারা লোহিত সাগরের উত্তর-পূর্ব দিকের শাখাও বুঝানো হয়েছে। ১১:৪ এর নোটের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

১:৩৬-৩৮ কালুত ... আমার ... ইউসা। কালেব ও ইউসা ছিলেন সেই দু'জন গুপ্তচর যারা কেনান দেশে যাবার বিষয়ে আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করতে লোকদের উৎসাহিত করেছিলেন (শুমারী ১৩:২৫-৩৩; ১৪:১-১০)। আল্লাহ্‌র উপরে তাঁদের এই বিশ্বাসের কারণেই পরবর্তীকালে কালুত ও তাঁর বংশধরদের কেনান দেশের সব চেয়ে ভাল জায়গা দেয়া হয়েছিল (ইউসা ১৪:৬-১৪)। ইউসাকে বেছে নেয়া হয়েছিল মূসার পরে ইসরাইল জাতির নেতা হবার জন্য (৩১:৩), ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে আরো দেখতে পাওয়া যায় যে, মূসাকে কেনান দেশে যাবার সুযোগ দেয়া হয়নি। তাঁকে তাঁর অবিশ্বস্ত লোকদের প্রতিনিধি রূপে সেই অবিশ্বাসের দোষের জন্য সেই

BACIB
International Bible CHURCH

ইসরাইলকে তা অধিকার করাবে।) ৩৯ আর এরা
লুণ্ঠিত হবে, এই কথা তোমরা তোমাদের যে
বালকদের বিষয়ে বললে এবং তোমাদের যে
সন্তানদের ভাল-মন্দ জ্ঞান এখনও হয় নি, তারাই
সেই স্থানে প্রবেশ করবে; তাদেরকেই আমি সেই
দেশ দেব এবং তারাই তা অধিকার করবে।
৪০ কিন্তু তোমরা ফির, লোহিত সাগরের পথ দিয়ে
মরুভূমিতে গমন কর।
৪১ তখন তোমরা জবাবে আমাকে বললে,
আমরা মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছি; আমরা
আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের সমস্ত হুকুম অনুসারে
উঠে গিয়ে যুদ্ধ করবো। পরে তোমরা প্রত্যেক
জন যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হলে এবং পর্বতে উঠে
যাওয়া লঘু বিষয় মনে করলে। ৪২ তখন মাবুদ
আমাকে বললেন, তুমি তাদেরকে বল, তোমরা
উঠে যেও না, যুদ্ধ করো না, কেননা আমি
তোমাদের মধ্যবর্তী থাকব না; গেলে দুশমনদের
সম্মুখে আহত হবে। ৪৩ আমি তোমাদেরকে সেই
কথা বললাম, কিন্তু তোমরা সেই কথায় কান
দিলে না; বরং মাবুদের হুকুমের বিরুদ্ধে গিয়ে ও
দুঃসাহসী হয়ে পর্বতে উঠলে। ৪৪ আর সেই
পর্বতবাসী ইমোরীয়েরা তোমাদের বিরুদ্ধে বের
হয়ে, মৌমাছি যেমন করে, তেমনি তোমাদেরকে
তাড়া করলো এবং সেয়ীরে হর্মা পর্যন্ত আঘাত
করলো। ৪৫ তখন তোমরা ফিরে আসলে ও
মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করলে; কিন্তু মাবুদ
তোমাদের কান্নাকাটি শুনলেন না, তোমাদের
কথায় মনযোগ দিলেন না।
৪৬ আর তোমরা অবস্থিতির কাল অনুসারে
কাদেশে অনেক দিন বাস করলে।

মরুভূমিতে বনি-ইসরাইলরা

২ ১ পরে মাবুদ আমাকে যেরকম বলেছিলেন,
সেই অনুসারে আমরা ফিরে লোহিত
সাগরের পথে মরুভূমি দিয়ে যাত্রা করলাম এবং
অনেক দিন যাবৎ সেয়ীর পর্বত প্রদক্ষিণ
করলাম। ২ পরে মাবুদ আমাকে বললেন,
৩ তোমরা অনেক দিন এই পর্বত প্রদক্ষিণ
করছো, এখন উত্তর দিকে ফের। ৪ আর তুমি
লোকদেরকে এই হুকুম কর, সেয়ীর-নিবাসী
তোমাদের ভাইদের অর্থাৎ ইসের বংশধরদের
সীমার কাছ দিয়ে তোমাদেরকে যেতে হবে, আর
তোমাদের দেখে তারা ভয় পাবে; অতএব
তোমরা অতি সাবধান হবে। ৫ তাদের সঙ্গে
বিরোধ করো না, কেননা আমি তোমাদের
তাদের দেশের অংশ দেব না, এক পা পরিমিত
ভূমিও দেব না; কেননা সেয়ীর পর্বত অধিকার
হিসেবে আমি ইস্‌কে দিয়েছি। ৬ তোমরা তাদের
কাছে টাকা দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে ভোজন করবে
ও টাকা দিয়ে পানিও ক্রয় করে পান করবে।
৭ কেননা তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমার হাতের
সমস্ত কাজে তোমাকে দোয়া করেছেন; এই মহা
মরুভূমিতে তোমার গমন তিনি জানেন; এই
চল্লিশ বছর তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমার
সহবর্তী আছেন; তোমার কিছুরই অভাব হয় নি।
৮ পরে আমরা অরাবা উপত্যকার পথ থেকে,
এলৎ ও ইৎসিয়োন-গেবর থেকে, সেয়ীর-নিবাসী
আমাদের ভাই ইসের বংশধরদের সম্মুখ দিয়ে
গমন করলাম। আর আমরা মোয়াবের মরুভূমির
পথে ফিরে যাত্রা করলাম।
৯ আর মাবুদ আমাকে বললেন, তুমি
মোয়াবীয়দেরকে কষ্ট দিও না এবং যুদ্ধ দ্বারা
তাদের সঙ্গে বিরোধ করো না; কারণ আমি
অধিকার হিসেবে তাদের দেশের কোন অংশ
তোমাকে দেব না; কেননা আমি লূতের বং-
শধরদেকে আর্ নগর অধিকার করতে দিয়েছি।
১০ (আগে ঐ স্থানে এমীয়েরা বাস করতো, তারা
অনাকীয়দের মত শক্তিশালী, বহু সংখ্যক ও
দীর্ঘকায় জাতি। ১১ অনাকীয়দের মত তারাও
রফায়ীয়দের মধ্যে গণিত, কিন্তু মোয়াবীয়েরা
তাদেরকে এমীয় বলে। ১২ আর আগে

১৬।
[১:৪০] হিজ ১৪:২৭; কাজী ১১:১৬।
[১:৪২] শুমারী ১৪:৪১-৪৩।
[১:৪৪] জবুর ১১৮:১২।
[১:৪৫] আইউ ২৭:৯; ৩৫:১৩; জবুর ১৮:৪১; ৬৬:১৮; মেসাল ১:২৮; ইশা ১:১৫; ইয়ার ১৪:১২; মাতম ৩:৮; মীখা ৩:৪; ইউ ৯:৩১।
[১:৪৬] শুমারী ২০:১।
[২:১] হিজ ১৪:২৭; শুমারী ২১:৪।
[২:৩] দ্বি:বি ১:৬।
[২:৪] পয়দা ৩৬:৮।
[২:৫] ইউসা ২৪:৪।
[২:৭] শুমারী ১৪:৩৩; ৩২:১৩; ইউসা ৫:৬; নহি ৯:২১; আমোস ২:১০।
[২:৯] পয়দা ১৯:৩৮; জবুর ৮৩:৮।
[২:১১] পয়দা ১৪:৫।
[২:১২] পয়দা ১৪:৬।

সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় (১:৩৭, ৪:৪১)। কিন্তু আরো দেখুন ৩২:৪৮-৫২ আয়াত।

১:৪৪ অমোরীয়েরা। ১:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৪৪-৪৬ হর্মা পর্যন্ত: হর্মা কোথায় ছিল, তা সঠিক জানা নি।

২:৩-১৯ এখন উত্তর দিকে ফের... যখন তুমি অম্মোনীয়দের সম্মুখে উপস্থিত হও। মূসা লোকদের মনে করিয়ে দেন যে মাবুদ তাদের সর্তক করে দিয়েছিলেন যে, তারা যেন ইদোমীয়দের (২:৪-৭) সঙ্গে, মোয়াবীয়দের (২:৯) ও অম্মোনীয়দের (২:১৮-১৯) সঙ্গে অশান্তি না করে।

২:৪ তোমাদের ভাইদের অর্থাৎ ইসের বংশধরদের। ইস্‌ ছিলেন ইসরাইল জাতির পূর্বপুরুষ ইয়াকুবের ভাই।

২:৭ এই চল্লিশ বছর। ১:১-৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২:৮ আমাদের ভাই ইসের বংশধরদের সম্মুখ দিয়ে গমন করলাম। ইসের বংশধরদের দেশ ছিল ইদোম (২:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:৮ অরাবা উপত্যকার পথ থেকে, এলৎ ও ইৎসিয়োন-গেবর থেকে। এখানে আরাবা অঞ্চলের দ্বারা মরু সাগরের দক্ষিণ দিকের অঞ্চল যা আকাবা উপসাগর ও লোহিত সাগরের পারের বন্দরগুলোর দিকে এগিয়ে গেছে। পুরাতত্ত্ববিদেরা সাধারণত বিশ্বাস করতো যে, এলৎ ছিল ইৎসিয়োন গেবরের অন্য এক নাম যা ছিল ইদোমের একটা বন্দর-নগর।

মোয়াবের প্রধান একটা নগরের নাম ছিল আর, (শুমারী ২১:২৮; ইশাইয়া ১৫:১)।

২:১০,১১ এমীয়েরা ... অনাকীয়দের ... রফায়ীয়। এইসব জাতির লোকেরা সম্ভবত ছিল খুব লম্বা আকৃতির। তারা হয়তো ইসরাইল জাতির কেনানে আসার আগে সেদেশে বা তার আশে পাশে বাস করতো। আরো দেখুন শুমারী ১৩:৩৩; দ্বিতীয় বিবরণ ২:২০-২১; এবং ১:২৮ আয়াতের নোট (অনাকীয়)।

হোরীয়েরাও সেয়ীরে বাস করতো, কিন্তু ইসের
বংশধরেরা তাদেরকে অধিকারচ্যুত করে ও
তাদের বিনষ্ট করে তাদের স্থানে বাস করলো;
যেমন ইসরাইল মাবুদের দেওয়া নিজের অধিকার-
ভূমিতে করলো।) ১৩ এখন তোমরা উঠ সেরদ
নদী পার হও।
১৪ তখন আমরা সেরদ নদী পার হলাম।
কাদেশ বর্ণেয় থেকে সেরদ নদী পার হওয়া পর্যন্ত
আমাদের যাত্রাকাল আটত্রিশ বছর ব্যাপী ছিল;
সেই সময়ের মধ্যে শিবিরের মধ্য থেকে
তৎকালীন যোদ্ধারা সকলে উচ্ছিন্ন হল, যেমন
মাবুদ তাদের সম্বন্ধে শপথ করেছিলেন।
১৫ আবার শিবিরের মধ্য থেকে তাদেরকে
নিঃশেষে লোপ করার জন্য মাবুদের হাত তাদের
বিরুদ্ধে ছিল।
১৬ সেসব যোদ্ধা মরে গিয়ে লোকদের মধ্য
থেকে উচ্ছিন্ন হবার পর, ১৭ মাবুদ আমাকে
বললেন, ১৮ আজ তুমি মোয়াবের সীমা অর্থাৎ
আর্‌ পার হচ্ছো; ১৯ যখন তুমি অম্মোনীয়দের
সম্মুখে উপস্থিত হও, তখন তাদেরকে কষ্ট দিও
না, তাদের সঙ্গে বিরোধ করো না; কারণ আমি
তোমাকে অধিকার হিসেবে অম্মোনীয়দের দেশের
অংশ দেব না, কেননা আমি লূতের সন্তানদেরকে
তা অধিকার করতে দিয়েছি। ২০ (সেই দেশও
রফায়ীয়দের দেশ বলে পরিগণিত; রফায়ীয়েরা
আগে সেই স্থানে বাস করতো; কিন্তু
অম্মোনীয়েরা তাদেরকে সম্‌সুম্মীয় বলে। ২১ তারা
অনাকীয়দের মত শক্তিশালী, বহুসংখ্যক ও
দীর্ঘকায় এক জাতি ছিল, কিন্তু মাবুদ ওদের
সম্মুখ থেকে তাদেরকে বিনষ্ট করলেন; আর ওরা
তাদেরকে অধিকারচ্যুত করে তাদের স্থানে
বসতি করলো। ২২ তিনি সেয়ীর-নিবাসী ইসের
সন্তানদের জন্যও সেই একই কাজ করলেন,
ফলত তাদের সম্মুখ থেকে হোরীয়দেরকে বিনষ্ট
করলেন, তাতে ওরা তাদের অধিকারচ্যুত করে
আজও তাদের স্থানে বাস করছে। ২৩ আর
অব্বীয়রা, যারা গাজা পর্যন্ত সমস্ত গ্রামে বাস
করতো, তাদেরকে ক্রীট থেকে আগত ক্রীটীয়রা
বিনষ্ট করে তাদের স্থানে বাস করলো।)
২৪ তোমরা উঠ, যাত্রা কর, অর্ণোন উপত্যকা
পার হও; দেখ, আমি হিষ্‌বোনের বাদশাহ্‌
আমোরীয় সীহোনকে ও তার দেশ তোমার তুলে
দিলাম; তুমি তা অধিকার করতে আরম্ভ কর ও
যুদ্ধ দ্বারা তার সঙ্গে বিরোধ কর। ২৫ আজ থেকে
আমি সমস্ত আসমানের নিচে অবস্থিত সমস্ত
জাতির উপরে তোমার সম্বন্ধে আশঙ্কা ও ভীতি
উৎপাদন করতে আরম্ভ করবো; তারা তোমার
সংবাদ পাবে ও তোমার ভয়ে কাঁপতে থাকবে ও
ব্যথিত হবে।

হিষ্‌বোনের বাদশাহ্‌ সীহোনের পরাজয়

২৬ পরে আমি কদেমোৎ মরুভূমি থেকে
হিষ্‌বোনের বাদশাহ্‌ সীহোনের কাছে দূতের
মাধ্যমে এই শান্তির কথা বলে পাঠালাম, ২৭ তুমি
তোমার দেশের মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে দাও,
আমি পথ ধরেই যাব, ডানে বা বামে ফিরব না।
২৮ আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ আমাদেরকে যে দেশ
দিচ্ছেন, আমরা জর্ডান পার হয়ে যতক্ষণ সেই
দেশে উপস্থিত না হই, ততক্ষণ তুমি টাকা নিয়ে
আমাদের ভোজনের জন্য খাদ্য দেবে ও টাকা
নিয়ে পান করার জন্য পানি দেবে; আমরা কেবল

[২:১৩] শুমারী ২১:১২।
[২:১৪] দ্বি:বি ১:৩৪-৩৫; ইউসা ৫:৬।
[২:১৫] জবুর ১০৬:২৬; কাজী ১:৫।
[২:১৮] শুমারী ২১:১৫।
[২:১৯] ২খান্দান ২০:১০।
[২:২০] পয়দা ১৪:৫।
[২:২২] পয়দা ১৪:৬।
[২:২৩] ইউসা ১৩:৩; ১৮:২৩; ২বাদশা ১৭:৩১।
[২:২৩] ইয়ার ৪৭:৪; আমোস ৯:৭।
[২:২৪] শুমারী ২১:১৩-১৪; কাজী ১১:১৩, ১৮।
[২:২৪] দ্বি:বি ৩:৬।
[২:২৫] ইউসা ২:৯, ১১; ১খান্দান ১৪:১৭; ২খান্দান ১৪:১৪; ইশা ২:১৯।
[২:২৬] ইউসা ১৩:১৮; ১খান্দান ৬:৭৯।
[২:২৭] শুমারী ২১:২১-২২।
[২:২৮] শুমারী ২০:১৯।
[২:৩০] কাজী ১৪:৪; ১বাদশা

২:১২ হোরীয়েরাও সেয়ীরে বাস করতো। হিব্রু ভাষার শব্দ ‘হোর’ মানে গুহা। তাই হোরীয়েরা হয়তো ইদোমে গুহাবাসী জাতি ছিল। ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১২ ইসরাইল মাবুদের দেওয়া নিজের অধিকার ভূমি। ১:১-৫ ও শুমারী ২১:২১-২৬ আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইল জাতি আসলে জর্ডান নদীর পূর্ব পাড় পরে অধিকার করেছিল (ইউসা ১৩)।

২:১৩-১৯ সেরদ... কাদেশ-বর্ণেয় ... মোয়াব ... অম্মোনীয়। পয়দায়েশ ১৯:৩৮ ও ১:১-৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১৪ আটত্রিশ বছর ... সেই সময়ের মধ্যে। আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত মরু-এলাকায় রেখেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পুরান প্রজন্মের লোকেরা তাদের অবিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে মারা না যায়। তা ছিল তাদের শাস্তি (২:৭, শুমারী ১৪:২৭-৩৫)। আরো দেখুন ১:১-৫ এর নোট।

২:২০ সম্‌সুম্মীয় বলে। ‘সম্‌সম্মীম’ শব্দের সঠিক অর্থ জানা যায় নি। তবে এর অর্থ হতে পরে “যারা অস্পষ্ট কথা বলে”, আর একটা অর্থ হতে পারে “যারা খুনী”। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন ঐ জাতির লোকেরা ছিল সুষীয় জাতি (পয়দা ১৪:৫)।

২:২৩ অব্বীয়রা, যারা গাজা পর্যন্ত সমস্ত গ্রামে বাস করতো। গাজা এলাকায় যে অব্বীয় জাতির লোকেরা বাস করতো তাদের বিষয়ে অল্পই জানা গেছে। পুরাতন নিয়মের কালে গাজা ছিল একটা প্রধান বানিজ্য কেন্দ্র। কোন এক সময় এর পাশের অঞ্চলকে ফিলিষ্টিয়া বলা হতো কারণ ফিলিস্তিনীরা অব্বীয়দের হত্যা করে ঐ সমস্ত অঞ্চল অধিকার করে নেয়।

২:২৪ অর্ণোন উপত্যকা। এটি ছিল মোয়াব দেশের উত্তর এবং সীহোনের দেশের দক্ষিণ সীমানা।

২:২৪ তোমার তুলে দিলাম; তুমি তা অধিকার করতে আরম্ভ কর। আল্লাহ্‌ যে ইসরাইল জাতির পক্ষ হয়ে অন্যান্য জাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের দেশ ইসরাইলদের দখল করতে সাহায্য করবে– এই বিষয়কে কখনো কখনো “ধর্ম যুদ্ধ” বলা হয়ে থাকে। ধর্ম যুদ্ধে বিশ্বাসী লোকেরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌ নিজে তাদের যুদ্ধ করতে আহ্বান করেন এবং তিনি নির্দেশ দেন যেন তারা তাদের শত্রুদের হত্যা করে ও তাদের সমস্ত সম্পদ ও ধ্বংস করে দেয় (৩:৩-৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:২৬ কদেমোৎ মরুভূমি। কদেমোৎ মরু-এলাকা ছিল জর্ডান নদী ও মরু সাগরের পূর্ব দিকে, এবং হিষবোনের দক্ষিণে।

পায়ে হেঁটে পার হয়ে যাব; ২৯ সেয়ীর-নিবাসী
ইসের বংশধরেরা ও আর্-নিবাসী মোয়াবীয়েরাও
আমার প্রতি সেরকম করেছে। ৩০ কিন্তু
হিষ্‌বোনের বাদশাহ্‌ সীহোন তাঁর কাছ দিয়ে
যাবার অনুমতি আমাদেরকে দেন নি, কেননা
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর মন কঠিন করলেন,
অন্তর শক্ত করলেন, যেন তোমার হাতে তাঁকে
তুলে দেন, যেমন আজ পর্যন্ত রয়েছে।
৩১ আর মাবুদ আমাকে বললেন, দেখ, আমি
সীহোন ও তার দেশকে তোমার সম্মুখে দিতে
আরম্ভ করলাম; তুমিও তার দেশ অধিকার করতে
আরম্ভ কর। ৩২ তখন সীহোন ও তাঁর সমস্ত লোক
আমাদের বিরুদ্ধে বের হয়ে যহসে যুদ্ধ করতে
আসলেন। ৩৩ আর আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ
আমাদের হাতে তাঁকে তুলে দিলেন; আমরা
তাঁকে, তাঁর পুত্রদের ও সমস্ত লোককে আঘাত
করলাম। ৩৪ আর সেই সময়ে তাঁর সমস্ত নগর
হস্তগত করলাম এবং স্ত্রীলোক ও বালক
বালিকাসুদ্ধ সমস্ত বসতি-নগর নিঃশেষে বিনষ্ট
করলাম; কাউকেও অবশিষ্ট রাখলাম না;
৩৫ কেবল সমস্ত পশু ও যে যে নগর হস্তগত
করেছিলাম, তার লুণ্ঠিত সমস্ত বস্তু আমরা
আমাদের জন্য গ্রহণ করলাম। ৩৬ অর্ণোন
উপত্যকার সীমাস্থ অরোয়ের ও উপত্যকার
মধ্যস্থিত নগর থেকে গিলিয়দ পর্যন্ত একটি
নগরও আমাদের অজেয় রইলো না; আমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদ সেসব আমাদের সম্মুখে দিলেন।
৩৭ কেবল অম্মোনীয়দের দেশ, যব্বোক নদীর
পাশের সকল প্রদেশ ও পর্বতময় দেশস্থ সমস্ত
নগর এবং যে কোন স্থানের বিষয়ে আমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদ নিষেধ করেছিলেন, সেই সবের
কাছে তুমি উপস্থিত হলে না।

১২:১৫; রোমীয় ৯:১৮।
[২:৩১] পয়দা ১২:৭।
[২:৩২] শুমারী ২১:২৩।
[২:৩৩] হিজ ২৩:৩১; দ্বি:বি ৭:২; ৩১:৫।
[২:৩৪] শুমারী ২১:২; দ্বি:বি ৩:৬; ৭:২; জবুর ১০৬:৩৪।
[২:৩৫] পয়দা ৩৪:২৯; ৪৯:২৭।
[২:৩৬] জবুর ৪৪:৩।
[২:৩৭] শুমারী ২১:২৪।
[৩:১] শুমারী ৩২:১৯।
[৩:২] ইউসা ১০:৮; ২বাদশা ১৯:৬; ইশা ৭:৪।
[৩:৩] শুমারী ২১:২৪।
[৩:৪] শুমারী ২১:২৪।
[৩:৬] দ্বি:বি ২:২৪।
[৩:৮] ইউসা ১১:৩, ১৭; ১২:১; ১৩:৫; কাজী ৩:৩; ১খান্দান ৫:২৩; জবুর ৪২:৬; ৮৯:১২; ১৩৩:৩; সোলায় ৪:৮।
[৩:৯] ১খান্দান ৫:২৩; সোলায় ৪:৮; ইহি ২৭:৫।
[৩:১০] ইউসা ১২:৫; ১খান্দান ৫:১১।

বাশনের বাদশাহ্‌ উজের পরাজয়

৩ ১ পরে আমরা ফিরে বাশনের পথে
চললাম; তাতে বাশনের বাদশাহ্‌ উজ
এবং তাঁর সমস্ত লোক আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার
জন্য বের হয়ে ইদ্রিয়ীতে আসলেন। ২ তখন
মাবুদ আমাকে বললেন, তুমি ওকে ভয় করো
না, কেননা আমি ওকে, ওর সমস্ত লোক ও ওর
দেশ তোমার হাতে তুলে দিলাম; তুমি যেমন
হিষ্‌বোন-নিবাসী আমোরীয়দের বাদশাহ্‌
সীহোনের প্রতি করেছ, তেমনি ওর প্রতিও
করবে। ৩ এভাবে আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ
বাশনের বাদশাহ্‌ উজ ও তাঁর সমস্ত লোককে
আমাদের হাতে তুলে দিলেন; তাতে আমরা
তাঁকে এমন আঘাত করলাম যে তাঁর কেউ
অবশিষ্ট থাকলো না। ৪ সেই সময়ে আমরা তাঁর
সমস্ত নগর অধিকার করলাম; এমন একটা
নগরও থাকলো না, যা তাদের থেকে নেই নি;
ষাটটি নগর, অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল, বাশনস্থ
উজের রাজ্য নিলাম। ৫ সেসব নগর উঁচু প্রাচীর,
দ্বার ও অর্গল দ্বারা সুরক্ষিত ছিল; আর প্রাচীর-
বিহীন অনেক নগরও ছিল। ৬ আমরা হিষ্‌বোনের
বাদশাহ্‌ সীহোনের প্রতি যেমন করেছিলাম,
সেভাবে তাদেরকে নিঃশেষে ধ্বংস করলাম,
স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাসুদ্ধ তাদের সমস্ত
বসতি নগর ধ্বংস করলাম। ৭ কিন্তু তাদের
সমস্ত পশু ও নগরের জিনিস-পত্র লুট করে
নিজেদের জন্য গ্রহণ করলাম।
৮ সেই সময়ে আমরা জর্ডানের পূর্বপারস্থ
আমোরীয়দের দুই বাদশাহ্‌র হাত থেকে অর্ণোন
উপত্যকা থেকে হর্মোণ পর্বত পর্যন্ত সমস্ত দেশ
হস্তগত করলাম। ৯ (সীদো-নীয়েরা ঐ হর্মোণকে
সিরিয়োণ বলে এবং ইমোরীয়েরা তাকে বলে
সনীর।) ১০ আমরা সমভূমির সমস্ত নগর, সল্‌খা

২:৩০ আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর মন কঠিন করলেন। ঠিক যেমন অতীতে মাবুদ মিসরের বাদশাহ্‌র মন কঠিন করেছিলেন (হিজ ৪:২১) তেমনি তিনি সীহোনের মন কঠিন করেছিলেন যেন তিনি বনি-ইসরাইলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন (আরো দেখুন শুমারী ২১:২১-৩৫)।

২:৩৪ সমস্ত বসতি-নগর নিঃশেষে বিনষ্ট করলাম; কাউকেও অবশিষ্ট রাখলাম না। ২০:১৬ এবং লেবীয় ২৭:২৮-২৯ অনুসারে ধর্ম যুদ্ধে জয় করা সমস্ত লোক ও লাভ করা সকল পশুকে মেরে ফেলার কথা (আরো দেখুন ৩:৩-৬ ও ৭:২ আয়াতের নোট)।

২:৩২-৩৭ যহসে ... অর্ণোন ... গিলিয়দ ... যব্বোক। এই সব জায়গা থেকে কেনান দেশের ভেতরে ইসরাইল জাতির যাওয়া-আসার পথ বুঝা যায়। যহসের অবস্থান কোথায় ছিল তা জানা যায় না। জর্ডান নদীর পূর্ব দিকে একটা উঁচু ও উর্বর জায়গা যেখানে পশু চরানোর জন্য অনেক ঘাস জন্মাত (পয়দা ৩১:২১,৪৭,৪৮)।

৩:১,২ বাশনের বাদশাহ্‌ উজ ... বাদশাহ্‌ সীহোন। ১:১-৫ আয়াতের নোট দেখুন (মূসা তাঁকে পরাজিত করেছিলেন)।

৩:৬ সেভাবে তাদেরকে নিঃশেষে ধ্বংস করলাম। একথা বলার জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে ঐ সমস্ত গ্রাম ও শহর সম্পূর্ণরূপে মাবুদকে দেয়া হয়েছিল। কোন শহর ও তার বাসিন্দাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার কাজটি ছিল মাবুদের অসীম ক্ষমতার প্রমাণ। তবে ঐ ধ্বংসের আর একটা অর্থও ছিল। তা এই যে, মাবুদ চেয়েছিলেন যে, তাঁর এবাদত ছেড়ে তাঁর লোকেরা অন্য কোন কিছুর এবাদত যেন না করে তাই ঐ সমস্ত জিনিষপত্র ধ্বংস করে দিতে হবে।

৩:৪ অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল। জর্ডান নদীর পূর্ব দিকে অর্গোব এলাকা ছিল ওগের রাজ্যের একটা অংশ।

৩:৯ হর্মোণ। লেবাননে অবস্থিত সুন্দর হর্মোন পর্বত ৯,২০০ ফুট উঁচু।

৩:১০ সল্‌খা। সল্‌খা ছিল আমনের পূর্ব-সীমানা। ১:১-৫

BACIB
International Bible
CHURCH

ও ইদ্রিয়ী পর্যন্ত সমস্ত গিলিয়দ এবং সমস্ত বাশন,
বাশনস্থিত উজ-রাজ্যের নগরগুলো হস্তগত
করলাম। ১১ (ফলত অবশিষ্ট রফায়ীয়দের মধ্যে
শুধু বাশনের বাদশাহ্‌ উজ অবশিষ্ট ছিলেন; দেখ,
তাঁর পালঙ্ক লোহার তৈরি; তা কি অম্মোনীয়দের
রব্বা নগরে নেই? মানুষের হাতের
পরিমাণানুসারে তা লম্বায় নয় ও চওড়ায় চার
হাত।) ১২ সেই সময়ে আমরা এই দেশ অধিকার
করলাম; অর্ণোন উপত্যকাস্থ অরোয়ের থেকে
এবং পর্বতময় গিলিয়দ দেশের অর্ধেক ও
সেখানকার সমস্ত নগর রূবেণীয় ও গাদীয়দেরকে
দিলাম। ১৩ আর গিলিয়দের অবশিষ্ট অংশ ও
সমস্ত বাশন অর্থাৎ উজের রাজ্য, সমস্ত বাশনের
সঙ্গে অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল আমি মানশার
অর্ধেক বংশকে দিলাম। (তা-ই রফায়ীয় দেশ
বলে বিখ্যাত। ১৪ মানশার সন্তান যায়ীর
গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্যন্ত
অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল নিয়ে তাদের নাম
অনুসারে বাশন দেশের সেসব স্থানের নাম
হবোৎ-যায়ীর রাখল; আজও সেই নাম প্রচলিত
আছে।) ১৫ আর আমি মাখীরকে গিলিয়দ
দিলাম। ১৬ আর গিলিয়দ থেকে অর্ণোন উপত্যকা
পর্যন্ত, উপত্যকার মধ্যস্থান ও তৎপরিসীমা এবং
অম্মোনীয়দের সীমা যব্বোক নদী পর্যন্ত; ১৭ আর
অরাবা উপত্যকা, জর্ডান ও তৎপরিসীমা, কিন্নেরৎ
থেকে অরাবার সমুদ্র, অর্থাৎ পূর্ব দিকে পিস্‌গা
পাহাড়শ্রেণীর ঢালু অংশের নিচে লবণ-সমুদ্র
পর্যন্ত রূবেণীয় ও গাদীয়দেরকে দিলাম।
১৮ আর সেই সময়ে তোমাদেরকে এই হুকুম
দিলাম, তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ অধিকার
হিসেবে এই দেশ তোমাদেরকে দিয়েছেন।
তোমাদের সমস্ত যোদ্ধা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে
তোমাদের ভাইদের অর্থাৎ বনি-ইসরাইলদের
সম্মুখে পার হয়ে যাবে। ১৯ আমি তোমাদেরকে
যেসব নগর দিলাম, তোমাদের সেসব নগরে
তোমাদের স্ত্রীলোক, পুত্রকন্যা ও সমস্ত পশু বাস
করবে; আমি জানি, তোমাদের অনেক পশু
আছে। ২০ পরে মাবুদ তোমাদের ভাইদেরকে
তোমাদের মত বিশ্রাম দিলে, জর্ডানের ওপারে
যে দেশ তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ তাদেরকে
দিচ্ছেন, তারাও সেই দেশ অধিকার করবে;
তখন তোমরা প্রত্যেকে আমার দেওয়া নিজ নিজ
অধিকারে ফিরে আসবে।
২১ আর সেই সময়ে আমি ইউসাকে হুকুম
দিলাম, তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ সেই দুই
বাদশাহ্‌র প্রতি যা করেছেন, তা তুমি স্বচক্ষে
দেখেছ; তুমি পার হয়ে যে যে রাজ্যের বিরুদ্ধে
যাবে, সেসব রাজ্যের প্রতি মাবুদ সেরকম
করবেন। ২২ তোমরা তাদেরকে ভয় করো না;
কেননা তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ নিজে তোমাদের
জন্য যুদ্ধ করবেন।

পিসগার শৃঙ্গ থেকে হযরত মূসাকে কেনান দেশ দেখানো

২৩ সেই সময়ে আমি মাবুদকে সাধ্য-সাধনা করে
বললাম, ২৪ হে সার্বভৌম মাবুদ, তুমি নিজের
গোলামের কাছে নিজের মহিমা ও শক্তিশালী
হাত প্রকাশ করতে আরম্ভ করলে; বেহেশতে বা
দুনিয়াতে এমন আল্লাহ্‌ আর কে আছে যে
তোমার কাজের মত কাজ ও তোমার বিক্রমী
কাজের মত কাজ করতে পারে? ২৫ আরজ করি,

[৩:১১] ইউসা ১৩:২৫; ১৫:৬০; ২শামু ১১:১; ১২:২৬; ১৭:২৭; ১খান্দান ২০:১; ইয়ার ৪৯:২; ইহি ২১:২০; ২৫:৫; আমোস ১:১৪।
[৩:১৩] পয়দা ১৪:৫।
[৩:১৪] ইউসা ১২:৫; ১৩:১১, ১৩; ২শামু ১০:৬; ২৩:৩৪; ২বাদশা :২৩; ১খান্দান ৪:১৯; ইয়ার ৪০:৮।
[৩:১৫] পয়দা ৫০:২৩; শুমারী ৩২:৩৯-৪০।
[৩:১৬] শুমারী ২১:২৪।
[৩:১৭] ২শামু ২:২৯; ৪:৭; ইহি ৪৭:৮।
[৩:১৮] ইউসা ১:১৩।
[৩:১৯] ইউসা ১:১৪।
[৩:২২] ২খান্দান ৩২:৮; জবুর ২৩:৪; ইশা ৪১:১০।
[৩:২৪] জবুর ৭১:১৬; ১০৬:২; ১৪৫:১২; ১৫০:২।
[৩:২৫] দ্বি:বি ১:৭; ইউসা ১:৪; ৯:১; ১১:১৭; ১২:৭; ১৩:৫; কাজী ৩:৩;

(মোয়াব দেশ) ও ১:৭-৮ (ইমোরীয়েরা) আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১১ তাঁর পালঙ্ক লোহার তৈরি। ঐ খাট বাশনে পাওয়া গেছে। রব্বা ছিল অম্মোনীয়দের দেশের শেষ সীমানায়। রফায়ীমের লোকেরা যে আকারে খুব লম্বা ছিল তা ঐ খাটের দের্ঘ্য থেকে বুঝা যায় (২:১০-১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:১২ রূবেণীয় ও গাদীয়দের। এই বংশের লোকেরা ছিল ইব্রাহিমের নাতি ইয়াকুব (ইসরাইল) এর বংশধর। রূবেণ ছিলেন ইয়াকুব ও লেয়ার প্রথম ছেলে (পয়দা ২৯:৩১-৩৩)। গাদ ছিলেন ইয়াকুব ও লেয়ার বাঁদী সিল্পার প্রথম ছেলে (পয়দা ৩০:৯-১০)। আরো দেখুন ১:১-৫ ও ১:২৩ এর নোট।

৩:১২ অর্ণোন উপত্যকাস্থ। ২:২৪ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে যে সমস্ত স্থানের নাম দেয়া আছে সে সমস্ত অঞ্চলই রূবেণ ও গাদ বংশকে দেয়া হয়। গালীল সাগর হচ্ছে প্যালেষ্টাইনের উত্তরে পাহাড়িয়া এলাকায় মিষ্টি পানির একটা হৃদ।

৩:১৩ বাশনের। সীদোন ছিল ভূমধ্য-সাগরের পাড়ের একটা শহর ও বন্দর।

৩:১৩ মানশা। মানশা তাঁর দাদু ইয়াকুবের বিশেষ আশীর্বাদ পেয়েছিলেন (পয়দা ৪৮)। যায়ীর ও মাখীর ছিলেন মানাশার ছেলে। “মাখীর বংশ” ছিল মানাশার বংশের একটা বংশ। এখানে তারা মানাশার বংশের অর্দ্ধেক অংশ। আরো দেখুন শুমারী ৩২:৩৯-৪২ এবং ১:১-৫, ও ১:২৩ এর নোট।

৩:১৭ পিস্‌গা পাহাড়শ্রেণী। পিস্‌গা সম্ভবত নবো পর্বতের উত্তর দিকের একটা পর্বত। (৩:২৫-২৯ এর নোটও দেখুন)।

৩:১৮ অধিকার হিসেবে এই দেশ তোমাদেরকে দিয়েছেন। রূবেণ, গাদ ও মানাশা বংশের অর্দ্ধেককে কেনান দেশের পূর্ব দিকে বসতি স্থাপনের আগে তাদের দায়িত্ব ছিল অন্য সাড়ে নয় বংশকে কেনান দেশে পশ্চিমের অংশ অধিকার করার সাহায্যে করা (ইউসা ১:২০-১৫ দেখুন)।

৩:২২ আল্লাহ্‌ মাবুদ। ১:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

মাবুদ নিজে তোমাদের জন্য যুদ্ধ করবেন। ২:২৪ (আমি তোমাদের হাতে দিয়েছি) ও ২:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:২৩ আমি মাবুদকে সাধ্য-সাধনা করে বললাম। মূসা প্রতিজ্ঞাত কেনান দেশে যেতে পারেন নি (শুমারী ২০:১-১৩; আরো দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৪৯-৫২)।

আমাকে জর্ডান পার হয়ে গিয়ে সেই উত্তম দেশ,
সেই রমণীয় পাহাড়ী দেশটি ও লেবানন দেখতে
দাও। ২৬ কিন্তু মাবুদ তোমাদের জন্য আমার
প্রতিকূলে ক্রুদ্ধ হওয়াতে আমার কথা শুনলেন না;
মাবুদ আমাকে বললেন, তোমার পক্ষে এই
যথেষ্ট, এই বিষয়ের কথা আমাকে আর বলো
না। ২৭ পিস্‌গার শৃঙ্গে উঠ এবং পশ্চিম, উত্তর,
দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে দৃষ্টিপাত কর; নিজের চোখে
নিরীক্ষণ কর, কেননা তুমি এই জর্ডান পার হতে
পারবে না। ২৮ কিন্তু তুমি ইউসাকে হুকুম কর,
তাকে উৎসাহ দাও এবং তাকে শক্তিশালী কর,
কেননা সে এই লোকদের অগ্রগামী হয়ে পার
হবে, আর যে দেশ তুমি দেখবে, সেই দেশ সে
তাদেরকে অধিকার করাবে। ২৯ এভাবে আমরা
বৈৎ-পিয়োরের সম্মুখস্থিত উপত্যকায় বসবাস
করলাম।

বাধ্যতা সম্বন্ধে হযরত মূসার হুকুম

৪ ১ এখন, হে ইসরাইল, আমি যে যে বিধি ও
অনুশাসন পালন করতে তোমাদেরকে শিক্ষা
দেই, তা শোন; যেন তোমরা বাঁচতে পার এবং
তোমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ মাবুদ
তোমাদেরকে যে দেশ দিচ্ছেন, তার মধ্যে প্রবেশ
করে তা অধিকার করতে পার। ২ আমি
তোমাদেরকে যা হুকুম করি, সেই কালামের সঙ্গে
তোমরা আর কিছু যোগ করবে না এবং তার কিছু
বাদ দেবে না। আমি তোমাদের যা যা হুকুম
করছি, তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের সেসব হুকুম
পালন করবে। ৩ বাল-পিয়োরের বিষয়ে মাবুদ যা
করেছিলেন তা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ; ফলত
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ বাল-পিয়োরের অনুগামী
প্রত্যেক জনকে তোমার মধ্য থেকে বিনষ্ট
করেছিলেন; ৪ কিন্তু তোমরা যত লোক
তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের প্রতি আসক্ত ছিলে,
সকলেই এখনও জীবিত আছ।
৫ দেখ, আমার আল্লাহ্‌ মাবুদ আমাকে যেরকম
হুকুম করেছিলেন, আমি তোমাদেরকে ঠিক
সেরকম বিধি ও অনুশাসন শিক্ষা দিয়েছি, যেন
তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ, সেই
দেশের মধ্যে তা পালন কর। ৬ অতএব তোমরা
সেসব মান্য ও পালন করো; কেননা জাতিদের
সম্মুখে তা-ই তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিস্বরূপ হবে;
এসব বিধি শুনে তারা বলবে, সত্যিই, এই
মহাজাতি জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান জাতি; ৭ কেননা
কোন্‌ বড় জাতির এমন নিকটবর্তী আল্লাহ্‌
আছেন, যেমন আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ? যখনই
আমরা তাঁকে ডাকি, তিনি নিকটবর্তী। ৮ আর
আমি আজ তোমাদের সাক্ষাতে যে সমস্ত
শরীয়ত দিচ্ছি, তার মত যথার্থ বিধি ও অনুশাসন
কোন্‌ বড় জাতির আছে?
৯ কিন্তু তুমি নিজের বিষয়ে সাবধান, তোমার
প্রাণের বিষয়ে অতি সাবধান থাক; পাছে তুমি
যেসব ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেছো, তা ভুলে যাও;
আর পাছে জীবন থাকতে তোমার অন্তর থেকে
তা মুছে যায়; তুমি তোমার পুত্র পৌত্রদেরকে তা
শিক্ষা দাও। ১০ সেদিন, যেদিন তুমি হোরেবে
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলে,
সেদিন মাবুদ আমাকে বললেন, তুমি আমার
কাছে লোকদের একত্র কর, আমি আমার সমস্ত
কালাম তাদের শোনাবো; তারা দুনিয়াতে যত
দিন জীবিত থাকে, তত দিন যেন আমাকে ভয়

৯:১৫।

[৩:২৭] শুমারী ২১:২০।
[৩:২৮] শুমারী ২৭:১৮-২৩।
[৩:২৯] শুমারী ২৩:২৮; ইউসা ১৩:২০।
[৪:১] লেবীয় ১৮:৫; রোমীয় ১০:৫।
[৪:২] দ্বি:বি ১২:৩২; ইউসা ১:৭; মেসাল ৩০:৬; প্রকা ২২:১৮-১৯।
[৪:৩] শুমারী ২৫:১-৯; জবুর ১০৬:২৮।
[৪:৫] জবুর ৭১:১৭; ১১৯:১০২; ইয়ার ৩২:৩৩।
[৪:৬] আইউ ১:১; ২৮:২৮; জবুর ১১১:১০; মেসাল ২:৫; ৩:৭; ৯:১০; হেদা ১২:১৩; ইহি ৫:৫।
[৪:৭] জবুর ৪৬:১; প্রেরিত ১৭:২৭।
[৪:৮] জবুর ৮৯:১৪; ৯৭:2; ১১৯:৭, ৬২,১৪৪,১৬০,১৭; রোমীয় ৩:২।
[৪:৯] পয়দা ১৪:১৪; ১৮:১৯; ইফি ৬:৪।
[৪:১০] দ্বি:বি ১৪:২৩; ১৭:১৯; ৩১:১২-১৩; জবুর ২:১১; ইশা ৮:১৩;

৩:২৫ জর্ডান পার হয়ে গিয়ে সেই উত্তম দেশ। প্রতিজ্ঞাত কেনান দেশ ছিল জর্ডান নদীর পশ্চিম পাশে। মূসাকে সে দেশ পিস্‌গা পাহাড়ের চূড়া থেকে তাকিয়ে দেখতে দেয়া হয়েছিল কেবল। ঐ চূড়াটা ছিল অবারীম পর্বতগুলোর একটা পর্বতের চূড়া (৩২:৪৮-৫২, শুমারী ২৭:১২-১৪, ৩৩:৪৭)।

৩:২৮ ইউসাকে। ইউসা ছিলেন মূসার বিশ্বস্ত সহকারী। মূসা যখন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আইন-কানুন (হিজ ৩২:১৭) লাভ করেন তখন তিনি তাঁর সঙ্গে ঐ পাহাড়ে ছিলেন। তিনি একজন উচ্চ পদস্থ সামরিক নেতাও ছিলেন (হিজ ১৭:৮-১৩) এবং এমনকি কেনান দেশে একবার যে দু'জন চর পাঠানো হয়েছিল তাদের একজন ছিলেন তিনি (শুমারী ১৩)। একমাত্র ইউসা ও কালুত ছিলেন তাঁদের সেই প্রজন্মের দু'জন লোক যাদের কেনান দেশে যাবার অধিকার আল্লাহ্‌ দিয়েছিলেন। আরো দেখুন ৩৪:৯)।

৩:২৯ বৈৎ-পিয়োরের। বৈৎ-পিয়োর ছিল মরু সাগরের উত্তর প্রান্ত থেকে বিশ মাইল পূর্ব দিকে। (আরো দেখুন ১:৩৭)।

৪:১ যে দেশ দিচ্ছেন। ১:৭,৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৩ বাল-পিয়োরের। মোয়াবীয় জাতির উর্বরতার দেবতা বাল-পিয়োরের উপাসনায় হয়তো ইসরাইল জাতির পুরুষেরা জড়িত থেকে তারা মোয়াবীয় স্ত্রীলোকদের সঙ্গে অবৈধ যৌন কাজ করেছিল। (শুমারী ২৫:১-৯)।

৪:৪ সকলেই এখনও জীবিত আছ। মূসা মনে করিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে আল্লাহ্‌ বাল-পিয়োর দেবতার যারা পূজা করেছিল (শুমারী ২৫) তাদের ধ্বংস করেছিলেন। এভাবে তিনি লোকদের কাছে এ সত্যকে তুলে ধরেন যে, তারা যদি আল্লাহ্‌কে সম্মান করে ও তাঁর বাধ্য হয়ে চলে তাহলে তারা বাঁচতে পারবে; কিন্তু তারা যদি আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে তাহলে তারা ধ্বংস হবে।

৪:৮ যে সমস্ত শরীয়ত দিচ্ছি। আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে আইন-কানুন দিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের একটা প্রমাণ হিসাবে। ১:১-৫ এর নোটও দেখুন।

৪:৯ যেসব ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেছো, তা ভুলে যাও। ইসরাইলের রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্চর্য কাজগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়া ছিল দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের একটা প্রধান কথা যা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে (৫:১৫, ৭:১৮, ৮:২, ৯:২৭, ১১:২-৪, ১৬:১-৪, ২৪:১৮,২২, ৩২:৭)। এখানে যে ঘটনার কথা মনে করা হয়েছে (হিজ ১৯) সেখানে আল্লাহ্‌ দশ হুকুমের কথা বলেছেন।

করে, এই বিষয় তারা নিজেরা শিখবে এবং
নিজেদের সন্তানদেরকে ও অন্যদের শেখাবে।
১১ তাতে তোমরা এগিয়ে এসে পর্বতের তলে
দাঁড়িয়েছিলে; আর সেই পর্বত গগনের অভ্যন্তর
পর্যন্ত আগুনে জ্বলছিল, কালো মেঘে ও ঘোর
অন্ধকারে ঢাকা ছিল। ১২ তখন আগুনের মধ্য
থেকে মাবুদ তোমাদের কাছে কথা বললেন;
তোমরা তাঁর কালামের আওয়াজ শুনছিলে, কিন্তু
কোন মূর্তি দেখতে পেলে না, কেবল আওয়াজ
হচ্ছিল। ১৩ আর তিনি তাঁর যে নিয়ম পালন
করতে তোমাদেরকে হুকুম করলেন, সেই নিয়ম
অর্থাৎ দশটি হুকুম তোমাদেরকে মেনে চলতে
হুকুম দিলেন এবং দু'টি পাথরের ফলকে লিখে
দিলেন।
১৪ তোমরা যে দেশ অধিকার করতে পার হয়ে
যাচ্ছ, সেই দেশে তোমাদের পালনীয় বিধি ও
সমস্ত অনুশাসন তোমাদেরকে শিক্ষা দিতে মাবুদ
সেই সময়ে আমাকে হুকুম করলেন।
১৫ যেদিন মাবুদ হোরেবে আগুনের মধ্য থেকে
তোমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সেদিন তোমরা
কোন মূর্তি দেখ নি; অতএব নিজ নিজ প্রাণের
বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও; ১৬ পাছে তোমরা
ভ্রষ্ট হয়ে নিজেদের জন্য কোন আকারের মূর্তির
মত খোদাই-করা মূর্তি তৈরি কর; ১৭ পাছে পুরুষ
বা স্ত্রীর প্রতিকৃতি, দুনিয়ার কোন পশুর প্রতিকৃতি,
আসমানে উড়ে বেড়ানো কোন পাখির প্রতিকৃতি,
ভূচর কোন সরীসৃপের প্রতিকৃতি, ১৮ অথবা ভূমির
নিচস্থ জলচর কোন জন্তুর প্রতিকৃতি তৈরি কর;
১৯ আর আসমানের প্রতি চোখ তুলে সূর্য, চন্দ্র ও
তারা, আসমানের সমস্ত বিদ্যমান বস্তু দেখলে,
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ যাদেরকে সমস্ত আসমানের
নিচে অবস্থিত সমস্ত জাতির জন্য বণ্টন করেছেন,
পাছে ভ্রান্ত হয়ে তাদের কাছে সেজ্‌দা ও তাদের

ইয়ার ৩২:৪০।
[৪:১১] হিজ ১৯:৯; জবুর ১৮:১১; ৯৭:২।
[৪:১২] হিজ ২০:২২; মথি ৩:১৭; ইব ১২:১৯।
[৪:১৩] দ্বি:বি ৯:৯; রোমীয় ৯:৪।
[৪:১৪] হিজ ২১:১।
[৪:১৫] ইশা ৪০:১৮; ৪১:২২-২৪।
[৪:১৬] পয়দা ৬:১১-১২; কাজী ২:১৯।
[৪:১৭] রোমীয় ১:২৩।
[৪:১৯] দ্বি:বি ১৭:৩; ২বাদশা ২৩:১১; আইউ ৩১:২৬; ইয়ার ৮:২; ৪৩:১৩; ইহি ৮:১৬।
[৪:২০] পয়দা ১৭:৭; হিজ ৮:২২; ৩৪:৯; তীত ২:১৪।
[৪:২১] শুমারী ২০:১২; দ্বি:বি ১:৩৭।
[৪:২২] শুমারী ২৭:১৩-১৪।
[৪:২৩] হিজ ২০:৪।
[৪:২৪] হিজ ১৫:৭; ১৯:১৮; ইব ১২:২৯।
[৪:২৫] ১বাদশা ১১:৬; ১৫:২৬; ১৬:২৫, ৩০; ২বাদশা ১৭:২, ১৭; ২১:২।
[৪:২৬] জবুর ৫০:৪; ইশা ১:২; ৩৪:১।
[৪:২৭] লেবীয়

সেবা কর। ২০ কিন্তু মাবুদ তোমাদের গ্রহণ
করেছেন, লোহা গলানো হাফরের মধ্য থেকে,
মিসর দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে
এনেছেন, যেন তোমরা তাঁর অধীনস্থ লোক হও,
যেমন আজ আছ।
২১ আর তোমাদের জন্য মাবুদ আমার প্রতিও
ক্রুদ্ধ হয়ে এই কসম খেয়েছেন যে, তিনি
আমাকে জর্ডান পার হতে দেবেন না এবং
তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাদের যে দেশ
অধিকার হিসেবে দিচ্ছেন, সেই উত্তম দেশে
আমাকে প্রবেশ করতে দেবেন না। ২২ বাস্তবিক
এই দেশেই আমাকে ইন্তেকাল করতে হবে;
আমি জর্ডান পার হয়ে যেতে পারব না; কিন্তু
তোমরা পার হয়ে সেই উত্তম দেশ অধিকার
করবে। ২৩ তোমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান
থেকো, তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাদের জন্য
যে নিয়ম স্থির করেছেন, তা ভুলে যেও না, কোন
বস্তুর মূর্তিবিশিষ্ট খোদাই-করা মূর্তি তৈরি করো
না; তা তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের নিষিদ্ধ।
২৪ কেননা তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ গ্রাসকারী
আগুনের মত; তিনি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী
আল্লাহ্‌।
২৫ সেই দেশে পুত্র পৌত্রদের জন্ম দিয়ে বহুকাল
বাস করলে পর যদি তোমরা ভ্রষ্ট হও ও কোন
বস্তুর মূর্তি বিশিষ্ট খোদাই-করা মূর্তি তৈরি কর
এবং তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ,
তা করে তাঁকে অসন্তুষ্ট কর; ২৬ তবে, আমি
আজ তোমাদের বিরুদ্ধে বেহেশত ও দুনিয়াকে
সাক্ষী মেনে বলছি, তোমরা যে দেশ অধিকার
করতে জর্ডান পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশ থেকে
শীঘ্র বিনষ্ট হবে, সেখানে বহুকাল বাস করতে
পারবে না, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হবে।
২৭ আর মাবুদ নানা জাতির মধ্যে তোমাদের ছিন্ন

৪:১০ হোরেবে। ১:১-৫ আয়াতের নোট দেখুন (মোয়াব দেশ)।

৪:১৪ পার হয়ে যাচ্ছ। ১:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:১৬-১৮ পুরুষ বা স্ত্রীর ... প্রতিকৃতি তৈরি কর। ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ জীবন্ত আল্লাহ্‌। কোন প্রতিমূর্তি বা প্রতিমা দিয়ে তাকে দেখানো যায় না। আরো দেখুন হিজরত ২০:৪,৫; ৩৪:১৭; লেবীয় ২৬:১, দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৮-৯, ২৭:১০, ইশাইয়া ৪৪:৬-২০।

৪:১৯ সূর্য, চন্দ্র ও তারা। প্রাচীন যুগে কোন কোন ধর্মে সূর্য, চাঁদ ও গ্রহ-নক্ষত্রের উপাসনা করা হতো। কিন্তু আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে বেছেনিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে বিশেষ এক সম্পর্কের জন্য যিনি তাদের মিসরের গোলামী থেকে মুক্ত করেছিলেন (হিজ ১২-১৪)। অনেক দেবদেবীর ইসরাইলের এবাদতের বিষয় হবার কথা ছিল না। আরো দেখুন হিজরত ২০:৪, লেবীয় ২৬:১, দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৮।

৪:২০ লোহা গলানো হাফরের মধ্য থেকে ... যেন তোমরা তাঁর অধীনস্থ লোক হও। মূসা লোকদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা মাবুদের বেছে নেওয়া জাতি (হিজ ১৯:৫, দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৬, ১৪:২, ২৬:১৮; আরো দেখুন তীত ২:১৪, ১ পিতর ২:৯)। আল্লাহ্‌ তাদের লোহা গলানো হাপরের সঙ্গে তুলনা করা যায় মিসর এমন গোলামী থেকে বের করে এনেছিলেন।

৪:২১ মাবুদ আমার প্রতিও ক্রুদ্ধ হয়ে। ১:৩৬-৩৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:২৫ বহুকাল বাস করলে পর যদি তোমরা ভ্রষ্ট হও। তোমাদের পূর্ব পুরুষদের জন্য মূসা লোকদের সাবধান করে দেন যেন তারা আইন-কানুন ভুলে না যায় ও কোন প্রতিমা পূজা না করে। যদি তারা তা করে তাহলে সবাই ধ্বংস হবে, এবং যারা প্রতিজ্ঞা করা দেশে যাবে তাদেরও সেখান থেকে দূর করে দেয়া হবে। কিন্তু তারা যদি আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসে একমাত্র তাঁরই এবাদত করে তাহলে তিনি তাদের সঙ্গে করা

ভিন্ন করবেন; যেখানে মাবুদ তোমাদের নিয়ে যাবেন, সেই জাতিদের মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক হয়ে অবশিষ্ট থাকবে। ২৮ আর তোমরা সেখানে মানুষের হাতের তৈরি দেবতাদের– যারা দেখতে, শুনতে, ভোজন করতে ও ঘ্রাণ নিতে পারে না এমন কাঠ ও পাথরের তৈরি– তাদের সেবা করবে। ২৯ কিন্তু সেখানে থেকে যদি তোমরা তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদের খোঁজ কর, তবে তাঁর উদ্দেশ পাবে; সমস্ত অন্তর ও সমস্ত প্রাণের সঙ্গে তাঁর খোঁজ করলে পাবে। ৩০ যখন তোমার সঙ্কট উপস্থিত হয় এবং এসব তোমার প্রতি ঘটে, তখন সেই ভাবী কালে তুমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদের প্রতি ফিরবে ও তাঁর বাধ্য হয়ে চলবে। ৩১ কারণ তোমার আল্লাহ্ মাবুদ কৃপাময় আল্লাহ্; তিনি তোমাকে ত্যাগ করবেন না, তোমাকে বিনাশ করবেন না এবং কসম দ্বারা তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যে নিয়ম করেছেন তা ভুলে যাবেন না।

৩২ কারণ, দুনিয়াতে আল্লাহ্ কর্তৃক মানুষের সৃষ্টিদিন থেকে শুরু করে তোমার আগে যে কাল গেছে, সেই পুরানো কাল এবং আসমানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তকে জিজ্ঞাসা কর, এই রকম মহৎ কাজের মত কাজ কি আর কখনও হয়েছে? কিংবা এমন কি শোনা গেছে? ৩৩ তোমার মত কি আর কোন জাতি আগুনের মধ্য থেকে যাঁর বাণী নিঃসৃত হত সেই আল্লাহ্‌র বাণী শুনে বেঁচে আছে? ৩৪ কিংবা তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ মিসরে তোমাদের সাক্ষাতে যেসব কাজ করেছেন, আল্লাহ্ কি সেই অনুসারে গিয়ে পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ, চিহ্ন, অদ্ভুত লক্ষণ, যুদ্ধ, শক্তিশালী হাত, বাড়িয়ে দেওয়া বাহু ও ভয়ঙ্কর মহৎ মহৎ কাজ দ্বারা অন্য জাতির মধ্য থেকে নিজের জন্য এক জাতি গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন? ৩৫ মাবুদই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, তা যেন তুমি জানতে পার, সেজন্য ঐ সমস্ত তোমাকেই দেখানো হল। ৩৬ উপদেশ দেবার জন্য তিনি বেহেশত থেকে তোমাকে তাঁর বাণী শোনালেন ও দুনিয়াতে তোমাকে তাঁর মহা আগুন দেখালেন এবং তুমি আগুনের মধ্য থেকে তাঁর কথা শুনতে পেলে। ৩৭ তিনি তোমার পূর্বপুরুষদেরকে মহব্বত করতেন, তাই তাঁদের পরে তাঁদের বংশকেও মনোনীত করলেন এবং তাঁর উপস্থিতি ও মহাপরাক্রম দ্বারা তোমাকে মিসর দেশ থেকে বের করে আনলেন; ৩৮ যেন তোমার চেয়ে মহান ও বিক্রমী জাতিদেরকে তোমার সম্মুখ থেকে দূর করে তাদের দেশে তোমাকে প্রবেশ করান ও অধিকার হিসেবে তোমাকে সেই দেশ দেন, যেমন আজ দেখছো। ৩৯ অতএব আজ জেনে রাখ ও অন্তরে গেঁথে রাখ যে, উপরিস্থ বেহেশতে ও নিচস্থ দুনিয়াতে মাবুদই আল্লাহ্, আর তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। ৪০ আর তোমার মঙ্গল ও তোমার ভাবী সন্তানদের মঙ্গল যেন হয় এবং তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে যে ভূমি চিরকালের জন্য দিচ্ছেন, তার উপরে যেন তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়, এজন্য আমি তাঁর যেসব বিধি ও হুকুম আজ তোমাকে নির্দেশ করলাম তা পালন করো।

জর্ডানের পূর্ব পারে আশ্রয়-নগর

৪১ সেই সময় মূসা জর্ডানের পারে সূর্যোদয়ের দিকে তিনটি নগর পৃথক করলেন, ৪২ যেন নরহন্তা সেখানে পালাতে পারে। যে কেউ তার প্রতিবেশীকে আগে হিংসা না করে অজ্ঞানতাবশত হত্যা করে, সে যেন এই সব নগরের কোন একটির মধ্যে পালিয়ে বাঁচতে পারে। ৪৩ সেই নগর তিনটি হল রূবেণীয়দের জন্য সমভূমিতে মরুভূমিস্থ বেৎসর, গাদীয়দের জন্য গিলিয়দ-স্থিত রামোৎ এবং মানশাদের জন্য বাশন-স্থিত গোলান।

হযরত মূসার দ্বিতীয় বক্তৃতা

৪৪ মূসা বনি-ইসরাইলদের সম্মুখে এই শরীয়ত স্থাপন করেছিলেন; ৪৫ মিসর থেকে বের হয়ে এসে মূসা জর্ডানের পূর্বপারে, বৈৎ-পিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে, হিষ্‌বোন-নিবাসী আমোরীয় বাদশাহ্ সীহোনের দেশে বনি-

২৬:৩৩; ইয়ার ৩:৮; মীখা ১:১৬। [৪:২৮] ১শামু ২৬:১৯; ইয়ার ৫:১৯; ১৬:১৩; প্রেরিত ১৯:২৬। [৪:২৯] হোশেয় ৩:৫; আমোস ৫:৪। [৪:৩০] নহি ১:৯; যেয়েল ২:১২। [৪:৩১] ইব ১৩:৫। [৪:৩২] মথি ২৪:৩১। [৪:৩৩] হিজ ২০:২২; দ্বি:বি ৫:২৪-২৬। [৪:৩৪] জবুর ৯:১; ৪০:৫; ইয়ার ৩২:২০। [৪:৩৫] ইশা ৪৩:১০; মার্ক ১২:৩২। [৪:৩৬] হিজ ১৯:১৯; ইব ১২:২৫। [৪:৩৭] ইয়ার ৩১:৩; হোশেয় ১১:১; মালা ১:২; ২:১১। [৪:৩৮] শুমারী ৩৪:১৪-১৫;। [৪:৩৯] হিজ ৮:১০। [৪:৪০] পয়দা ২৬:৫; দ্বি:বি ৫:২৯; ১১:১; জবুর ১০৫:৪৫; ইশা ৪৮:১৮। [৪:৪২] হিজ ২১:১৩। [৪:৪৩] ইউসা ২১:৩৮; ১বাদশা ২২:৩; ২বাদশা ৮:২৮; ৯:১৪।

তাঁর নিয়ম রক্ষা করবেন এবং তাদের তিনি দয়া করবেন। আরো দেখুন হিজরত ২৮:৩৬, ইয়ারমিয়া ২৯:১৩।

৪:৩২-৩৪ পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ, চিহ্ন, অদ্ভুত লক্ষণ, যুদ্ধ, শক্তিশালী হাত, বাড়িয়ে দেওয়া বাহু ও ভয়ঙ্কর মহৎ মহৎ কাজ। এর দ্বারা হয়তো মিসরে আল্লাহ্‌র করা আশ্চর্য কাজগুলোকে বুঝিয়েছেন যার মাধ্যমে আল্লাহ্ ইসরাইলকে রক্ষা করেছিলেন। (১:৩০-৩২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:৪১-৪৩ তিনটি নগর পৃথক করলেন। এই নগরগুলো ঠিক করে রাখা হয়েছিল যেন অনিচ্ছায় যদি কোন লোক কাউকে খুন করে ফেলত তখন যেন সেই লোক ঐ রকম কোন একটা নগরে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পারে। ঐ সময়ে ‘খুনের বদলে খুন’ করা ছিল সাধারণ ব্যাপার। কোন খুন হওয়া লোকের নিকটতম পুরুষ আত্মীয়কে ঠিক করা হতো যেন সে তার খুন হওয়া আত্মীয়ের খুনীকে খোঁজ করে পেয়ে তাকে খুন করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। যদি কোন খুনী লোক বিচারে প্রমাণিত হয় যে সে ইচ্ছা করেই খুন করেছে তাহলে তাকে শাস্তিস্বরূপ খুন করা হতো। যদি প্রমাণিত হতো যে সে ইচ্ছা করে খুন করে নি কিন্তু তার অনিচ্ছায় খুন হয়েছে তাহলে তার নিরাপত্তার জন্য তাকে কোন একটা আশ্রয়-নগরে রাখা হতো যাতে খুন হওয়া ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন তাকে প্রতিহিংসা বসতঃ খুন না করে (শুমারী ৩৫:২৫-২৭)। আরো দেখুন হিজরত ২১:১২-১৪; শুমারী ৩৫:৬-১৮; দ্বিতীয় বিবরণ ১৯:১-১৩; ইউসা ২০:২-৯। ঐ সমস্ত নগর কোথায় অবস্থিত ছিল তা দেখার জন্য মানচিত্র দেখুন। আরও দেখুন ৩:১২-১৭ এর নোট।

ইসরাইলদের কাছে এসব নির্দেশ, বিধি ও
অনুশাসন বর্ণনা করেছিলেন। ৪৬ মিসর থেকে
বের হয়ে এসে মূসা ও বনি-ইসরাইল সেই
বাদশাহ্‌কে আঘাত করেছিলেন; ৪৭ এবং তাঁর ও
বাশনের বাদশাহ্ উজের দেশ, জর্ডানের পূর্বপারে
সূর্যোদয়ের দিকে আমোরীয়দের এই দুই
বাদশাহ্‌র দেশ, ৪৮ অর্ণোন উপত্যকার সীমাস্থ
অরোয়ের থেকে সীওন পর্বত ৪৯ অর্থাৎ হর্মোণ
পর্যন্ত সমস্ত দেশ এবং পিস্‌গা পাহাড়শ্রেণীর ঢালু
অংশের নিচে অরাবা উপত্যকার সমুদ্র পর্যন্ত
জর্ডানের পূর্বপারস্থ সমস্ত অরাবা উপত্যকা
অধিকার করেছিলেন।

শরীয়তের দশটি বিশেষ হুকুম

৫ ১ তখন মূসা সমস্ত ইসরাইলকে ডেকে
বললেন, হে ইসরাইল, আমি তোমাদের
উদ্দেশে আজ যেসব বিধি ও অনুশাসনের কথা
বলছি, সেসব শোন, তোমরা তা শিক্ষা কর ও
যত্নপূর্বক পালন কর। ২ আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ
হোরেবে আমাদের সঙ্গে একটি নিয়ম করেছেন।
৩ মাবুদ আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সেই নিয়ম
করেন নি, কিন্তু আজ এই স্থানে সকলে জীবিত
আছি যে আমরা, আমাদেরই সঙ্গে করেছেন।
৪ মাবুদ পর্বতে আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের
সঙ্গে সম্মুখাসম্মুখি হয়ে কথা বললেন। ৫ সেই
সময়ে আমিই তোমাদেরকে মাবুদের কালাম
জানাবার জন্য মাবুদ ও তোমাদের মধ্যে
দণ্ডায়মান ছিলাম; কেননা আগুনের ভয়ে তোমরা
পর্বতে উঠো নি।

[৪:৪৬] শুমারী ২১:২৬।
[৫:১] হিজ ১৮:২০।
[৫:২] হিজ ১৯:৫; ইয়ার ১১:২; ইব ৯:১৫; ১০:১৫-১৭।
[৫:৩] শুমারী ২৬:৬৩-৬৫; ইব ৮:৯।
[৫:৪] শুমারী ১৪:১৪।
[৫:৫] গালা ৩:১৯।
[৫:৬] লেবীয় ২৬:১; জবুর ৮১:১০।
[৫:৮] লেবীয় ২৬:১; জবুর ৭৮:৫৮; ৯৭:৭।
[৫:৯] হিজ ৩৪:৭; শুমারী ১০:৩৫; ১৪:১৮।
[৫:১০] শুমারী ১৪:১৮; দ্বি:বি ৭:৯; নহি ১:৫; ইয়ার ৩২:১৮; দানি ৯:৪।
[৫:১১] লেবীয় ১৯:১২; দ্বি:বি ১০:২০; মথি ৫:৩৩-৩৭।
[৫:১২] হিজ ১৬:২৩-৩০; ৩১:১৩-১৭; মার্ক ২:২৭-২৮।
[৫:১৪] পয়দা ২:২; মথি ১২:২; মার্ক ২:২৭; ইব ৪:৪।

৬ তিনি বললেন, আমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদ,
যিনি মিসর দেশ থেকে, গোলাম-গৃহ থেকে
তোমাকে বের করে আনলেন।
৭ আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না
থাকুক।
৮ তুমি তোমার জন্য খোদাই-করা মূর্তি তৈরি
করো না; উপরিস্থ বেহেশতে, নিচস্থ দুনিয়াতে ও
দুনিয়ার নিচস্থ পানিতে, যা যা আছে, তাদের
কোন মূর্তি তৈরি করো না; ৯ তুমি তাদের কাছে
সেজ্‌দা করো না এবং তাদের সেবা করো না;
কেননা তোমার আল্লাহ্ মাবুদ আমি স্বগৌরব
রক্ষণে উদ্যোগী আল্লাহ্; আমি পিতৃগণের
অপরাধের প্রতিফল সন্তানদের উপরে বর্তাই,
যারা আমাকে অগ্রাহ্য করে, তাদের তৃতীয় ও
চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তাই; ১০ কিন্তু যারা আমাকে
মহব্বত কর ও আমার সমস্ত হুকুম পালন করে,
আমি তাদের হাজার হাজার পুরুষ পর্যন্ত অটল
মহব্বত প্রকাশ করি।
১১ তোমার আল্লাহ্ মাবুদের নাম অনর্থক নিও না,
কেননা যে কেউ তাঁর নাম অনর্থক নেয়, মাবুদ
তাকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করবেন না।
১২ তোমার আল্লাহ্ মাবুদের হুকুম অনুসারে
বিশ্রামবার পালন করে পবিত্র বলে মান্য করো।
১৩ ছয় দিন পরিশ্রম করো, তোমার সমস্ত কাজ
করো; ১৪ কিন্তু সপ্তম দিন তোমার আল্লাহ্
মাবুদের উদ্দেশে বিশ্রামবার; সেদিন তুমি, বা
তোমার পুত্র, বা কন্যা, বা তোমার গোলাম বা
বাঁদী, বা তোমার গরু, বা গাধা, বা অন্য কোন

৪:৪৪-৪৯ মিসর ... বৈৎ-পিয়োরের ... পিস্‌গা। এই আয়াতগুলো হল এই কিতাবের দ্বিতীয় ভূমিকা। ইসরাইল জাতিকে বৈৎ-পিয়োরের এই ক্যাম্পে পৌঁছানোর জন্য চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মরু-এলাকা দিয়ে চলতে হয়েছে (২:১৪ ও ৩:২৫-২৯ আয়াতের নোট দেখুন)। জর্ডান নদীর পূর্ব পাড়ের বিভিন্ন জাতি ও বাদশাহ্‌দের পরাজিত করার পরে লোকেরা নদী পার হয়ে তার পশ্চিম পাড়ের দেশগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ১:১-৫, ১:৭-৮ ও ৩:৩-১০ আয়াতের নোট দেখুন হর্মোণ পাহাড়ের বিষয়ে আরো জানার জন্য।

৫:১ আজ যেসব বিধি ও অনুশাসন কথা বলছি। কথাগুলো এ অধ্যায়ের একটা শিরোনামের মত। একই কথা আছে ৬:১ ও ১২:১এ। বাধ্যতার বিষয়টি এখানে আবারো বলা হয়েছে। ৪:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:২ হোরেবে আমাদের সঙ্গে একটি নিয়ম করেছেন। আল্লাহ্ হোরেব পাহাড়ে ইসরাইল জাতির সঙ্গে যে নিয়ম স্থাপন করেছিলেন তা ছিল সকল যুগের জন্য। আরো দেখুন ১:১-৫ ও ৪:৫-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:৬ আমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদ। হুকুমগুলো দেয়া হয়েছে মাবুদের সঙ্গে লোকদের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে লোকদের জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে। ১:৬ ও ৪:৫-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:৭-৯ অন্য দেবতা না থাকুক ... খোদাই-করা মূর্তি। ৪:১৬-১৮ (মূর্তি) আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন লেবীয় ২৬:১, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫-১৮, ২৭:১৪-১৬।

৫:১১ আল্লাহ্ মাবুদের নাম অনর্থক নিও না। এর দ্বারা হয়তো আল্লাহ্‌র নামে কোন প্রতিজ্ঞা করা, সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করার পরে মিথ্যা বলা, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে হয়তো কোন অভিশাপ দেয়া, বা কোন মন্ত্র হিসাবে আল্লাহ্‌র নাম ব্যবহার করা, কিংবা মাবুদের নাম উচ্চারণ করে তাঁকে কোন স্বার্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা, ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। লেবীয় ১৯:১২ ও দেখুন।

৫:১২ বিশ্রামবার। এই বিশ্রামবার শুরু হতো শুক্রবার ঠিক সন্ধ্যার সময় আর শেষ হতো শনিবার সন্ধ্যায় একটা প্রশংসা গানের মধ্য দিয়ে। ‘বিশ্রাম’ কথার অর্থ কাজ থেকে বিরত থাকা। তা ছিল সব ইহুদীদের জন্য একটা হুকুম। এই হুকুমের মধ্যে জোড় দেয়া হয়েছে ইসরাইল জাতির গোলাম-বাঁদী ও পশুদের জন্য সপ্তাহে ঐ দিনে বিশ্রামের উপর আর লোকেরা যেন ভুলে না যায় যে, তারাও জাতি হিসাবে অতীতে একবার মিসরে গোলামী করেছে, এবং মাবুদ তাদের সেই গোলামী থেকে মুক্ত করেছিলেন। আরো দেখুন হিজ ১৬:২৩-৩০; ২৩:১২; ৩১:১২-১৫, ৩৪:২১; ৩৫:২; লেবীয় ২৩:৩।

৫:১৪ তোমার তোরণদ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী। ইসরাইল জাতির বাইরের লোকেরা কখন কখন ইসরাইল জাতির পরিবারে গোলাম-বাঁদী ছিল। তাদের সপ্তাহে একদিন বিশ্রামের

পশু, বা তোমার তোরণদ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী,
কেউ কোন কাজ করো না; তোমার গোলাম ও
তোমার বাঁদী যেন তোমার মত বিশ্রাম পায়।
১৫ স্মরণে রেখো, মিসর দেশে তুমি গোলাম
ছিলে, কিন্তু তোমার আল্লাহ্ মাবুদ শক্তিশালী হাত
ও বাড়িয়ে দেওয়া বাহু দ্বারা সেখান থেকে
তোমাকে বের করে এনেছেন। এজন্য তোমার
আল্লাহ্ মাবুদ বিশ্রামবার পালন করতে তোমাকে
হুকুম করেছেন।
১৬ তোমার আল্লাহ্ মাবুদের হুকুম অনুসারে
তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে সমাদর করো;
যেন তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে যে দেশ
দেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয় ও
তুমি মঙ্গল লাভ কর।
১৭ খুন করো না।
১৮ জেনা করো না।
১৯ চুরি করো না।
২০ তুমি প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও
না।
২১ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর উপর লোভ করো

[৫:১৫] ইয়ার ৩২:২১।
[৫:১৬] ইফি ৬:২-৩।
[৫:১৭] মথি ৫:২১-২২।
[৫:১৮] লূক ১৮:২০।
[৫:১৯] লূক ১৮:২০।
[৫:২০] লূক ১৮:২০।
[৫:২১] রোমীয়

প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৫:১৬ পিতা ও তোমার মাতাকে সমাদর করো। ছেলেমেয়েরা বাবা-মাকে সম্মান করবে এবং তাঁদের বৃদ্ধ বয়সে তারা তাঁদের যথাসাধ্য যত্ন করবে (লেবীয় ১৯:৩,৪; ২০:৯)। লক্ষ্যণীয় যে, এই হুকুমটির সঙ্গে একটা প্রতিজ্ঞাও আছে।

দশ হুকুম-নামা

ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্ যে সমস্ত আইন-কানুন দিয়েছেন তার মধ্যে যাকে আমরা দশ হুকুমনামা বলি তাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। কিতাবুল মোকাদ্দসে দু'টি স্থানে ঐ দশ হুকুমনামা আছে। (হিজ ২০:১-১৭; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৬০২১) যে দু'টি তালিকা আছে এই হুকুমগুলোর মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। পণ্ডিতগণ বলেছেন যে, যেভাবে হুকুমগুলো লেখা আছে তার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ঐ সমস্ত অঞ্চলের প্রাচীন কালের শাসনকর্তা ও তাদের অধীন লোকদের মধ্যে করা বিভিন্ন সন্ধি বা নিয়ম-স্থাপনের মিল আছে। ঐ সমস্ত সন্ধির মধ্যে শাসনকর্তা তার অধীনস্ত লোকদের রক্ষা করার জন্য প্রতিজ্ঞা করতো এবং লোকেরা তার পরিরবর্তে শাসনকর্তার বাধ্য থাকত। দশ হুকুমনামা শুধু কতগুলো কাজ করার আদেশ এবং কতগুলো কাজ না করার জন্য বারন করাই না, কিন্তু এসব হুকুমের মধ্যে প্রধান কথা হচ্ছে এগুলো একটা সম্পর্কের কথা বলে। লক্ষ্য করুন যে, হুকুমগুলোর আরম্ভে বলা হয়েছে 'হে ইসরাইলীরা, আমি মাবুদই তোমাদের আল্লাহ্। মিসর দেশের গোলামী থেকে আমিই তোমাদের বের করে এনেছি' (হিজ ২০:১-২)। মাবুদ ইসরাইল জাতিকে মনোনীত করলেন ও পরে তাদের মিসরের গোলামী থেকে উদ্ধার করলেন। এ সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে তাদের একটা পবিত্র সম্পর্ক তৈরি হয়।

আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত জাতির সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তাকে শক্ত করার জন্যই তিনি তাদের ঐ হুকুমগুলো দিয়েছিলেন। যেহেতু আল্লাহ্ তাদের মনোনীত করেছিলেন তাই তারা তাঁরই কথামত চলবে। তারা একমাত্র তাঁরই এবাদত করবে এবং অন্য কোন দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করবে না বা তার এবাদত করবে না। আল্লাহ্ যেহেতু পবিত্র তাই তারা তাঁর নাম অনর্থক নিয়ে তা অপবিত্র করবে না (হিজ ২০:৭ ও তার নোট দেখুন)। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে একটা হুকুম ছিল সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম দিন রূপে পালন করার দিন। যেমন আল্লাহ্ নিজে দুনিয়া সৃষ্টি করার শেষে করেছিলেন (পয়দা ২:২,৩; হিজরত ২০:৮-১১)। বিশ্রাম দিন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে স্থির করা ছিল, কারণ ঐ দিনে তাঁর এবাদত করা ও তিনি তাদের জন্য কি করেছিলেন তা স্মরণ করার জন্য পালন দ্বারা তারা অন্যান্য জাতির লোকদের থেকে যে আলাদা তা প্রকাশ করতো। ঐ দিনে বিশ্রাম করে, আল্লাহ্‌র এবাদত করে ও তাদের গোলাম-বাঁদীদের এবং পশুপালেরও কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের প্রতিবেশী অন্যান্য সমস্ত জাতিকে বুঝতে দিত যে, মাবুদের সঙ্গে তাদের এক বিশেষ পবিত্র সম্পর্ক রয়েছে।

বাকী অন্যান্য হুকুমগুলোর লক্ষ্য ছিল তাদের নিজেদের মধ্যের সম্পর্ক সঠিক ও সুন্দর রাখা। এ হুকুমগুলো ইসরাইল জাতির লোকদের মধ্যকার সামাজিক সুসম্পর্ক রক্ষা ও যে কোন বিপদ ও অশান্তি থেকে রক্ষা করার জন্য মূল নীতি ও হুকুম। আর এ মূল হুকুমগুলো না মানলে সমাজের অবস্থা খারাপ হতো, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে অশান্তি নেমে আসত; বিবাহ ভেঙ্গে যেত এবং আল্লাহ্ তাঁর সকল মানুষের জন্য যে সুখ ও শান্তিময় জীবন চেয়েছিলেন তা সম্ভব হতো না, বরং তার পরিবর্তে জীবন দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তিতে ভরে যেত।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, দশ হুকুমনামার দু'টি তালিকার (হিজ ২০:১-১৭; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৬-২১) কোনটিতেই হুকুমগুলো এক থেকে দশ পর্যন্ত স্যংখ্যা দিয়ে সরাসরি উল্লেখ করা নেই। বিভিন্ন ধর্মীয় দলের শিক্ষায় এই তালিকা দু'টির মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন তালিকায় "একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদত করবে"– এই হুকুমের (হিজ ২০:৩) সংগে প্রতিমা তৈরি ও তার পূজা করাকে নিষেধ করা হয়েছে (হিজ ২০:৪-৬)। আর শেষের হুকুমটি যেখানে অন্যের কোন কিছুর উপর লোভ করতে নিষেধ করা হয়েছে সেটিকে দু'টি হুকুমে ভাগ করা হয়েছে বলে সব মিলে দশটি হুকুম হয়। হুকুমগুলোর কিভাবে সংখ্যা দেয়া হয়েছে তা প্রধান কথা নয়, কিন্তু এগুলো নির্দেশ দেয় কিভাবে আল্লাহ্‌র মনোনীত লোকেরা একে অপরের সঙ্গে বাস করবে ও আল্লাহ্‌কে সম্মান করবে।

৫:১৭ খুন করো না। কোন কোন আধুনিক অনুবাদে আছে হত্যা। এই হুকুমের দ্বারা যে কোন প্রকার হত্যার কথা বলা হয়নি। এর দ্বারা বলা হয়েছে সঠিক কারণ ছাড়া হত্যা না করা।

৫:১৮ জেনা করো না। এখানে বিবাহিত লোকের সঙ্গে একজন অবিবাহিত লোকে বা বিবাহ বর্হিভুত ভাবে যৌন কাজকে নিষেধ করা হয়েছে।

৫:১৯ চুরি করো না। এখানে চুরি দ্বারা বুঝানো হয়েছে অপহরণ বা কোন লোককে গোলামরূপে বিক্রি করা (হিজ ২৪:৭)।

৫:২০ মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। এর অর্থ কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজব ছড়ানো বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া যার ফলে কোন অপরাধীর সাহায্য হয় (হিজ ২৩:১)।

৫:২১ লোভ করো না। এর দ্বারা লোভের বা হিংসার মনোভাব এবং তার কাজকেও বুঝায়। এই তালিকার সঙ্গে হিজরত ২০:১৭ এর তালিকা তুলনা করুন। রোমীয় ৭:৭ ও ১৩:৯ ও দেখুন।

মাবুদ, মাবুদের শাসন ও মাবুদকে ভয় করা

আল্লাহ্‌র নামের বিভিন্ন হিব্রু এবং গ্রীক শব্দকে এরূপ অনুবাদ করা হয়েছে।

(১) হিব্রু ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌কে ইংরেজী ভাষার কিতাবুল মোকাদ্দসে বড় হাতের বর্ণাক্ষরে লর্ড এবং বাংলায় মাবুদ হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। এটি হচ্ছে বনি-ইসরাইলদের আল্লাহ্‌র যথার্থ নাম। *"ইয়াহ্‌ওয়েহ্"* শব্দটিকে হিজ ৬:৩; জবুর ৮৩:১৮; ইশা ১২:২; ২৬:৪ আয়াতে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

(২) হিব্রু *'আদন,'* এর মধ্য দিয়ে একজনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকে বা নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হওয়াকে বুঝানো হয়ে থাকে। এর মধ্য দিয়ে গোলামদের উপর মালিকের (পয়দা ২৪:১৪,২৭), অথবা শাসকদের অধীনস্ত সকলের উপর শাসনকর্তার (পয়দা ৪৫:৮), স্ত্রীর উপর প্রভু হিসেবে স্বামীর কর্তৃত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে, পয়দা ১৮:১২। হিব্রু এই শব্দটির পুরনো বহুবচন রূপ হচ্ছে *'আদনাই'*। "ইয়াহ্‌ওয়েহ্" নামের ক্ষেত্রে, অতিভক্তি প্রদর্শনমূলক ইহুদীগণ কিতাব পাঠের সময় যতবারই কিতাবে "ইয়াহ্‌ওয়েহ্" শব্দটি তাদের চোখে পড়তো ততবারই এই শব্দটিকে তারা সবসময় 'আদনাই' উচ্চারণ করতো। তারা মনে করে এই নামটি এত অতি পবিত্র যে, এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করবার সময় যদি আমরা কোন কারণে অপবিত্র থাকি তবে তা যথাযত হবে না। তাই বনি-ইসরাইলরা সচারচর এই নাম মুখে উচ্চারণ করে না।

(৩) গ্রীক *'কুরিয়স,'* অতি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রভু/মালিক। সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদে এটিকে "ইয়াহ্‌ওয়েহ্" এবং "আদনাই" এর ক্ষেত্রে নিয়ত একরূপভাবে অনুবাদ করা হয়েছে।

(৪) হিব্রু *'বাল,'* প্রভু/মালিক, যার কর্তৃত্ব বা শাসনের ক্ষমতা রয়েছে। এই শব্দটিকে মানবজাতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন, স্বামীর ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তির শিল্প কলায় অথবা পেশাগত দিকের পারদর্শীর ক্ষেত্রে, এবং প্রতিমা পূজকদের দেবত্বের ক্ষেত্রে। "শিখিমের সমস্ত বাসিন্দাদের কাছে "শিখিমের প্রভুত্ব বা মালিকের" বিষয় তুলে ধরা হয়েছিল, কাজী ৯:২,৩। গেষরে ইসরাইলের বংশধর আফরাহীম গোষ্ঠীর অধীনতা বা গোলামী মানার শর্তে কেনানীয়দের সেই দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয় নি, আর এই ক্ষেত্রে 'বাল' শব্দটির প্রতিফলন দেখা যায়, ইউসা ১৬:১০, ১৭:১৩।

(৫) হিব্রু *'সেরেন,'* এটিকে মূলত সম্পূর্ণরূপে "ফিলিস্তিনীদের শাসনকর্তাদের" প্রতি নির্দেশ করণার্থে ব্যবহার করা হয়েছে, কাজী ৩:৩। সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদে এটিকে প্রাচীন পারসিক প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। এই সময় ফিলিস্তিনীরা, পরবর্তীতে যেরূপ বাদশাহ্‌র শাসনাধীনে পরিচালিত হত, সেইরূপ শাসনাধীনের অধীন ছিলেন না, ১ শামু ২১:১০। ইউসা ১৩:৩; ১ শামু ৬:১৮ আয়াত দেখুন। ঐ ধরনের পাঁচটি শহরের উপর কর্তৃত্বপূর্ণ শাসনকার্য লক্ষ্য করা যায়, সেগুলো হল: গাৎ, অস্‌দোদ, গাজা, অস্কিলোন এবং ইক্রোণ।

মাবুদের প্রত্যক্ষ শাসন

আল্লাহ্‌র সরকার ব্যবস্থা, যেখানে আল্লাহ্ নিজেই শাসনকর্তা। মিসরের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার সময় থেকে শাসনকর্তা হযরত শামুয়েলের আগ পর্যন্ত বনি-ইসরাইলদের কোন বাদশাহ্ ছিল না, ১ শামু ৮:৫। এর আগে আল্লাহ্ তাঁর লোক হযরত মূসার মাধ্যমে বনি-ইসরাইলদের শাসন করতেন, হিজ ১৯ ও দ্বি.বি. ৩৪। এই ধারণাটি (দিব্যশাসন) শব্দাকারে যোসেফাস কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত হয়, যার মাধ্যমে ইহুদীরা যে সরাসরি স্বয়ং মাবুদ কর্তৃক পরিচালিত সেই বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। জাতিটি, সমস্ত কিছুতেই তাদের অদৃশ্য রাজার ইচ্ছার অধীনে আবদ্ধ ছিল। সমস্ত লোকই ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র সেবক ছিল, যিনি জনপ্রতিনিধিত্ব এবং ব্যক্তিগত সকল ক্ষেত্রেই তাদের উপর কর্তৃত্ব বা শাসন করেতেন, যিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী নবী বা নবীদের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্বন্ধ স্থাপন করতেন। তারা বেহেশতের সমস্ত যাবতীয় বিষয় হিসেবে গণ্য হত, কিন্তু দুনিয়ার কোন বাদশাহ্ হিসেবে পরিগণিত হত না। তারা ছিল ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, যাদের উপর তিনি সরাসরি কর্তৃত্ব করতেন।

মাবুদকে ভয় করা

মাবদুকে ভয় করা সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১-২ আয়াত বলা হয়েছে: “তোমাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ আমাকে এই হুকুম ও এসব বিধি ও অনুশাসন সম্বন্ধে নির্দেশ করেছেন; যেন তোমরা যে দেশ অধিকার করতে পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে সেসব পালন কর; যেন তোমার আল্লাহ্ মাবুদকে ভয় করে তুমি, তোমার পুত্র ও তোমার পৌত্রাদি সারা জীবন আমার নির্দেশিত তাঁর এই হুকুম ও সমস্ত নির্দেশ পালন কর, এভাবে যেন তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়।” পুরাতন নিয়মে অধিকাংশ সময় আল্লাহ্‌র লোকদের যে আদেশটি দেওয়া হয়েছে তা হল মাবুদকে ভয় কর। বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের জানা দরকার যে, আমাদের জন্য এই আদেশটির অর্থটি কি। আমরা যদি সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় করি তবে আমরা সমস্ত প্রকাশ অস্বাভাবিক ভয়ের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাব।

মাবুদের ভয় এর বিষয়ে হিব্রু শব্দ, *ইর’আহ্* ও গ্রীক *ফোবোস*, এই শব্দটি বিশেষ দু’টি অর্থে সাধারণত ব্যবহার করা হয়েছে–

(১) মন্দ বিষয়ের প্রতি ভয়, যার থেকে সে পালিয়ে যেতে চায় অথবা তাকে প্রতিরোধ করতে চায়, এবং

(২) শ্রদ্ধা ও সম্মান মিশ্রিত ভয়, যার মধ্যে সে আল্লাহ্‌র বা বেহেশতী উপস্থিতি অনুভব করে। বিশেষ ক্ষেত্রে এটি কোন সন্তান তার নিষ্ঠুর পিতার প্রতি যেমন ঘৃণাযুক্ত ভয় করে, আবার কোন সন্তান তার পিতাকে শ্রদ্ধার সাথে ভয় করে, কারণ সে জানে যে তার পিতা তাকে ভালবাসে, কিন্তু অন্যায় করলে শাসনও করে। পুরাতন নিয়মে মাবুদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করার জন্য ভয় শব্দটি ব্যবহার করা হয়, মেসাল ১:৭; আইউব ২৮:২৮; জবুর ১৯:৯। এই ভয় ভালবাসা ও প্রত্যাশা মিশ্রিত, এবং ফলশ্রুতিতে এটি ক্রীতদাস সংক্রান্ত ভয় নয়, কিন্তু সন্তান সম্পর্কীয় শ্রদ্ধা এর সঙ্গে তুলনা করুন, দ্বি.বি. ৩২:৬; হোসিয়া ১১:১; ইশা ১:২; ৬৩:১৬; ৬৪:৮ আয়াতগুলো। পয়দা ৩১:৪২, ৫৩ আয়াতে আল্লাহ্‌কে বলা হয়েছে “ভক্তির পাত্র” যেমন, আল্লাহ্, যাকে ইসহাক ভয় করতেন। ইঞ্জিল শরীফে এই পবিত্র ভয়কে সংযুক্ত করে ধর্মের প্রতি যত্নহীনতাকে প্রতিরোধ করা হয়েছে এবং কাফ্‌ফারা দেবার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, মথি ১০:২৮; ২ করি ৫:১১, ৭:১; ফিলি ২:১২; ইফি ৫:২১; ইব ১২:২৮, ২৯।

মাবুদের ভয়ের মধ্যে যে সব বিষয়গুলো জড়িত থাকে:

মাবুদের ভয় বলতে কেবল একটা কিতাবুল মোকাদ্দসের শিক্ষা বা কোন মতবাদকেই বুঝায় না কিন্তু এটা তারচেয়েও বেশীকিছু। এটা অনেকদিক দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

১. প্রথমত: আমরা যদি সত্যি করে মাবুদকে ভয় করি তবে আমরা তাঁর আদেশগুলোর প্রতি বাধ্যতার জীবন-যাপন করবো এবং পাপের প্রতি না বলবো। ইসরাইলের প্রতি মূসার শেষ বক্তৃতায় তিনি আল্লাহ্-ভয়ের সঙ্গে তাঁর সেবা করতে ও তাঁর বাধ্য থাকতে আদেশ করেছেন (দ্বি.বি ৫:২৯; ৬;২:২৪)।

২. বিশ্বাসীদের কর্তব্য তাদের সন্তানদেরকে পাপ পরিত্যাগ করতে ও আল্লাহ্‌র পবিত্র হুকুমগুলো পালন করতে শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্-ভক্তি শিক্ষা দেওয়া (দ্বি.বি. ৪:১০; ৬:১-২,৬-৯)।

৩. আল্লাহ-ভয় আমাদেরকে পবিত্র হতে সাহায্য করে। আল্লাহ্‌র কালামের সত্যের মধ্যে (ইউ ১৭:১৭) যেমন একটা পবিত্রকারী শক্তি আছে, তেমনি আল্লাহ্ ভয়ের মধ্যেও একটা পবিত্রকারী শক্তি আছে। এটা আমাদের পাপকে ঘৃণা করতে ও মন্দতা থেকে দূরে থাকে অনুপ্রাণিত করে (মেসাল ৩:৭; ৮:১৩; ১৬:৬)।

৪. মাবুদের প্রতি পবিত্র ভয় আল্লাহ্‌র লোকদের সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁর এবাদত করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা যদি সত্যি করে তাঁকে ভয় করি তাহলে আমরা প্রভুদের প্রভু রূপে তার এবাদত করবো ও তাকে গৌরবান্বিত করবো (জবুর ২২:২৩)।

৫. আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যারা তাঁকে ভক্তি করে তিনি তাদের সকলেকে পুরস্কৃত করবেন (মেসাল ২২:২৪)।

৬. আল্লাহ্ ভয়ের সংগে তাঁর লোদের জীবনে একটা আশ্বাস ও সান্ত্বনা থাকে।

BACIB International Bible CHURCH

না; প্রতিবেশীর বাড়ি বা ক্ষেতের উপর, কিংবা তার গোলাম বা বাঁদীর উপর, কিংবা তার গরু বা গাধার উপর, প্রতিবেশীর কোন বস্তুর উপরই লোভ করো না।

হযরত মূসার মধ্যস্থতা

২২ মাবুদ পর্বতে আগুন, মেঘ ও ঘোর অন্ধকারের মধ্য থেকে তোমাদের সমস্ত সমাজের কাছে এসব কালাম জোর উচ্চারণে বলেছিলেন, আর কিছুই বলেন নি। পরে তিনি এই সমস্ত কথা দু'টি পাথরের ফলকে লিখে আমাকে দিয়েছিলেন। ২৩ কিন্তু যখন তোমরা অন্ধকারের মধ্য থেকে সেই বাণী শুনতে পেলে এবং যখন আগুনে পর্বত জ্বলছিল তখন তোমরা, তোমাদের বংশের নেতৃবর্গ ও প্রাচীনবর্গরা সকলে আমার কাছে এসে বললে, ২৪ দেখ, আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ আমাদের কাছে তাঁর প্রতাপ ও মহিমা দেখালেন এবং আমরা আগুনের মধ্য থেকে তাঁর বাণী শুনতে পেলাম; মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বললেও সে বাঁচতে পারে, এই আমরা আজ দেখলাম। ২৫ কিন্তু আমরা এখন কেন মরবো? ঐ মহান আগুন তো আমাদেরকে গ্রাস করবে; আমরা যদি আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের কথা আবার শুনি, তবে মারা পড়বো। ২৬ কেননা যারা মাংসময়, তাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, আমাদের মত আগুনের মধ্য থেকে জীবন্ত আল্লাহ্‌র, যাঁর মুখ থেকে বাণী নিঃসৃত হয়, আর তা শুনে বেঁচেছে? ২৭ তুমিই কাছে গিয়ে আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ যে সমস্ত কথা বলেন, তা শোন; আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে যা যা বলবেন, সেসব কথা তুমি আমাদের বলো; আমরা তা শুনে পালন করবো।

২৮ তোমরা যখন আমাকে এই কথা বললে, তখন মাবুদ তোমাদের সেসব আবেদন শুনলেন; আর মাবুদ আমাকে বললেন, এই লোকেরা তোমাকে যা যা বলেছে, সেই আবেদন আমি শুনলাম; তারা যা যা বলেছে, সেসব ভালই বলেছে। ২৯ আহা, সব সময় আমাকে ভয় ও আমার সমস্ত হুকুম পালন করতে যদি তাদের এরকম মন থাকে, তবে তাদের ও তাদের সন্তানদের চিরস্থায়ী মঙ্গল হবে। ৩০ তুমি যাও, তাদেরকে নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যেতে বল। ৩১ কিন্তু তুমি আমার কাছে এই স্থানে দাঁড়াও, তুমি তাদেরকে যা যা শিক্ষা দেবে, আমি তোমাকে সেসব হুকুম, বিধি ও অনুশাসন বলে দেই, যেন আমি যে দেশ অধিকার হিসেবে তাদেরকে দিচ্ছি সেই দেশে তারা তা পালন করে চলে। ৩২ অতএব তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ তোমাদেরকে যেমন হুকুম করলেন, তা যত্নপূর্বক পালন করবে, তার ডানে বা বামে ফিরবে না। ৩৩ তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ তোমাদেরকে যে যে পথে চলবার হুকুম দিলেন, সেসব পথে চলবে; যেন তোমরা বাঁচতে পার ও তোমাদের মঙ্গল হয় এবং যে দেশ তোমরা অধিকার করবে সেখানে তোমাদের দীর্ঘ পরমায়ু হয়।

[৫:২১] ...৭:৭; ১৩:৯। [৫:২২] হিজ ২০:২১। [৫:২৩] হিজ ৩:১৬। [৫:২৪] ইশা ৫৩:৪। [৫:২৫] হিজ ২০:১৮-১৯; দ্বি:বি ১৮:১৬; ইব ১২:১৯। [৫:২৬] হিজ ৩৩:২০; দ্বি:বি ৪:৩৩; কাজী ৬:২২-২৩; ১৩:২২; ইশা ৬:৫। [৫:২৭] হিজ ১৯:৮। [৫:২৮] দ্বি:বি ১৮:১৭। [৫:২৯] ইউসা ২২:৫; জবুর ৭৮:৭। [৫:৩১] হিজ ২৪:১২। [৫:৩২] ইউসা ১:৭; ১বাদশা ১৫:৫; মেসাল ৪:২৭। [৫:৩৩] ইশা ৩:১০; ইয়ার ৭:২৩; ৩৮:২০; লূক ১:৬। [৬:২] হিজ ২০:২০; ১শামু ১২:২৪। [৬:৩] পয়দা ১৫:৫। [৬:৪] নহি ৯:৬; জবুর ৮৬:১০; ইশা ৪৪:৬; জাকা ১৪:৯; মার্ক ১২:২৯; ইউ ১০:৩০; ১করি ৮:৪; ইফি ৪:৬; ইয়াকুব ২:১৯। [৬:৫] মথি ২২:৩৭; মার্ক ১২:৩০; লূক ১০:২৭। [৬:৬] জবুর ২৬:২; মেসাল ৩:৩; ইশা ৫১:৭; ইয়ার ১৭:১; ৩১:৩৩; ইহি ৪০:৪।

শরীয়তের মহান হুকুম

৬ ১ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ আমাকে এই হুকুম ও এসব বিধি ও অনুশাসন সম্বন্ধে নির্দেশ করেছেন; যেন তোমরা যে দেশ অধিকার করতে পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে সেসব পালন কর; ২ যেন তোমার আল্লাহ্ মাবুদকে ভয় করে তুমি, তোমার পুত্র ও তোমার পৌত্রাদি সারা জীবন আমার নির্দেশিত তাঁর এই হুকুম ও সমস্ত নির্দেশ পালন কর, এভাবে যেন তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়। ৩ অতএব হে ইসরাইল, শোন, এসব যত্নপূর্বক পালন করো, তাতে তোমার পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে যেরকম বলেছেন, সেই অনুসারে দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশে তোমার মঙ্গল হবে ও তুমি অতিশয় বৃদ্ধি পাবে। ৪ হে ইসরাইল, শোন; আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ একই মাবুদ; ৫ আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার আল্লাহ্ মাবুদকে মহব্বত করবে। ৬ আর এই যেসব কথা আমি আজ তোমাকে হুকুম

৫:২২ পর্বতে। ইসরাইল জাতি যখন সীনয় পাহাড়ে একত্রিত হয়েছিল (হিজ ১৯)। ১:৩৩ ও ইবরানী ১২:১৮-১৯ এর নোটও দেখুন।

৫:২৮-৩১ এই লোকেরা তোমাকে যা যা বলেছে ... ভালই বলেছে ... সেসব হুকুম, বিধি ও অনুশাসন। মূসার উপরে লোকদের নির্ভরতা দেখে মাবুদ খুশী হয়েছিলেন। তিনি মূসাকে তাঁর হুকুম ও আইন-কানুন দিলেন যেন মূসা তাদের তা জানিয়ে দেন। লোকেরা যদি তা মেনে চলে তাহলে যে নতুন দেশে তারা যাবে সেখানে তারা সব কিছুতেই আশীর্বাদ লাভ করবে (৪:৯-১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:১ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য ... নির্দেশ করেছেন। ৫:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:৪ হে ইসরাইল, শোন। ইহুদীরা এই আয়াতগুলোকে যুগ যুগ ধরে "শেমা" বলে এসেছে। এই আয়াতগুলোর আরম্ভে যে ইবরানী শব্দটি আছে তার মানে "শোন", বা "মন দেও", হিব্রু শব্দ হল "শেমা"। একমাত্র সত্যময় আল্লাহ্‌তা'লার উপর ঈমান আনার বিষয়টি স্বীকার করার কথা দিনে দু'বার আবৃত্তি করতে হবে। যে হিব্রু শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে "প্রেম" (৬:৫), তার মানে হতে পারে "পবিত্র প্রেম ও ভয়"। কাউকে অন্তঃকরণ ও প্রাণ দিয়ে প্রেম করা মানে সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে প্রেম করা। আরো দেখুন ১০:১২,১৩; ১১:১৩-১৫; ১৩:৩-৫; ২৬:১৬; ৩০:২,৬,৮-১০; মার্ক ১২:২৯-৩০।

৬:৬-৮ যত্নপূর্বক শিক্ষা দেবে ... বিছানা থেকে উঠবার কালে। লোকেরা বার বার তাদের সন্তানদের এই কথাগুলো শিখাবে

করি, তা তোমার অন্তরে থাকুক। [৭] আর তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তানদেরকে এসব যত্নপূর্বক শিক্ষা দেবে এবং বাড়িতে, বসবার কিংবা পথে চলবার সময়ে এবং শয়ন করবার কিংবা বিছানা থেকে উঠবার কালে ঐ সমস্ত বিষয়ে কথাবার্তা বলবে। [৮] আর তোমার হাতে চিহ্নস্বরূপ সেসব বেঁধে রাখবে ও সেসব ভূষণস্বরূপে তোমার দুই চোখের মধ্যস্থানে থাকবে। [৯] আর তোমার বাড়ির দরজার মাথায় ও তোমার গৃহদ্বারে তা লিখে রাখবে।

অবাধ্যতার সম্বন্ধে সাবধান বাণী

[১০] তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের কাছে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে যে দেশ দিতে কসম খেয়েছেন, সেই দেশে তিনি তোমাকে উপস্থিত করার পর তুমি যা তৈরি কর নি, এমন বড় বড় ও সুন্দর সুন্দর নগর, [১১] এবং যাতে কিছুই সঞ্চয় কর নি, উত্তম উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ এমন সব বাড়ি-ঘর ও যা খনন কর নি, এমন সব খনন করা কূপ এবং যা প্রস্তুত কর নি, এমন সব আঙ্গুরক্ষেত ও জলপাইক্ষেত পেয়ে যখন তুমি ভোজন করে তৃপ্ত হবে, [১২] সেই সময় তোমার নিজের বিষয়ে সাবধান থেকো, যিনি মিসর দেশ থেকে, গোলামীর গৃহ থেকে, তোমাকে বের করে এনেছেন, সেই মাবুদকে ভুলে যেও না। [১৩] তুমি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদকেই ভয় করবে, তাঁরই সেবা ও তাঁরই নাম নিয়ে কসম করবে। [১৪] তোমরা অন্য দেবতাদের, চারদিকের সমস্ত জাতির দেবতাদের অনুগামী হয়ো না; [১৫] কেননা তোমার মধ্যবর্তী তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী আল্লাহ্‌। সাবধান, অন্য দেবতাদের পিছনে গেলে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের ক্রোধ তোমার প্রতিকূলে প্রজ্বলিত হবে, আর তিনি দুনিয়া থেকে তোমাকে উচ্ছিন্ন করবেন।

[১৬] তোমরা মঃসাতে যেমন করেছিলে, তেমনি তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের পরীক্ষা করো না। [১৭] তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের দেওয়া হুকুম, নির্দেশ ও সমস্ত বিধি যত্নপূর্বক পালন করবে। [১৮] আর মাবুদের দৃষ্টিতে যা ন্যায্য ও উত্তম তা-ই করবে, যেন তোমার মঙ্গল হয়; এবং মাবুদ যে দেশের বিষয়ে তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে এই কসম খেয়েছেন যে, তিনি তোমার সম্মুখ থেকে তোমার সমস্ত দুশমন দূর করবেন, [১৯] যেন তুমি মাবুদের কালাম অনুসারে সেই উত্তম দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করতে পার।

[২০] ভাবী কালে যখন তোমার সন্তান জিজ্ঞাসা করবে, আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাদেরকে যেসব নির্দেশ, বিধি ও অনুশাসন দিয়েছেন, সেসব কি? [২১] তখন তুমি তোমার সন্তানকে বলবে, আমরা মিসর দেশে ফেরাউনের গোলাম ছিলাম, আর মাবুদ তাঁর শক্তিশালী হাত দিয়ে মিসর থেকে আমাদেরকে বের করে আনলেন; [২২] এবং আমাদের সাক্ষাতে মাবুদ মিসরে, ফেরাউন ও তাঁর সমস্ত কুলে মহৎ ও ভয়ংকর নানা চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখালেন। [২৩] আর তিনি আমাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনলেন, যেন আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে দেশের বিষয় কসম খেয়েছিলেন, সেই দেশ আমাদেরকে দেবার জন্য সেখানে পৌঁছে দেন। [২৪] আর মাবুদ আমাদেরকে এসব বিধি পালন করতে, আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদকে ভয় করতে হুকুম করলেন, যেন সারা জীবন আমাদের মঙ্গল হয়, আর তিনি আজকের মত যেন আমাদেরকে জীবিত রাখেন। [২৫] আর আমরা আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের হুকুম অনুসারে তাঁর সম্মুখে এসব বিধি যত্নপূর্বক পালন করলে আমাদের ধার্মিকতা হবে।

আল্লাহ্‌র বাছাইকৃত লোক

৭ [১] তুমি যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ, সেই দেশে যখন তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে নিয়ে যাবেন ও তোমার সম্মুখ থেকে অনেক জাতি, হিট্টিয়, গির্গাশীয়, আমোরীয়, কেনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়, তোমার

[৬:৭] মেসাল ২২:৬; ইফি ৬:৪।
[৬:৮] হিজ ১৩:৯; মথি ২৩:৫।
[৬:১০] পয়দা ১১:৪; ১৯:১; ইউসা ২৪:১৩; জবুর ১০৫:৪৪।
[৬:১১] ইয়ার ২:১৩।
[৬:১২] ২বাদশা ১৭:৩৮; জবুর ৪৪:১৭; ৭৮:৭; ১০৩:২।
[৬:১৩] ১শামু ৭:৩; ইয়ার ৪৪:১০; মথি ৪:১০; লূক ৪:৪; ৪:৮।
[৬:১৩] হিজ ২০:৭; মথি ৫:৩৩।
[৬:১৬] হিজ ১৭:২; মথি ৪:৭; লূক ৪:১২।
[৬:১৭] জবুর ১১৯:৪, ৫৬,১০০,১৩৪,১৬।
[৬:১৮] ২বাদশা ১৮:৬; ইশা ৩৬:৭; ৩৮:৩।
[৬:১৯] হিজ ২৩:২৭; ইউসা ২১:৪৪; জবুর ৭৮:৫৩; ১০৭:২; ১৩৬:২৪।
[৬:২০] হিজ ১০:২।
[৬:২৪] জবুর ২৭:১২; ৪১:২; রোমীয় ১০:৫।
[৬:২৫] রোমীয় ৯:৩১; রোমীয় ১০:৩, ৫ উবঁংবৎ- ড়হড়সু ৭।

[৭:১] ইউসা ৩:১০।

এবং তা লোকেরা যেন দেখতে পায় এমন করে রাখতে হবে। কোন কোন ইহুদী লোকেরা পাক-কিতাবের কালাম চামড়ার তৈরি বাজুতে পুরে তা হাতের কজিতে ও কপালে বেধে রাখত।

৬:১০ ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের কাছে। ১:৭,৮ এর উপর নোট দেখুন।

৬:১০,১১ বড় বড় ও সুন্দর সুন্দর নগর ... এমন সব খনন করা কূপ। যেহেতু কেনান দেশটি ছিল একটা সুন্দর বসতিপূর্ণ দেশ তাই মূসা বলেছিলেন যে, বনি-ইসরাইলদের সেখানে গিয়ে তাদের আর ঘর-বাড়ি তৈরি করতে হবে না, কিংবা কূয়া খুড়তে বা আঙ্গুরের চাষ করতে হবে না।

৬:১৬ মঃসাতে। এই জায়গায় লোকেরা নানান অভিযোগ এনে আল্লাহ্‌র ধৈর্য্যের পরীক্ষা করেছিল (হিজ ১৭:১-৭, শুমারী ২০:২-১৩)।

৬:২০ যেসব নির্দেশ, বিধি ও অনুশাসন দিয়েছেন, সেসব কি? ১:৭,৮ ও ৬:৪ এর নোটও দেখুন।

৭:১ হিট্টিয়, ... যিবূষীয়। ইব্রাহিমের সময় থেকে আনুমানিক খ্রী:পূ: ১৩০০ পর্যন্ত হিট্টিয়রা কেনান দেশে বড় একটা শক্তিশালী জাতি ছিল। (পয়দা ১০:৬-২০ ও দেখুন)। গির্গাশীয়রা ছিল নূহের নাতি ও হামের ছেলে কেনানের বংশধর (পয়দা ১০:১৬)। পরিষীয়রা হয়তো খোলামেলা স্থানের লোক ছিল। তারা ছিল কেনানীদের উল্টো অবস্থায়। কারণ কেনানীয়রা বাস করতো দেয়ালে ঘেড়া শহরে। হিব্বীয়রা

চেয়ে বড় ও বলবান এই সাতটি জাতিকে দূর করবেন; ২ আর তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ যখন তোমার হাতে তাদেরকে তুলে দেবেন এবং তুমি তাদেরকে আঘাত করবে, তখন তাদেরকে নিঃশেষে বিনষ্ট করবে; তাদের সঙ্গে কোন সন্ধি করবে না, বা তাদের প্রতি করুণা করবে না। ৩ আর তাদের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করবে না; তুমি তার পুত্রকে তোমার কন্যা দেবে না ও তোমার পুত্রের জন্য তার কন্যা গ্রহণ করবে না। ৪ কেননা সে তোমার সন্তানকে আমার অনুসরণ করা থেকে ফিরাবে, আর তারা অন্য দেবতাদের সেবা করবে; তাই তোমাদের প্রতি মাবুদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে এবং তিনি তোমাকে শীঘ্র বিনষ্ট করবেন। ৫ কিন্তু তোমরা তাদের প্রতি এরকম ব্যবহার করবে; তাদের সমস্ত কোরবানগাহ্‌ উৎপাটন করবে, তাদের সমস্ত স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলবে, তাদের সমস্ত আশেরা-মূর্তি কেটে ফেলবে এবং তাদের খোদাই-করা সমস্ত মূর্তি আগুনে পুড়িয়ে দেবে। ৬ কেননা তুমি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের পবিত্র লোক; ভূতলে যত জাতি আছে, সেই সবের মধ্যে তাঁর নিজস্ব লোক করার জন্য তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকেই মনোনীত করেছেন।

৭ অন্য সমস্ত জাতির চেয়ে তোমরা সংখ্যাতে বেশি, এজন্য যে মাবুদ তোমাদেরকে স্নেহ ও মনোনীত করেছেন তা নয়; কেননা সমস্ত জাতির মধ্যে তোমরা অল্প সংখ্যক ছিলে। ৮ কিন্তু মাবুদ তোমাদেরকে মহব্বত করেন এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছে যে কসম খেয়েছেন, তা রক্ষা করেন, সেজন্য মাবুদ তাঁর শক্তিশালী হাত দিয়ে তোমাদেরকে বের করে এনেছেন এবং গোলাম-গৃহ থেকে, মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউনের হাত থেকে, তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন।

[৭:২] শুমারী ৩১:১৭; ইউসা ১১:১১।
[৭:৩] হিজ ৩৪:১৫-১৬; ইউসা ২২:১৬; দানি ৯:৭।
[৭:৪] কাজী ৩:৬।
[৭:৫] হিজ ২৩:২৪।
[৭:৬] হিজ ১৯:৬; লেবীয় ২৭:৩০।
[৭:৭] পয়দা ২২:১৭।
[৭:৮] ১বাদশা ১০:৯; ২খান্দান ২:১১; জবুর ৪৪:৩।
[৭:৯] জবুর ১৮:২৫; ৩৩:৪; ১০৮:৪; ১৪৫:১৩; ১৪৬:৬; ইশা ৪৯:৭; ইয়ার ৪২:৫; হোশেয় ১১:১২; ১করি ১:৯।
[৭:১০] লেবীয় ২৬:২৮; শুমারী ১০:৩৫; নহূম ১:২।
[৭:১২] লেবীয় ২৬:৩-১৩; দ্বি:বি ২৮:১-১৪; জবুর ১০৫:৮-৯; মীখা ৭:২০।
[৭:১৩] জবুর ১১:৫; ১৪৬:৮; মেসাল ১৫:৯; ইশা ৫১:১; ইউ ১৪:২১।
[৭:১৪] হিজ ২৩:২৬।
[৭:১৫] হিজ ২৩:২৫; দ্বি:বি ৩০:৮-১০।

৯ অতএব তুমি এই কথা জেনে রাখ যে, তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদই আল্লাহ্‌; তিনি বিশ্বসনীয় আল্লাহ্‌, যারা তাঁকে মহব্বত করে ও তাঁর হুকুম পালন করে, তাদের পক্ষে হাজার পুরুষ পর্যন্ত নিয়ম ও রহম রক্ষা করেন। ১০ কিন্তু যারা তাঁকে হিংসা করে, তাদেরকে সংহার করতে তাদের সাক্ষাতেই তাদেরকে প্রতিফল দেন; তিনি তাঁর বিদ্বেষীর বিষয়ে বিলম্ব করেন না, তার সাক্ষাতেই তাকে প্রতিফল দেন। ১১ অতএব আমি আজ তোমাকে যে হুকুম ও যে সকল বিধি ও অনুশাসনের কথা বলি, সেসব যত্ন-পূর্বক পালন করবে।

বাধ্যতার দোয়া

১২ তোমরা যদি এসব অনুশাসনের দিকে মনোযোগ দাও, এসব রক্ষা ও পালন কর, তবে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যে নিয়ম ও দয়ার বিষয়ে কসম খেয়েছেন, তোমার পক্ষে তা রক্ষা করবেন; ১৩ এবং তিনি তোমাকে মহব্বত করবেন, দোয়া করবেন ও বৃদ্ধি করবেন; আর তিনি যে দেশ তোমাকে দিতে তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে কসম খেয়েছেন, সেই দেশে তোমার শরীরের ফল, তোমার ভূমির ফল, তোমার শস্য, তোমার আঙ্গুর-রস, তোমার তেল, তোমার বাছুর ও তোমার ভেড়ার বাচ্চা– এসব কিছুতে দোয়া করবেন। ১৪ সকল জাতির মধ্যে তুমি দোয়া লাভ করবে, তোমার মধ্যে বা তোমার পশুগুলোর মধ্যে কোন পুরুষ কিংবা কোন স্ত্রী নিঃসন্তান হবে না। ১৫ আর মাবুদ তোমার মধ্য থেকে সমস্ত ব্যাধি দূর করবেন এবং মিসরীয়দের যেসব উৎকট রোগের বিষয়ে তুমি জান তা তোমাকে দেবেন না, কিন্তু তোমার সমস্ত বিদ্বেষীকে দেবেন। ১৬ আর তোমার আল্লাহ্‌

হয়তো হোরুনীয় জাতির লোক হয়ে থাকবে এবং তারা হয়তো সেয়ীর পাহাড়ের আশেপাশে বাস করতো। যতক্ষণ পর্যন্ত বাদশাহ্‌ দাউদ জেরুশালেম অধিকার করেন নি (২ শামুয়েল ৫:৬-৯) ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ শহরে ও তার আশেপাশে যিবূষীয়রা বাস করতো। আরো দেখুন প্রেরিত ১৩:১৬ ও ১:৭,৮ এর নোট।

৭:২ যখন তোমার হাতে ... নিঃশেষে বিনষ্ট করবে। হিব্রু শব্দ “হেরেম” এর এখানে যার অনুবাদ করা হয়েছে “ধ্বংস করা”। এই শব্দটা “ধর্ম যুদ্ধের” ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল যেন তারা প্রলোভনে না পড়ে এবং মাবুদকে ভুলে না যায়। হিজ ২০:১-২০ এবং ৩:৩-৬ আয়াতও দেখুন।

৭:৫ সমস্ত স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলবে ... আশেরা-মূর্তি ... সমস্ত মূর্তি। বনি-ইসরাইলদের বলা হয়েছিল যেন তারা পরজাতীয়দের বিভিন্ন দেবদেবীদের পূজার জিনিষগুলো ধ্বংস করে ফেলে। কেনানীয়দের উর্বরতার দেবী আশেরার উদ্দেশ্যে কাঠের খুঁটিগুলো পোতা হয়েছিল। ১২:৩ আয়াতও দেখুন।

৭:৮ শক্তিশালী হাত দিয়ে ... তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন। মাবুদের “শক্তিশালী হাত” ‘মাবুদের শক্তি’ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে তাঁর রক্ষাদানের ক্ষমতাকে বুঝানোর জন্য এই কথা ব্যবহার করা হয়েছে (হিজ ১৫:১২,১৬; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৫; ইশাইয়া ৪:১০)। আরো দেখুন ১:১-৫।

৭:১২-১৫ তোমরা যদি এসব অনুশাসনের দিকে মনোযোগ দাও ... মাবুদ তোমার মধ্য থেকে সমস্ত ব্যাধি দূর করবেন। লোকেরা যদি আল্লাহ্‌র আইন-কানুন মান্য করে তাহলে তারা তাঁর আশীর্বাদ পাবে আরো দেখুন ১১:১৩-১৭, ২৮:১-১৪, লেবীয় ২৬:৩-১৩।

৭:১৫ যেসব উৎকট রোগের বিষয়ে তুমি জান। মিসরীয় লোকেরা যে সমস্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিল সে সমস্ত রোগ (হিজ ৯:৯-১১; ১৫:২৬)।

৭:১৬-২৫ তোমার চোখ তাদের প্রতি রহম না করুক ... দেবদেবীর মূর্তিগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেবে। ৭:২ ও ৭:৫

মাবুদ তোমার হাতে যে সমস্ত জাতিকে তুলে
দেবেন, তুমি তাদেরকে অধীনস্ত করবে; তোমার
চোখ তাদের প্রতি রহম না করুক এবং তুমি
তাদের দেবতাদের সেবা করো না, কেননা তা
তোমার ফাঁদস্বরূপ।
১৭ যদি তুমি মনে মনে বল, এই জাতিরা
আমার থেকে সংখ্যায় বেশি, আমি কেমন করে
এদেরকে অধিকারচ্যুত করবো? ১৮ তুমি তাদের
ভয় করো না; তোমার আল্লাহ্ মাবুদ ফেরাউন ও
সমস্ত মিসরের প্রতি যা করেছেন, ১৯ আর
পরীক্ষাসিদ্ধ যেসব প্রমাণ তুমি স্বচক্ষে দেখেছ
এবং যেসব চিহ্ন-কাজ, অদ্ভুত লক্ষণ এবং যে
শক্তিশালী হাত ও বাড়িয়ে দেওয়া বাহু দ্বারা
তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে বের করে
এনেছেন, সেসব নিশ্চয়ই স্মরণে রাখবে; তুমি
যাদেরকে ভয় করছো, সেসব জাতির প্রতি
তোমার আল্লাহ্ মাবুদ সেকরম করবেন।
২০ এছাড়া, যারা অবশিষ্ট থেকে যাবে ও তোমার
কাছ থেকে নিজদেরকে গোপন করবে, যতক্ষণ
তাদের বিনাশ না হয়, ততক্ষণ তোমার আল্লাহ্
মাবুদ তাদের মধ্যে ভিমরুল প্রেরণ করবেন।
২১ তুমি তাদের থেকে ভয় পেয়ো না, কেননা
তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমার মধ্যবর্তী, তিনি
মহান ও ভয়ঙ্কর আল্লাহ্। ২২ আর তোমার আল্লাহ্
মাবুদ তোমার সম্মুখ থেকে ঐ জাতিদেরকে, অল্প
অল্প করে দূর করবেন; তুমি তাদেরকে
সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করতে পারবে না, কারণ তা
হলে তোমার প্রতিকূলে সমস্ত বন্যপশুর সংখ্যা
বেড়ে যাবে। ২৩ কিন্তু তোমার আল্লাহ্ মাবুদ
তোমার হাতে তাদেরকে তুলে দেবেন; এবং যে
পর্যন্ত তারা বিনষ্ট না হয়, সেই পর্যন্ত
মহাব্যাকুলতায় তাদেরকে ব্যাকুল করবেন।
২৪ আর তিনি তাদের বাদশাহ্‌দেরকে তোমার
হস্তগত করবেন এবং তুমি আসমানের নিচ থেকে
তাদের নাম মুছে ফেলবে; যে পর্যন্ত তাদেরকে
বিনষ্ট না করবে, সেই পর্যন্ত তোমার সম্মুখে কেউ
দাঁড়াতে পারবে না।

[৭:১৬] কাজী ৩:৬; উজা ৯:১; জবুর ১০৬:৩৬।
[৭:১৭] শুমারী ৩৩:৫৩।
[৭:১৮] জবুর ১০৫:৫; ১১৯:৫২।
[৭:১৯] জবুর ১৩৬:১২।
[৭:২০] হিজ ২৩:২৮।
[৭:২১] দ্বি:বি ১০:১৭; নহি ১:৫; ৯:৩২; ইশা ৯:৬; দানি ৯:৪।
[৭:২২] হিজ ২৩:২৮-৩০।
[৭:২৩] হিজ ২৩:২৭; ইউসা ১০:১০।
[৭:২৪] ইউসা ১০:২৪; জবুর ১১০:৫।
[৭:২৪] ইউসা ২১:৪৪।
[৭:২৫] হিজ ২০:১৭; ইউসা ৭:২১।
[৭:২৬] লেবীয় ২৭:২৮-২৯।
[৮:১] হিজ ১৯:৫; ইহি ২০:১৯।
[৮:২] দ্বি:বি ২৯:৫; জবুর ১৩৬:১৬; আমোস ২:১০।
[৮:৩] ২খান্দান ৩৬:১২; জবুর ৪৪:৯; মেসাল ১৮:১২; ইশা ২:১১; ইয়ার ৪৪:১০।
[৮:৪] দ্বি:বি ২৯:৫; নহি ৯:২১।
[৮:৫] দ্বি:বি ৪:৩৬; প্রকা ৩:১৯।
[৮:৬] জবুর ৮১:১৩; ৯৫:১০।
[৮:৭] জবুর

২৫ তোমরা তাদের খোদাই-করা দেব-দেবীর
মূর্তিগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেবে। তুমি যেন
ফাঁদে না পড় সেজন্য তাদের শরীরের রূপা বা
সোনার প্রতি লোভ করবে না ও নিজের জন্য তা
গ্রহণ করবে না, কেননা তা তোমার আল্লাহ্
মাবুদের ঘৃণিত বস্তু; ২৬ আর তুমি ঘৃণিত বস্তু
নিজের বাড়িতে আনবে না, তা না হলে
তোমরাও তার মত বর্জিত হবে; তোমরা তা
অতিশয় ঘৃণা করবে ও অতিশয় অবজ্ঞা করবে,
যেহেতু তা বর্জনীয় বস্তু।

উন্নতির সময়ে মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভুলে না যাবার সাবধান বাণী

৮ ১ আজ আমি তোমাদেরকে যেসব হুকুম
দিচ্ছি, তোমরা যত্নপূর্বক সেসব পালন
করবে, যেন বাঁচতে পার ও বৃদ্ধি পাও এবং
মাবুদ যে দেশের বিষয়ে তোমাদের পূর্বপুরুষদের
কাছে কসম খেয়েছেন, সেই দেশে প্রবেশ করে
তা অধিকার করতে পারো। ২ আর তুমি সেসব
পথ স্মরণে রাখবে, যে পথে তোমার আল্লাহ্
মাবুদ তোমাকে এই চল্লিশ বছর মরুভূমিতে
যাত্রা করিয়েছেন, যেন তোমার পরীক্ষা করার
জন্য, অর্থাৎ তুমি তাঁর হুকুম পালন করবে কি
না, এই বিষয়ে তোমার মনে কি আছে তা
জানবার জন্য তোমাকে নত করেন। ৩ তিনি
তোমাকে নত করলেন ও তোমাকে ক্ষুধিত করে
তোমার অজ্ঞাত ও তোমার পূর্ব-পুরুষদের
অজ্ঞাত মান্না দিয়ে প্রতিপালন করলেন; যেন
তিনি তোমাকে জানাতে পারেন যে, মানুষ কেবল
রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু মাবুদের মুখ থেকে যা যা
বের হয়, তাতেই মানুষ বাঁচে। ৪ এই চল্লিশ
বছর তোমার শরীরে তোমার কাপড়-চোপড় নষ্ট
হয় নি ও তোমার পা ফুলে যায় নি। ৫ আর মনে
বুঝে দেখ, মানুষ যেমন নিজের পুত্রকে শাসন
করে, তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে তেমনি
শাসন করেন। ৬ আর তুমি তোমার আল্লাহ্
মাবুদের সমস্ত হুকুম পালন করে তাঁর পথে গমন
ও তাঁকে ভয় করবে। ৭ কেননা তোমার আল্লাহ্

আয়াতের নোট দেখুন।

৭:২৬ ঘৃণিত বস্তু। হিব্রু ভাষায় "ঘৃণার জিনিষ" এর অর্থ হচ্ছে "টোয়েবাহ্"। পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে কোন ঘৃণার বস্তু বুঝানোর জন্য এই কথাটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কথা। এর দ্বারা বুঝা যায় অন্য দেবদেবীর পূজা আল্লাহ্‌র চোখে কতই না খারাপ ছিল। অন্য কোন কিছুর পূজা করার অর্থ মাবুদকে তুচ্ছ করা।

৮:১ যে দেশের বিষয়ে। ১:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন ৬:১-৩; ১০:১২,১৩; ১১:২২,২৩।

৮:২ এই চল্লিশ বছর। ২:১৪ (আটত্রিশ বছর) ও ১:১-৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৩ মান্না। আল্লাহ্ মরু-এলাকায় সেই অসাধারণ বা অদ্ভুত খাবার তাদের দিয়েছিলেন (হিজ ১:১-৫)। হিব্রু ভাষায় "মান্না" কথা মানে "এটা বা ওটা কি?" ঐ মরু-এলাকার দক্ষিণাঞ্চলে সবুজ ঝাউ গাছের পাতা খাওয়া কীটপতঙ্গ রাতের বেলা তাদের শরীর থেকে এক প্রকার সাদা আঠালো পদার্থ বের করে যাকে আরবীয়রা বলে "মান"। ঐ পদার্থের স্বাদ-মিষ্টি ঠিক মান্নার মতই যা খেতে মিষ্টি লাগত (হিজ ১৬:১-৩৬)।
আল্লাহ্ যদিও বনি-ইসরাইলদের শারীরিকভাবে জীবিত থাকার জন্য খাদ্য দিতেন, মূসা তাদের বুঝিয়ে দিতে ভুলে যান নি যে, আল্লাহ্‌র কালামই (হুকুম, ৮:৬) হচ্ছে তাদের জীবনের সত্যিকারের উৎস। মথি ৪:৪, লূক ৪:৪ দেখুন।

৮:৭ উত্তম দেশে। ১:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

মাবুদ তোমাকে একটি উত্তম দেশে নিয়ে যাচ্ছেন,
সেই দেশে উপত্যকা ও পর্বত থেকে বয়ে আসা
পানির স্রোত, ফোয়ারা ও গভীর জলাশয় আছে;
৮ সেই দেশে গম, যব, আঙ্গুরলতা, ডুমুর গাছ ও
ডালিম এবং তৈলদায়ক জলপাই গাছ ও মধু
উৎপন্ন হয়; ৯ সেই দেশে খাবারের বিষয়ে চিন্তিত
হতে হবে না, তোমার কোন বস্তুর অভাব হবে
না; সেই দেশের পাথর লোহায় পূর্ণ ও
সেখানকার পর্বত খনন করে তুমি ব্রোঞ্জ আহরণ
করবে। ১০ আর তুমি ভোজন করে তৃপ্ত হবে এবং
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের দেওয়া সেই উত্তম
দেশের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে।
১১ সাবধান, তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদকে ভুলে
যেও না; আমি আজ তাঁর যেসব হুকুম, অনুশাসন
ও বিধি তোমাকে দিচ্ছি, সেসব পালন করতে
ত্রুটি করো না। ১২ তুমি ভোজন করে তৃপ্ত হলে,
উত্তম বাড়ি-ঘর তৈরি করে বাস করলে,
১৩ তোমার গোমেষাদির পাল বৃদ্ধি পেলে, তোমার
সোনা ও রূপা বৃদ্ধি পেলে এবং তোমার সকল
সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে, ১৪ তোমার চিত্তকে গর্বিত
হতে দিও না; এবং তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদকে
ভুলে যেও না, যিনি মিসর দেশ থেকে, গোলামীর
গৃহ থেকে, তোমাকে বের করে এনেছেন;
১৫ যিনি সেই ভয়ানক মহা মরুভূমি দিয়ে,
জ্বালাদায়ী বিষধর ও বৃশ্চিকে পরিপূর্ণ পানি বিহীন
মরুভূমি দিয়ে তোমাকে গমন করালেন এবং
চক্‌মকি প্রস্তরময় শৈল থেকে তোমার জন্য পানি
বের করেছেন; ১৬ যিনি তোমার পূর্বপুরুষদের
অজানা মান্না দ্বারা মরুভূমিতে তোমাকে
প্রতিপালন করলেন; যেন তিনি তোমার
ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য তোমাকে নত করতে ও
তোমার পরীক্ষা করতে পারেন। ১৭ আর মনে
মনে বলো না যে, আমারই পরাক্রম ও বাহুবলে

১০৬:২৪।
[৮:৮] জবুর ৮১:১৬।
[৮:৯] আইউ ২৮:২।
[৮:১২] মেসাল ৩০:৯।
[৮:১৪] জবুর ৭৮:৭; ১০৬:২১।
[৮:১৫] ইশা ১৪:২৯; ৩০:৬।
[৮:১৬] হিজ ১৬:১৪।
[৮:১৭] ইশা ১০:১৩।
[৮:১৮] পয়দা ২৬:১৩; ১শামু ২:৭; মেসাল ৮:১৮; হেদা ৯:১১; হোশেয় ২:৮।
[৮:১৯] জবুর ১৬:৪; ইয়ার ৭:৬; ১৩:১০; ২৫:৬।
[৮:২০] ২বাদশা ২১:২; জবুর ১০:১৬।
[৯:১] পয়দা ১১:৪।
[৯:২] শুমারী ১৩:২২; ইউসা ১১:২২।
[৯:৩] হিজ ১৫:৭; ১৯:১৮; ইব ১২:২৯।
[৯:৪] হিজ ২৩:২৪; লেবীয় ১৮:২১, ২৪-৩০।

আমি এসব ঐশ্বর্য পেয়েছি, ১৮ কিন্তু তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদকে স্মরণে রাখবে, কেননা তিনি
তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে তাঁর যে নিয়ম
বিষয়ক কসম খেয়েছেন, তা আজকের মত স্থির
করার জন্য তিনিই তোমাকে ঐশ্বর্য লাভের সামর্থ
দিলেন। ১৯ আর যদি তুমি কোন ভাবে তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদকে ভুলে যাও, অন্য দেবতাদের
পিছনে যাও, তাদের সেবা কর ও তাদের কাছে
সেজ্‌দা কর, তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আজ
এই সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমরা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হবে।
২০ তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের কথা মান্য না
করলে, তোমাদের সম্মুখে মাবুদ যে জাতিদেরকে
বিনষ্ট করছেন, তাদেরই মত তোমরা বিনষ্ট
হবে।

অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহের ফল

৯ ১ হে ইসরাইল, শোন, তুমি তোমার থেকে
মহান ও বলবান জাতিদেরকে, আকাশ
ছোঁয়া প্রাচীরে বেষ্টিত বড় বড় নগর অধিকারচ্যুত
করতে আজ জর্ডান পার হয়ে যাচ্ছ; ২ সেই
জাতি শক্তিশালী ও দীর্ঘকায়, তারা অনাকীয়দের
সন্তান; তুমি তাদেরকে জান, আর তাদের বিষয়ে
তুমি তো এই কথা শুনেছ যে, অনাকীয়দের
সম্মুখে কে দাঁড়াতে পারে? ৩ কিন্তু আজ তুমি
এই কথা জেনে রাখ যে, তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ
নিজে ধ্বংসকারী আগুনের মত তোমার আগে
আগে যাচ্ছেন। তিনি তাদেরকে সংহার করবেন,
তাদেরকে তোমার সম্মুখে নত করবেন; তাতে
মাবুদ তোমাকে যেমন বলেছেন, তেমনি তুমি
তাদেরকে অধিকারচ্যুত করবে ও শীঘ্র বিনষ্ট
করবে।
৪ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ যখন তোমার সম্মুখ
থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন, তখন মনে
মনে এমন ভেবো না যে, আমার ধার্মিকতার

৮:৮-৯ ডুমুর গাছ ও ডালিম ... ব্রোঞ্জ আহরণ করবে। গালীল সাগরের পূর্ব পাশে ও লেবানন দেশের পাহাড়িয়া অঞ্চলে লোহা ও তামার খনি আছে। ইসরাইলের বাদশাহ্‌ সোলায়মানের সময়ের একটা পুরান তামার খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। ডুমুর ছিল একটা বিশেষ খাবার। বছরে দু'বার ডুমুরের ফল হতো। ডালিম উজ্জ্বল লালচে রংয়ের ফল, যার বাইরে দেখতে আপেলের মত।

৮:১০-২০ তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে ... তাদেরই মত তোমরা বিনষ্ট হবে। মূসা লোকদের সাবধান করে দেন তারা যেন কেনান দেশে গিয়ে সেখানকার ভাল ভাল জিনিষ ভোগ করে তারা অহংকারী না হয় এবং তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভুলে না যায়। মূসা চেয়েছেন যেন তারা ভুলে না যা যে, আল্লাহ্‌ অতীতে তাদের কিভাবে মিসরের গোলামী থেকে উদ্ধার করেছেন (৮:১৪) এবং প্রান্তরে তাদের পান করার পানি (শুমারী ২০:২-১৩) এবং মান্না (৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন) দিয়েছেন। তারা যেন ভুলে না যায় যে, তাদের যা কিছু আছে তার সব কিছুই তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের দান, কোন কিছুই তাদের কাজের ফল নয় (৮:১৭,১৮)। তারা যদি মাবুদকে তাদের সব কিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলে যায় তাহলে তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শাস্তি পেতে পারে। (৬:৪ এর নোটও দেখুন)।

৯:১-৫ হে ইসরাইল, শোন, ... তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের কাছে কসম খেয়ে যে ওয়াদা করেছিলেন। ইসরাইল জাতি কেনান দেশে ঢোকার সময় যে ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এই আয়াতগুলোতে তার কারণ বলা হয়েছে। ২:২৪, ৩:৩-৬ ও ৮:২ আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইলরা শক্তিশালী নয়। কিন্তু মাবুদ তাদের জয়লাভ করতে দেবেন কারণ কেনানে বাসকারী জাতির লোকেরা খুব খারাপ ছিল এবং আল্লাহ্‌ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, ঐ দেশ তিনি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের বংশধরদের দান করবেন। ১:৭,৮ আয়াতের নোট ও ২:১০.১১ এর নোটও দেখুন।

BACIB
International Bible CHURCH

জন্যই মাবুদ আমাকে এই দেশ অধিকার করাতে
এনেছেন। বাস্তবিক সেই জাতিদের নাফরমানীর
জন্যই মাবুদ তাদেরকে তোমার সম্মুখে
অধিকারচ্যুত করবেন। ৫ তোমার ধার্মিকতা
কিংবা হৃদয়ের সরলতার জন্য তুমি যে তাদের
দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ, তা নয়; কিন্তু সেই
জাতিদের নাফরমানীর জন্য এবং তোমার
পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের কাছে
কসম খেয়ে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সফল
করার অভিপ্রায়ে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমার
সম্মুখে তাদেরকে অধিকারচ্যুত করবেন।
৬ অতএব জেনো যে, তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ
যে তোমার ধার্মিকতার জন্য অধিকার হিসেবে
তোমাকে এই উত্তম দেশ দেবেন, তা নয়; কেননা
তুমি অবাধ্য জাতি। ৭ তুমি মরুভূমির মধ্যে
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদকে যেরকম অসন্তুষ্ট
করেছিলে, তা স্মরণে রেখো, ভুলে যেও না;
মিসর দেশ থেকে বের হয়ে আসার দিন থেকে
এই স্থানে আগমন পর্যন্ত তোমরা মাবুদের
বিরুদ্ধাচারী হয়ে আসছ।
৮ তোমরা হোরেবেও মাবুদকে অসন্তুষ্ট
করেছিলে এবং মাবুদ ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাদেরকে
বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ৯ যখন আমি
সেই দুই পাথরের ফলক, অর্থাৎ তোমাদের সঙ্গে
মাবুদের কৃত শরীয়তের দুই পাথরের ফলক গ্রহণ
করার জন্য পর্বতে উঠেছিলাম, তখন চল্লিশ দিন
ও চল্লিশ রাত পর্বতে অবস্থান করেছিলাম, কোন
রুটি ভোজন বা পানি পান করি নি। ১০ আর
মাবুদ আমাকে আল্লাহ্‌র আঙ্গুল দ্বারা লেখা সেই
দু'টি পাথরের ফলক দিয়েছিলেন; পর্বতে
জমায়েত হবার দিনে আগুনের মধ্য থেকে মাবুদ
তোমাদেরকে যা যা বলেছিলেন, সেসব কালাম
ঐ দু'টি পাথরের ফলকে লেখা ছিল। ১১ সেই
চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাতের শেষে মাবুদ ঐ দু'টি
পাথর-ফলক অর্থাৎ শরীয়তের পাথর-ফলক
আমাকে দিলেন। ১২ আর মাবুদ আমাকে
বললেন, উঠ, এই স্থান থেকে শীঘ্র নেমে যাও;
কেননা তোমার যে লোকদেরকে তুমি মিসর
থেকে বের করে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে;
আমার নির্দেশিত পথ থেকে শীঘ্রই বিপথগামী
হয়েছে, নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালা একটি মূর্তি
তৈরি করেছে। ১৩ মাবুদ আমাকে আরও
বললেন, আমি এই লোকদেরকে দেখেছি, আর
দেখ, এরা অবাধ্য জাতি; ১৪ তুমি আমার কাছ
থেকে সরে যাও, আমি এদেরকে বিনষ্ট করে
আসমানের নিচ থেকে এদের নাম মুছে ফেলবো;
আর আমি তোমার মধ্য থেকে এদের চেয়ে
বলবান ও বড় জাতি সৃষ্টি করবো।
১৫ তখন আমি ফিরে পর্বত থেকে নেমে এলাম,
পর্বত আগুনে জ্বলছিল। তখন আমার দুই হাতে
শরীয়তের দু'খানি পাথর-ফলক ছিল। ১৬ পরে
আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, তোমরা
তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌
করেছিলে, নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালা একটি
বাছুর তৈরি করেছিলে; মাবুদের নির্দেশিত পথ
থেকে শীঘ্রই বিপথগামী হয়েছিলে। ১৭ তাতে
আমি সেই দু'খানি পাথর-ফলক ধরে আমার দুই
হাত থেকে ফেলে তোমাদের সাক্ষাতে ভেঙ্গে
ফেললাম। ১৮ আর তোমরা মাবুদের দৃষ্টিতে যা
মন্দ, তা করে যে গুনাহ্‌ করেছিলে, তাঁর
অসন্তোষজনক তোমাদের সেসব গুনাহ্‌র জন্য
আমি আগের মত চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত
মাবুদের সম্মুখে উবুড় হয়ে রইলাম, কোন রুটি
ভোজন বা পানি পান করি নি। ১৯ কেননা মাবুদ
তোমাদেরকে বিনষ্ট করতে এমন ক্রুদ্ধ
হয়েছিলেন যে আমি তাঁর ক্রোধের প্রচণ্ডতায়
ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু এবারেও মাবুদ
আমার ফরিয়াদ শুনলেন। ২০ আর মাবুদ
হারুনকে বিনষ্ট করার জন্য তাঁর উপরে অতিশয়
ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু আমি সেই সময়ে
হারুনের জন্যও মুনাজাত করলাম। ২১ আর
তোমাদের গুনাহ্‌, সেই যে বাছুর তোমরা তৈরি
করেছিলে, তা নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলাম ও যে
পর্যন্ত তা ধূলির মত মিহি না হল সেই পর্যন্ত
পিষে উত্তমরূপে চূর্ণ করলাম; পরে পর্বত থেকে
বয়ে আসা পানির স্রোতে তার ধূলি নিক্ষেপ
করলাম।
২২ আর তোমরা তবিয়েরাতে, মঃসাতে ও
কিব্রোৎহত্তাবাতে মাবুদকে অসন্তুষ্ট করলে।
২৩ তারপর মাবুদ যে সময়ে কাদেশ-বর্ণেয় থেকে

[৯:৫] ইফি ২:৯।
[৯:৬] হিজ ৩২:৯; প্রেরিত ৭:৫১।
[৯:৭] শুমারী ১১:৩৩।
[৯:৮] শুমারী ১৬:৪৬; ১শামু ২৮:১৮; আইউ ২০:২৮; জবুর ২:১২; ৭:১১; ৬৯:২৪; ১১০:৫; ইশা ৯:১৯; ইহি ২০:১৩।
[৯:৯] দ্বি:বি ৪:১৩।
[৯:৯] পয়দা ৭:৪।
[৯:১০] হিজ ৩১:১৮।
[৯:১১] পয়দা ৭:৪।
[৯:১২] কাজী ২:১৭।
[৯:১৪] হিজ ৩২:১০; ইয়ার ৭:১৬।
[৯:১৫] হিজ ৩২:১৫।
[৯:১৬] হিজ ৩২:৪।
[৯:১৮] হিজ ৩৪:২৮।
[৯:১৯] আয়াত ২৬; হিজ ৩৪:১০; শুমারী ১১:২; ১শামু ৭:৯; ইয়ার ১৫:১।
[৯:২১] জবুর ১৮:৪২; ইশা ২৯:৫; ৪০:১৫।
[৯:২২] শুমারী ১:৫৩।
[৯:২৩] জবুর ১০৬:২৪।

৯:৮ তোমরা হোরেবে। হোরেবের বিষয়ে আরো জানার জন্য ১:১-৫ (মোয়াব দেশ) আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৮-২১ মাবুদকে অসন্তুষ্ট করেছিলে এবং মাবুদ ক্রুদ্ধ হয়ে ... যে বাছুর তোমরা তৈরি করেছিলে। মূসা যখন পাহাড়ের উপরে চল্লিশ দিন ও রাত (হিজ ২৪:১৭,১৮) ছিলেন সে সময়ে ইসরাইলরা সোনা দিয়ে গরুর বাছুরের একটা মূর্তি করেছিল (হিজ ৩২:১-৬) যেটা হয়তো দেখতে মিসরীয়দের ষাড়-দেবতা আপিস এর মত ছিল। মাবুদ তার জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তাদের পক্ষে মূসার মুনাজাতের ফলে তিনি তদের ধ্বংস করেন নি (হিজ ৩২:১১-১৪, ৯:১৮-২০)। মূসা ঐ মূর্তিটা গলিয়ে তা লোকদের পান করার পানির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন (হিজ ৩২:২০, দ্বিতীয় বিবরণ ৯:২১)। ১:১-৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:২২-২৩ তোমরা তবিয়েরাতে, মঃসাতে ... কাদেশ-বর্ণেয় থেকে। তবিয়েরাতের সঠিক অবস্থায় জানা যায় নাই। এ শব্দের অর্থ হচ্ছে "জ্বলন্ত"; তাই এর দ্বারা লোকদের বচসার জন্য

তোমাদেরকে প্রেরণ করে বললেন, তোমরা উঠে
যাও, আমি তোমাদেরকে যে দেশ দিয়েছি, তা
অধিকার কর; সেই সময় তোমরা তোমাদের
আল্লাহ্ মাবুদের হুকুমের বিরুদ্ধাচারী হলে, তাতে
বিশ্বাস করলে না ও তাঁর কথায় কান দিলে না।
২৪ তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয়-দিন থেকে
তোমরা মাবুদের বিরুদ্ধাচারী হয়ে আসছো।
২৫ যাহোক, আমি উবুড় হয়ে রইলাম; ঐ
চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত আমি মাবুদের সম্মুখে
উবুড় হয়ে রইলাম; কেননা মাবুদ তোমাদেরকে
বিনষ্ট করার কথা বলেছিলেন। ২৬ আর আমি
মাবুদের কাছে এই মুনাজাত করলাম, হে আল্লাহ্
মালিক, তুমি আপনার অধিকার-স্বরূপ যে
লোকদেরকে তোমার মহত্বে মুক্ত করেছ ও
শক্তিশালী হাত দিয়ে মিসর থেকে বের করে
এনেছ, তাদেরকে বিনষ্ট করো না। ২৭ তোমার
গোলাম ইব্রাহিম, ইস্হাক ও ইয়াকুবকে স্মরণ
কর; এই লোকদের কঠিনতার, নাফরমানীর ও
গুনাহ্র প্রতি দৃষ্টিপাত করো না; ২৮ পাছে তুমি
আমাদেরকে যে দেশ থেকে বের করে এনেছ,
সেই দেশীয় লোকেরা এই কথা বলে, মাবুদ
ওদেরকে যে দেশ দিতে ওয়াদা করেছিলেন, সেই
দেশে নিয়ে যেতে পারেন নি এবং তাদেরকে ঘৃণা
করেছেন বলেই তিনি মরুভূমিতে হত্যা করার
জন্য তাদেরকে বের করে এনেছেন। ২৯ এরাই

[৯:২৫] পয়দা ৭:৪।
[৯:২৬] হিজ ৬:৬; ২শামু ৭:২৩; জবুর ৭৮:৩৫।
[৯:২৭] হিজ ৩২:৯।
[৯:২৮] হিজ ৩২:১২; ইউসা ৭:৯।
[৯:২৯] দ্বি:বি ৪:৩৪; নহি ১:১০; ইয়ার ২৭:৫; ৩২:১৭ উবঁঃবৎড়হড়সু ১০।
[১০:১] হিজ ৩৪:১-২।
[১০:২] হিজ ২৫:১৬, ২১; ২খান্দান ৫:১০; ৬:১১।
[১০:৩] হিজ ৩৭:১-৯।
[১০:৪] হিজ ২৪:১২; ৩৪:২৮।
[১০:৫] হিজ ২৫:১০; ১শামু ৩:৩।
[১০:৬] হিজ ৬:২৩।

তো তোমার লোক ও তোমার অধিকার;
এদেরকে তুমি তোমার মহাশক্তি ও বাড়িয়ে
দেওয়া বাহু দ্বারা বের করে এনেছ।

দ্বিতীয়বার পাথরের ফলক দেওয়া

১০ ১ সেই সময়ে মাবুদ আমাকে বললেন,
তুমি প্রথমবারের মতই দু'টি পাথর-
ফলক কেটে আমার কাছে পর্বতে উঠে এসো
এবং কাঠের একটি সিন্দুক তৈরি কর।
২ তোমাকে আগে যে দু'টি পাথরের ফলক
দিয়েছিলাম সেখানে যে যে কালাম ছিল, তা
আমি এই দু'টি পাথর ফলকে সেসব লিখে
দেবো, পরে তুমি তা সেই সিন্দুকে রাখবে।
৩ তাতে আমি শিটীম কাঠের একটি সিন্দুক তৈরি
করলাম এবং প্রথমবারের মত দু'টি পাথর-ফলক
কেটে সেই দু'টি পাথর-ফলক হাতে নিয়ে পর্বতে
উঠলাম। ৪ আর মাবুদ জমায়েত হবার দিনে
পর্বতে আগুনের মধ্য থেকে যে দশটি হুকুম
তোমাদেরকে দিয়েছিলেন, সেই হুকুমগুলো ঐ
দু'টি পাথরের ফলকে লিখে আমাকে দিলেন।
৫ পরে আমি মুখ ফিরিয়ে পর্বত থেকে নেমে
আমার প্রতি মাবুদের দেওয়া হুকুম অনুসারে
সেই দুই পাথর-ফলক আমার তৈরি সেই
সিন্দুকে রাখলাম, সেদিন থেকে তা সেই স্থানে
রয়েছে।
৬ (বনি-ইসরাইল বেরোৎ-বেনেয়া-কন থেকে

আল্লাহ্ জলন্ত ক্রোধের কথা বুঝানো হয়ে থাকে (শুমারী ১১: ৩)। হিজরত ১৭:১-৭ ও ৬:১৬ (মসা:) আয়াতের নোট দেখুন। সীনাই পাহাড় ছাড়ার পরে লোকেরা প্রথম যে জায়গায় থেমেছিল তার নাম কিব্রোৎ-হত্তাবা যার অর্থ "লোভীদের কবর" (শুমারী ১১:১৮-৩৪)। কাদেশ-বর্ণেয় ছিল একটা মরুদ্যানের মত জায়গা যেখানে ইসরাইলরা সীনাই পাহাড় ত্যাগ করার পরে বাস করেছিল। ঐ জায়গায় থাকার সময়ে তারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস করতে ও তাঁর বাধ্য থাকতে চায় নাই (শুমারী ১৩:১-১৪:৩৮ ও ইবরানী ৩:১৬)।

৯:২৫ মাবুদের সম্মুখে। বায়তুল মোকাদ্দস তৈরি করার আগ পর্যন্ত ইসরাইল জাতির লোকেরা আল্লাহ্র পবিত্র তাঁবুতেই এবাদত করতো ও ইমামেরা কোরবানী করতো। ঐ তাঁবুকে সাধারণত "জমায়েত-তাঁবু" বলা হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে হিজরত ২৬ অধ্যায়ে।

৯:২৬-২৯ এই মুনাজাত করলাম ... মহাশক্তি ও বাড়িয়ে দেওয়া বাহু দ্বারা বের করে এনেছ। আল্লাহ্র কাছে মূসা বিনতি জানাচ্ছেন যেন তিনি লোকাদের ধ্বংস না করে তাদের ক্ষমা করেন। তিনি যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, আল্লাহ্ তাদের বেছে নিয়েছিলেন (৯:২৬), এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা ইব্রাহিমের কাছে করা তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছিল (৯:২৭) এবং তা না হলে অন্যান্য জাতির লোকেরা ভাববে যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার মত শক্তিশালী নন।

১০:১ পর্বতে উঠে এসো। মানে হোরেব পর্বতের উপরে। দেখুন (মোয়াব দেশ)।

১০:২-৩ যে দু'টি পাথরের ফলক দিয়েছিলাম... আমি শিটীম কাঠের একটি সিন্দুক তৈরি করলাম। এই পাথর-ফলকগুলো হয়তো প্রাচীন কালের খোদাই করে লেখা বা ছবি আঁকা অন্যান্য লম্বা খাড়া পাথরের মত ছিল। কোন কোন জাতির লোকেরা তাদের আইন লিখে রাখার জন্য এগুলো ব্যবহার করতো। কিতাবুল মোকাদ্দসের কালে বা এমন কি তার আগের সময়েরও অনেকগুলো খোদাই করা পাথর বা শিলালিপি আবিষ্কার করা হয়েছে। যেমন– মোয়াবের বাদশাহ্ মেশা (৮৩৫ খ্রী:পূ:) যার উপরে ইসরাইল জাতির বিরুদ্ধে ঐ রাজার বিজয়ের কথা খোদাই করে লেখা আছে। শিটীম কাঠ দিয়ে মূসা যে বাক্স তৈরি করেছিলেন তাতে দশ হুকুমনামা খোদাই করে লেখা ছিল। মাবুদের হুকুম সেই পবিত্র বাক্সের (হিজ ২৫:১০-২২) ভেতরে রেখে তা পবিত্র তাঁবুর মহাপবিত্র স্থানে রাখা হয়েছিল। শিটীম গাছ বেশি উঁচু নয়, তবে তা চির সবুজ। তা ওক গাছের চেয়ে শক্ত ও গাঢ়ো রংয়ের।

১০:৪ যে দশটি হুকুম। ১:১-৫ ও ৪:৫-৮ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন ৫:১-২২ ও "দশ হুকুম-নামার"র ছোট্ট রচনাটি।

১০:৬ বেরোৎ-বেনেয়া-কন ... গুধগোদায় ... যট্বাথায়। মোষেরো (যাকে শুমারী ৩৩:৩০-৩৬ আয়াতে মোষেরোৎ বলা হয়েছে) ঠিক কোথায় ছিল তা সঠিক জানা যায় নি। অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে হারুনকে মোষেরো পাহাড়ে নয়, কিন্তু হোর পর্বতে কবর দেয়া হয়েছিল (শুমারী ৩৩:৩৭-৩৮; দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৫০)।

মোষেরোতে যাত্রা করলে সেই স্থানে হারুন
ইন্তেকাল করেন এবং সেখানে তাঁকে দাফন করা
হয়। হারুনের ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র
ইলিয়াসর তাঁর স্থানে ইমাম হলেন। ৭ সেই স্থান
থেকে তারা গুধগোদায় যাত্রা করলো এবং
গুধগোদা থেকে যট্‌বাথায় প্রস্থান করলো; এই
স্থানে অনেকগুলো পানির স্রোত ছিল। ৮ সেই
সময়ে মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক বহন করতে,
মাবুদের পরিচর্যা করার জন্য তাঁর সাক্ষাতে
দাঁড়াতে এবং তাঁর নামে দোয়া করতে মাবুদ
লেবির বংশকে পৃথক করলেন, আজও পর্যন্ত
তারা তা করে আসছে। ৯ এজন্য তাদের ভাইদের
মধ্যে লেবীয়দের কোন অংশ কিংবা অধিকার হয়
নি; তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তাদেরকে যা বলেছেন,
সেই অনুসারে মাবুদই তাদের অধিকার।)
১০ আর আমি প্রথমবারের মত চল্লিশ দিন ও
চল্লিশ রাত পর্বতে থাকলাম এবং সেই বারেও
মাবুদ আমার ফরিয়াদ শুনলেন; মাবুদ তোমাকে
বিনষ্ট করতে চাইলেন না। ১১ পরে মাবুদ
আমাকে বললেন, উঠ, তুমি যাত্রার জন্য
লোকদের অগ্রগামী হও, আমি তাদেরকে যে দেশ
দিতে তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে কসম খেয়েছি,
তারা সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার
করুক।

শরীয়তের মূল বিষয়

১২ এখন হে ইসরাইল, তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ
তোমার কাছে কি চান? কেবল এটা, যেন তুমি
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদকে ভয় কর, তাঁর সকল
পথে চলো ও তাঁকে মহব্বত কর এবং তোমার
সমস্ত অন্তর ও তোমার সমস্ত প্রাণের সঙ্গে
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের সেবা কর, ১৩ আজ
আমি তোমার মঙ্গলের জন্য মাবুদের যে যে
হুকুম ও বিধি তোমাকে দিচ্ছি, সেসব যেন পালন
কর। ১৪ দেখ, বেহেশত ও বেহেশতের বেহেশত
এবং দুনিয়া ও তার মধ্যেকার যাবতীয় বস্তু
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের। ১৫ কেবল তোমার
পূর্বপুরুষদের মহব্বত করতে মাবুদের সন্তোষ
ছিল, আর তিনি তাদের পরে তাদের বংশকে
অর্থাৎ আজকের মত সমস্ত জাতির মধ্য থেকে
তোমাদেরকে মনোনীত করলেন। ১৬ অতএব
তোমরা নিজ নিজ হৃদয়ের খৎনা করাও এবং
আর অবাধ্য হয়ো না। ১৭ কেননা তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদই দেবতাদের আল্লাহ্‌ ও প্রভুদের
প্রভু, তিনিই মহান, শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর আল্লাহ্‌;
তিনি কারো মুখাপেক্ষা ও ঘুষ গ্রহণ করেন না।
১৮ তিনি এতিমের ও বিধবার বিচার নিষ্পন্ন
করেন এবং বিদেশীকে মহব্বত করে অন্নবস্ত্র
দেন। ১৯ অতএব তোমরা বিদেশীকে মহব্বত
করো, কেননা মিসর দেশে তোমরাও বিদেশী
ছিলে। ২০ তুমি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদকে ভয়
করবে; তাঁরই সেবা করবে, তাঁতেই আসক্ত
থাকবে ও তাঁরই নামে কসম করবে। ২১ তিনি

[১০:৭] জবুর ৪২:১; ইশা ৩২:২।
[১০:৮] ১খান্দান ২৩:২৬।
[১০:৯] শুমারী ১৮:২০।
[১০:১০] হিজ ৩৩:১৭।
[১০:১২] মথি ২২:৩৭; ১তীম ১:৫।
[১০:১৪] নহি ৯:৬; ইশা ১৯:১।
[১০:১৫] রোমীয় ১১:২৮; ১পিতর ২:৯।
[১০:১৬] লেবীয় ২৬:৪১।
[১০:১৭] দানি ২:৪৭; ১১:৩৬।
[১০:১৭] জবুর ১৩৬:৩; ১তীম ৬:১৫।
[১০:১৮] ইশা ১০:২।
[১০:১৯] লেবীয় ১৯:৩৪।
[১০:২০] ইউসা ২৩:৮; ইশা ৩৮:৩।

১০:৬ হারুন। হারুন ছিলেন মূসা ও মরিয়মের ভাই। তিনি লেবীয় বংশের লোকও ও ইসরাইলের প্রথম মহা-ইমাম (হিজ ২৮:১-৩; লেবীয় ৮:১-৯:২৪; গণনা ১৮:১-২০)। মূসাকে যেমন তেমনি হারুনকেও প্রতিজ্ঞাত দেশে যেতে দেয়া হয়নি (শুমারী ২০:৭-১৩; ৩৩:৩৮)। ইদোমের সীমানায় এসে মূসা হারুনকে হোর পর্বতের উপরে নিয়ে গিয়ে হারুনের মহা ইমামের পোশাক হারুনের ছেলে ইলিয়াসরের গায়ে পড়িয়ে দেন। হারুন সেখানে ১২৩ বছর বয়সে মারা যান (শুমারী ২০:২৩-২৮)।

১০:৭ গুধগোদায়। গুধগোদা সম্ভবত গণনা ৩৩:১৬-৩৬ আয়াতে যাকে হোর্‌-হগিদ্‌-গদ বলা হয়েছে সেই জায়গা হবে। এই জায়গাটা ঠিক কোথায় ছিল তা জানা যায় নি।

যট্‌বাথা। যট্‌বাথা নামের অর্থ "ভাল", এবং তা সম্ভবত আকাবা থেকে বিশ মাইল উত্তরে এৎ-তাবায় অবস্থিত ছিল। আরো দেখুন গণনা ৩:৫-৮; ৪:৩১-৩৩; দ্বিতীয় বিবরণ ১০:৮-৯।

১০:৮ লেবির বংশকে। লেবি ছিলেন ইয়াকুব ও লেয়ার ছেলে (পয়দা ২৯:৩৪)। তাঁর বংশধরেরাই ইসরাইল জাতির ইমাম হতো (হিজ ৬:১৬-২৫; ৩২:২৬-২৯; শুমারী ৩:৫-৮)। প্রথমে লেবির বংশধরদের সবাইকে ইসরাইলের ইমাম হিসাবে মনে করা হতো (১০:৮; হিজরত ৩২:২৯)। পরবর্তীকালে কেবল মাত্র তারাই সত্যিকারের ইমাম হতে পারত যারা প্রমাণ করতে পারত যে তারা হারুনের নিজের বংশধর (শুমারী ১৮:২০-৩২; নহিমিয়া ১১:১০-১৮)। লেবীয় বংশের যে সকল পুরুষরা হারুনের নিজের বংশধর ছিল না তাদের দায়িত্ব দেয়া হতো পবিত্র তাঁবুর দেখা শোনা ও ইমামদের সাহায্য করার জন্য।

১০:১১ উঠ, তুমি যাত্রার জন্য লোকদের অগ্রগামী হও। পরবর্তীকালে মাবুদ মূসাকে জানাবেন যে, তিনি (মূসা) কেনান দেশে যেতে পারবেন না (শুমারী ২০:১০-১২; দ্বিতীয় বিবরণ ১:৩৭; ৩:২৩-২৮)।

১০:১২,১৩ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ ... তোমার সমস্ত অন্তর ... সেসব যেন পালন কর। ১:৬ (আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ), ৬:৪ (ইসরাইল, শোন), এবং ৭:১২-১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১৮,১৯। এতিমের ও বিধবার ... বিদেশীকে মহব্বত করো। ইবরানীদের সমাজে এতিম ও বিধবারা অন্যদের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। বিদেশীরা তাদের আপন আপন লোকদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের সাহায্য করার মত লোক ছিল না। তাই আল্লাহ্‌ আদেশ দেন যেন ইসরাইলরা বিদেশীদের প্রতি ভাল আচরণ করেন, ঠিক আল্লাহ্‌ যেমন তাদের প্রতি করে থাকেন, এবং আল্লাহ্‌ যেমন বনি-ইসরাইলদের প্রতি করেছিলেন যখন তারা মিসরে অসহায় গোলাম ছিল (১০:১৯)। আরো দেখুন হিজরত ২২:২১-১৪; লেবীয় ১৯:৩৩।

১০:২২ সত্তর জন। পয়দায়েশ ৪৬:১৫-১৭ দেখুন যেখানে ইয়াকুবের পরিবারের লোকদের নাম আছে যারা মিসরে

তোমার প্রশংসা-ভূমি, তিনি তোমার আল্লাহ্‌; তুমি
স্বচক্ষে যা যা দেখেছ, সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর সমস্ত
কাজ তিনিই তোমার জন্য করেছেন। ২২ তোমার
পূর্বপুরুষেরা কেবল সত্তর জন মিসরে নেমে
গিয়েছিল, কিন্তু এখন তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ
তোমাকে আসমানের তারার মত বহুসংখ্যক
করেছেন।

মহব্বত ও হুকুম পালন করার পুরস্কার

১১ ১ অতএব তুমি তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদকে মহব্বত করবে এবং তাঁর
দেওয়া দায়িত্ব, তাঁর বিধি, তাঁর অনুশাসন ও তাঁর
সমস্ত হুকুম সবসময় পালন করবে। ২ আর আজ
তোমরা মনে রেখো যে, যেহেতু তোমাদের
সন্তানদের বলছি না, কেননা তারা তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের কৃত শাস্তি জানে না ও দেখে নি;
তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর শক্তিশালী হাত, বাড়িয়ে দেওয়া
বাহু ৩ এবং তাঁর চিহ্ন-কাজগুলো ও মিসরের
মধ্যে মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউনের প্রতি ও তাঁর
সমস্ত দেশের প্রতি তিনি যা যা করলেন, তাঁর
সেসব কাজ তারা দেখে নি। ৪ এছাড়া, মিসরীয়
সৈন্যের, ঘোড়া ও রথের প্রতি মাবুদ যা করলেন,
আর তারা তোমাদের পিছনে পিছনে তাড়া করে
আসার পর মাবুদ যেভাবে লোহিত সাগরের পানি
তাদের উপরে বইয়ে দিয়ে তাদেরকে বিনষ্ট
করলেন, আজ তারা আর নেই– এসব কাজ তারা
দেখে নি; ৫ এবং এই স্থানে তোমাদের আগমন
পর্যন্ত তোমাদের প্রতি মাবুদ মরুভূমিতে যা যা
করেছেন; ৬ আর তিনি রূবেণের পুত্র ইলীয়াবের
সন্তান দাথন ও অবীরামের প্রতি যা যা করেছেন,
ফলত দুনিয়া যেভাবে তার মুখ হা করে সমস্ত
ইসরাইলের মধ্যে তাদের, তাদের পরিজনদের,
তাদের তাঁবু ও তাদের অধিকৃত সমস্ত সম্পত্তি
গ্রাস করলো, এসব তারা দেখে নি; ৭ কিন্তু
মাবুদের কৃত সমস্ত মহৎ কাজ তোমরা স্বচক্ষে
দেখেছো।

[১০:২১] ১শামু ১২:২৪; জবুর ১২৬:২।
[১০:২২] প্রেরিত ৭:১৪।
[১০:২২] পয়দা ১২:২; শুমারী ১০:৩৬।
[১১:১] দ্বি:বি ৬:৫
[১১:২] জবুর ১৩৬:১২।
[১১:৩] হিজ ৭:৮-২১।
[১১:৪] হিজ ১৪:২৭; শুমারী ২১:৪।
[১১:৬] শুমারী ১৬:১-৩৫; জবুর ১০৬:১৬-১৮।
[১১:৭] দ্বি:বি ৫:৩।
[১১:৮] উজা ৯:১০।
[১১:৯] হিজ ৩:৮।
[১১:১০] ইশা ১১:১৫; ৩৭:২৫।
[১১:১১] ইহি ৩৬:৪।
[১১:১২] ১বাদশা ৮:২৯; ৯:৩।
[১১:১৩] ইয়ার ১৭:২৪।
[১১:১৪] জবুর ১৪৭:৮; ইয়ার ৩:৩; ৫:২৪; যেয়েল ২:২৩; ইয়াকুব ৫:৭।
[১১:১৫] জবুর ১০৪:১৪।
[১১:১৬] দ্বি:বি আইউ ৩১:৯, ২৭।
[১১:১৭] ১বাদশা ১৭:১।

৮ অতএব আজ আমি তোমাদেরকে যেসব হুকুম
দিচ্ছি, সেসব হুকুম পালন করো, যেন তোমরা
বলবান হও এবং যে দেশ অধিকার করার জন্য
পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে প্রবেশ করে তা
অধিকার কর; ৯ আর যেন মাবুদ তোমাদের
পূর্বপুরুষদেরকে ও তাঁদের বংশকে যে দেশ
দিতে কসম খেয়েছিলেন, সেই দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী
দেশে তোমরা দীর্ঘকাল বসবাস করতে পার।
১০ কারণ তোমরা যে মিসর দেশ থেকে বের হয়ে
এসেছো, সেই দেশে তুমি বীজ বুনে সবজী
ক্ষেতের মত পা দিয়ে পানি সেচন করতে; কিন্তু
তুমি যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ, সেই দেশ
সেকরম নয়। ১১ তোমরা যে দেশ অধিকার
করতে পার হয়ে যাচ্ছ, সেটি পর্বত ও উপত্যকা-
বিশিষ্ট দেশ এবং আসমানের বৃষ্টির পানি পান
করে; ১২ সেই দেশের প্রতি তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদের মনোযোগ আছে; বছরের আরম্ভ থেকে
বছরের শেষ পর্যন্ত তার প্রতি সব সময় তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদের দৃষ্টি থাকে।
১৩ আর আমি আজ তোমাদেরকে যেসব হুকুম
দিচ্ছি, তোমরা যদি যত্নপূর্বক তা শুনে তোমাদের
সমস্ত অন্তর ও প্রাণের সঙ্গে তোমাদের আল্লাহ্‌
মাবুদকে মহব্বত ও তাঁর সেবা কর, ১৪ তবে
আমি যথা সময়ে অর্থাৎ প্রথম ও শেষ বর্ষায়
তোমাদের দেশে বৃষ্টি দান করবো, তাতে তুমি
তোমার শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেল সংগ্রহ করতে
পারবে। ১৫ আর আমি তোমার পশুদের জন্য
তোমার ক্ষেতে ঘাস দেব এবং তুমি আহার করে
তৃপ্ত হবে। ১৬ নিজেদের বিষয়ে সাবধান, পাছে
তোমাদের অন্তর ভ্রান্ত হয় এবং তোমরা পথ
ছেড়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর ও তাদের
কাছে সেজ্‌দা কর; ১৭ করলে তোমাদের প্রতি
মাবুদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে ও তিনি আসমান
রুদ্ধ করবেন, তাতে বৃষ্টি হবে না ও ভূমি নিজের
ফল দেবে না এবং মাবুদ তোমাদেরকে যে দেশ

গিয়েছিলেন। কিতাবুল মোকাদ্দসে 'সত্তর' সংখ্যাটি প্রায় ক্ষেত্রে এক পূর্ণতার সংখ্যা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এর দ্বারা কোন কিছুর সঠিক সংখ্যা বুঝায় না। ইয়াকুবের বংশধরদের এই সংখ্যার লোকেরা ইব্রাহিমের কাছে করা আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছিল (পয়দা ১৫:৫, ২২:১৭)।

১১:৪ লোহিত সাগরের পানি। এখানে লোহিত সাগর হয়তো নীল নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত একটা হাওর কিংবা মিষ্টি পানির বড় হ্রদ। একথা অনুমান করা হয়ে থাকে হিজরত ১৩:৭-১৪:৯ এর উপরে ভিত্তি করে সেখানে ইসরাইল জাতি লোহিত সাগর পার হবার আগে যে সব জায়গা দিয়ে এসেছিল তার একটা তালিকা দেয়া আছে।

১১:৬ দাথন ও অবীরামের প্রতি। কারুনের সংগে যুক্ত হয়ে এই দু'জন লোক মূসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। মাবুদ তাদের ও তাদের পরিবারগুলোকে তার কারণে শাস্তি দিয়েছিলেন (শুমারী ১৬:১-৩৩)।

১১:৮ যে দেশ অধিকার করার জন্য পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার কর। জর্ডনের পূর্ব দিকে মোয়াবে যখন ইসরাইল জাতি বাস করছিল সেই সময়ে আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিজ্ঞা আবার তাদের শুনালেন (১:১-৫)। ১:৭,৮ এর নোটও দেখুন। লোকেরা কেনান দেশ অধিকার করতে পারবে যদিও তারা সীনয় পাহাড়ে আল্লাহ্‌র যে হুকুম পেয়েছিল তা পালন করে। ১:১-৫ এবং ৪:৫-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:১০,১১ পা দিয়ে পানি সেচন করতে ... আসমানের বৃষ্টির পানি পান করে। মিসরে বৃষ্টি হতো কম; তাই কৃষিকাজের প্রয়োজনে বেশির ভাগ পানি পেতে হতো নীল নদী থেকে।

১১:১৩ তোমরা যদি যত্নপূর্বক তা শুনে। ৪:৫-৮; ৪:২৫-৩১ এবং ৭:১২-১৫ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন ২৮:১-১৪; লেবীয় ২৬:৩-১৩।

BACIB
International Bible CHURCH

দিচ্ছেন, সেই উত্তম দেশ থেকে তোমরা খুব
শীঘ্রই উচ্ছিন্ন হবে।
১৮ অতএব তোমরা আমার এসব কালাম নিজ
নিজ অন্তরে ও প্রাণে রেখো এবং চিহ্নরূপে নিজ
নিজ হাতে বেঁধে রেখো এবং সেসব ভূষণরূপে
তোমাদের দুই চোখের মধ্যে থাকবে। ১৯ আর
তোমরা বাড়িতে উপবেশন ও পথে গমনকালে
এবং শয়ন করার সময়ে ও বিছানা থেকে উঠবার
সময়ে ঐ সমস্ত কথার প্রসঙ্গ করে নিজ নিজ
সন্তানদেরকে শিক্ষা দিও। ২০ আর তুমি তোমার
বাড়ির দরজার চৌকাঠে ও তোমার দ্বারে তা
লিখে রেখো। ২১ তাতে মাবুদ তোমাদের
পূর্বপুরুষদেরকে যে ভূমি দিতে কসম খেয়েছেন,
সেই ভূমিতে তোমাদের আয়ু ও তোমাদের
সন্তানদের আয়ু দুনিয়ার উপরে আসমানের আয়ুর
মত বৃদ্ধি পাবে।
২২ এই যে সমস্ত হুকুম আমি তোমাদেরকে
দিচ্ছি, তোমরা যদি যত্নপূর্বক তা পালন করে
তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদকে মহব্বত কর, তাঁর
পথগুলোতে চল ও তাঁতে আসক্ত থাক; ২৩ তবে
মাবুদ তোমাদের সম্মুখ থেকে এসব জাতিকে
অধিকারচ্যুত করবেন এবং তোমরা তোমাদের
চেয়ে বড় ও বলবান জাতিদের উত্তরাধিকারী
হবে। ২৪ তোমাদের পা যেসব স্থানে পড়বে, সে
সমস্ত স্থান তোমাদের হবে; মরুভূমি ও লেবানন
থেকে, নদী অর্থাৎ ফোরাত নদী থেকে পশ্চিম
সমুদ্র পর্যন্ত তোমাদের সীমা হবে। ২৫ তোমাদের
সম্মুখে কেউই দাঁড়াতে পারবে না; তোমরা যে
দেশে পা রাখবে, সেই দেশের সর্বত্র তোমাদের
আল্লাহ্ মাবুদ তাঁর কালাম অনুসারে তোমাদের
থেকে লোকদের ভয় ও ত্রাস উপস্থিত করবেন।
২৬ দেখ, আজ আমি তোমাদের সম্মুখে দোয়া
ও বদদোয়া রাখলাম। ২৭ আজ আমি
তোমাদেরকে যেসব হুকুম দিলাম, তোমাদের
আল্লাহ্ মাবুদের সেসব হুকুমে যদি মান্য কর,
তবে দোয়া পাবে। ২৮ আর যদি তোমাদের
আল্লাহ্ মাবুদের হুকুম মান্য না কর এবং আমি
আজ তোমাদেরকে যে পথের বিষয়ে হুকুম
করলাম, যদি সেই পথ ছেড়ে তোমাদের অজ্ঞাত
অন্য দেবতাদের পিছনে গমন কর, তবে
বদদোয়াগ্রস্ত হবে।
২৯ আর তুমি যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ,
সেই দেশে তোমার আল্লাহ্ মাবুদ যখন তোমাকে
প্রবেশ করাবেন, তখন তুমি গরিষীম পর্বতে ঐ
দোয়া এবং এবল পর্বতে ঐ বদদোয়া স্থাপন
করবে। ৩০ সেই দু'টি পর্বত জর্ডানের ওপারে,
সূর্যাস্তপথের ওদিকে, অরাবা উপত্যকা-নিবাসী
কেনানীয়দের দেশে, গিল্‌গলের সম্মুখে, মোরির
এলোন বনের কাছে কি নয়?
৩১ কেননা তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ তোমাদেরকে
যে দেশ দিচ্ছেন, সেই দেশ অধিকার করার
জন্য, তোমরা সেখানে প্রবেশ করার জন্য জর্ডান
পার হয়ে যাবে, দেশ অধিকার করবে ও সেখানে
বাস করবে। ৩২ আর আমি আজ তোমাদের
সম্মুখে যেসব বিধি ও অনুশাসন রাখলাম সেসব
যত্নপূর্বক পালন করবে।

উপাসনার স্থানগুলো ধ্বংস করার নির্দেশ

১২ ১ তোমার পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ মাবুদ
তোমাকে যে দেশ অধিকার হিসেবে
দিয়েছেন, সেই দেশে এসব বিধি ও অনুশাসন,
যত দিন দুনিয়াতে জীবিত থাকবে, যত্নপূর্বক
পালন করতে হবে। ২ তোমরা যে যে জাতিকে
অধিকারচ্যুত করবে, তারা উঁচু পর্বতের উপরে,
পাহাড়ের উপরে ও সবুজ প্রত্যেক গাছের তলে
যে যে স্থানে নিজ নিজ দেবতাদের সেবা করেছে,
সেসব স্থান তোমরা একেবারে বিনষ্ট করবে।
৩ তোমরা তাদের সমস্ত কোরবানগাহ্ উৎপাটন
করবে, তাদের স্তম্ভগুলো ভেঙ্গে ফেলবে, তাদের
সমস্ত আশেরা-মূর্তি আগুনে পুড়িয়ে দেবে,

[১১:১৮] হিজ ১৩:৯। [১১:১৯] ইশা ৩৮:১৯; ইয়ার ৩২:৩৯। [১১:২০] দ্বি:বি ৬:৯। [১১:২১] আইউ ৫:২৬; মেসাল ৩:২। [১১:২৩] হিজ ২৩:২৮। [১১:২৪] ইউসা ১:৩; ১৪:৯। [১১:২৫] হিজ ২৩:২৭। [১১:২৬] জবুর ২৪:৫। [১১:২৬] মালা ২:২; ৩:৯; ৪:৬। [১১:২৭] জবুর ২৪:৫। [১১:২৮] ইয়ার ৪২:১৩; ৪৪:১৬। [১১:২৯] কাজী ৯:৭। [১১:৩০] ইউসা ৪:১৯; কাজী ২:১; ২বাদশা ২:১; মীখা ৬:৫। [১১:৩১] শুমারী ৩৩:৫৩। [১২:১] জবুর ১১৯:৫। [১২:২] ১বাদশা ১৪:২৩; ২বাদশা ১৭:১০; ইশা ৫৭:৫; ইয়ার ২:২০; ৩:৬, ১৩। [১২:৩] ২বাদশা ১১:১৮। [১২:৪] ২বাদশা

১১:১৪ প্রথম ও শেষ বর্ষায়। প্যালেস্টাইন দেশে যে বৃষ্টি হয় তার প্রায় সব অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে হয়ে থাকে।

১১:১৮ হাতে বেঁধে রেখো এবং সেসব ভূষণরূপে তোমাদের দুই চোখের মধ্যে থাকবে। ৬:৬-৮ আয়াতের নোট দেখুন। অনেক ইহুদী এখনও তাদের ঘরের দরজার কাঠে নিচের ছবিতে দেয়া মেজুজার মত মেজুজা লাগিয়ে রাখে।

১১:২৪ মরুভূমি ও লেবানন থেকে, ... তোমাদের সীমা হবে। এখানে যে সব স্থানের নাম আছে সেগুলো ছিল দাউদের ও সোলায়মানের রাজত্বের কালে ইসরাইল জাতির অধিকার করা পুরো দেশটির উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম বরাবর সমস্ত অংশ (২ শামুয়েল ৮:১-১২; ১ বাদশাহ্ ৪:২০-২৫)। আরো দেখুন ইউসা ১:৩-৫।

১১:২৬-২৮ দোয়া ও বদদোয়া। ১১:১৩-১৭ ও ২৭:৯-২৮:৬৮ দেখুন।

১১:২৯-৩০ গরিষীম পর্বতে ... গিল্‌গলের সম্মুখে। এখানে যে অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তা দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:১১-২৬ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মোরির সেই গাছগুলো ছিল শিখিমের কাছে। পয়দায়েশ ১২:৬-১৮; ৩৫:৪ দেখুন। 'গিলগল' এর একটা অর্থ হল বৃত্ত; সম্ভবত এর দ্বারা পাথরের দ্বারা তৈরি বৃত্ত বুঝায়।

১২:১ এসব বিধি ও অনুশাসন। ১:১-৫ মাবুদ এবং ৪:৫-৮ ও আয়াতের নোট দেখুন।

১২:২-৪ নিজ নিজ দেবতাদের সেবা করেছে। দ্বি. বি. ৭:১ ও ৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:৬ নিজ নিজ পোড়ানো-কোরবানী, অন্যান্য কোরবানী। যে সব কোরবানীর কথা এই অংশে উল্লেখ করা হয়েছে তার মূল

তাদের খোদাই-করা মূর্তিগুলো ধ্বংস করবে এবং
সেই স্থান থেকে তাদের নাম মুছে ফেলবে।
৪ তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের এবাদত
সেরকম ভাবে করবে না। ৫ কিন্তু তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর নাম স্থাপনের জন্য তোমাদের
সমস্ত বংশের মধ্যে যে স্থান মনোনীত করবেন,
তাঁর সেই নিবাসস্থান তোমরা খোঁজ করবে ও
সেই স্থানে উপস্থিত হবে। ৬ আর নিজ নিজ
পোড়ানো-কোরবানী, অন্যান্য কোরবানী, দশ
ভাগের এক ভাগ, হাতের উত্তোলনীয় উপহার,
মানতের দ্রব্য, স্বেচ্ছাদত্ত উপহার ও গোমেষাদি
পালের প্রথমজাতদের সেই স্থানে আনবে; ৭ আর
সেই স্থানে তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের সম্মুখে
ভোজন করবে এবং তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের
কাছ থেকে যে দোয়া লাভ করেছ সেই অনুসারে
যা কিছুতে হাত রাখবে, তাতেই সপরিবারে
আনন্দ করবে।
৮ এই স্থানে আমরা এখন প্রত্যেকে নিজ নিজ
দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তা করছি, তোমরা সেরকম
করবে না; ৯ কেননা তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ
তোমাকে যে বিশ্রামস্থান ও অধিকার দিচ্ছেন
সেখানে তোমরা এখনও উপস্থিত হও নি।
১০ কিন্তু যখন তোমরা জর্ডান পার হয়ে তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের দেওয়া অধিকৃত দেশে বাস
করবে এবং চারদিকের সমস্ত দুশমন থেকে তিনি
নিষ্কৃতি দিলে যখন তোমরা নির্ভয়ে বাস করবে;
১১ তখন তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর নামের
বসবাসের জন্য যে স্থান মনোনীত করবেন সেই
স্থানে তোমরা আমার হুকুম করা সমস্ত দ্রব্য, নিজ
নিজ পোড়ানো-কোরবানী ও অন্যান্য কোরবানী
দশ ভাগের এক ভাগ, হাতের উত্তোলনীয়
উপহার ও মাবুদের উদ্দেশে প্রতিশ্রুত মানতের
উৎকৃষ্ট দ্রব্যগুলো আনবে। ১২ আর তোমরা,
তোমাদের পুত্র কন্যাদের ও তোমাদের গোলাম-
বাঁদীরা, আর তোমাদের নগর-দ্বারের মধ্যবর্তী
লেবীয়, যার অংশ ও অধিকার তোমাদের মধ্যে
নেই, তোমরা সকলে তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের
সম্মুখে আনন্দ করবে।

আল্লাহ্‌র বিশেষ এবাদতস্থান নির্ধারণ

১৩ সাবধান, যে কোন স্থান দেখলে, সেই স্থানেই
তোমার পোড়ানো-কোরবানী দেবে না; ১৪ কিন্তু
তোমার কোন এক বংশের মধ্যে যে স্থান মাবুদ
মনোনীত করবেন, সেই স্থানেই তোমার
পোড়ানো-কোরবানী করবে ও সেই স্থানে আমার
হুকুম করা সকল কাজ করবে।
১৫ তবুও যখন তোমার প্রাণের অভিলাষ হবে,
তখন তুমি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের দেওয়া
দোয়া অনুসারে তোমার সমস্ত নগর-দ্বারের
ভিতরে পশু জবেহ্‌ করে গোশ্‌ত ভোজন করতে
পারবে; নাপাক বা পাক-সাফ লোক সকলেই
কৃষ্ণসার ও হরিণের মাংসের মত তা ভোজন
করতে পারবে। ১৬ কেবল তোমরা রক্ত পান
করবে না; তুমি তা পানির মত ভূমিতে ঢেলে দেবে।
১৭ তোমার শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেলের দশ
ভাগের এক ভাগ, গোমেষাদির প্রথমজাত এবং
যা মানত করবে, সেই মানতের দ্রব্য, স্বেচ্ছাদত্ত
উপহার ও হাতের উত্তোলনীয় উপহার, এসব
তুমি তোমার নগর-দ্বারের মধ্যে ভোজন করতে
পারবে না। ১৮ কিন্তু তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ যে
স্থান মনোনীত করবেন, সেই স্থানে তোমার

১৭:১৫; ইয়ার ১০:২।
[১২:৫] ১শামু ২:২৯; উজা ৬:১২; ৭:১৫; জবুর ২৬:৮; ৭৮:৬৮; জাকা ২:১২।
[১২:৬] ইউসা ২২:২৭; ইশা ৬৬:২০।
[১২:৭] লেবীয় ২৩:৪০; হেদা ৩:১২-১৩; ৫:১৮-২০; ইশা ৬২:৯।
[১২:৮] কাজী ১৭:৬; ২১:২৫।
[১২:৯] হিজ ৩৩:১৪; জবুর ৯৫:১১; মীখা ২:১০।
[১২:১০] দ্বি:বি ১১:৩১; ইউসা ২২:২৩।
[১২:১২] শুমারী ১৮:২০।
[১২:১৬] পয়দা ৯:৪; প্রেরিত ১৫:২০।
[১২:১৭] লেবীয় ২৭:৩০।
[১২:১৮] নহি ৮:১০; হেদা ৩:১২-১৩; ৫:১৮-২০।

লক্ষ্য ছিল মাবুদকে ঐ সবের ঘ্রান দিয়ে সুখী করা। তাই কোন কোন অনুবাদে এগুলোকে মাবুদকে সুখী করার কোরবানী বলা হয়েছে।

১২:১০ যখন তোমরা জর্ডান পার হয়ে তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের দেওয়া অধিকৃত দেশে বাস করবে। ১১:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:১৭ তোমার শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেলের দশ ভাগের এক ভাগ। মাবুদ আদেশ করেছিলেন যে, তারা তাদের শস্য, নতুন আঙ্গুর রস ও তেলের দশ ভাগের এক ভাগ, গরু-ছাগল ভেড়ার প্রথম বাচ্চা মাবুদকে দেবে। ঐ পর্যন্ত জিনিষের দশভাগের একভাগ উৎসর্গ করে দিতে হতো (লেবীয় ২৭:৩০-৩৩; দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:২২-২৯; ২৬:১২,১৩)। তাদের প্রত্যেক পরিবারের প্রথম ছেলের পরিবর্তে গরু, ছাগল ও ভেড়ার প্রথম বাচ্চাকে মাবুদের উদ্দেশ্যে কোরবানী করতে হতো (হিজ ১৩:২)। আরো দেখুন লেবীয় ২৭:২৬ ও দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:১৯–২২।

১২:১৪ পোড়ানো-কোরবানী করবে। তোমাদের নিজের ইচ্ছায় করা কোন কোরবানী এবং বিশেষ দান কোন কোন কোরবানী করা পশুকে কোরবানগাহে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দিতে হতো। অন্যান্য কোরবানীর অংশ বিশেষ পুড়িয়ে দেয়া হতো এবং বাকী কোন কোন অংশ ইমামদের দেয়া হতো। তবে কোরবানীদাতারা নিজেরাই বেশির ভাগ মাংস পবিত্র ভোজরূপে খেয়ে ফেলত (লেবীয় ৭:১১–২৭)।

১২:১২ নগর-দ্বারের মধ্যবর্তী লেবীয়। ১০:৮ আয়াতে লেবীয় বংশ বিষয়ক নোট দেখুন।

১২:১৫ নগর-দ্বারের ভিতরে পশু জবেহ্‌ করে গোশ্‌ত ভোজন করতে পারবে। মাংস খাবার জন্য বাড়িতে লোকেরা পশু হত্যা করতে পারত। তবে মাংসের সঙ্গে রক্ত যেন কোন ক্রমে খাওয়া না হয় তার জন্য তাদের সর্তক থাকতে হতো। আর সেসব পশু জবেহ করা কোরবানীর উদ্দেশ্যে নয় বলে তার মাংস খাবার জন্য তাদের পাক-পবিত্র (১২:২০,২১) হবার প্রয়োজন হতো না।

১২:১৫ নাপাক। ১৪:৩-২১ আয়াত দেখুন।

১২:১৬ তোমরা রক্ত পান করবে না। "রক্ত" এর উপরে লেখা রচনাটি দেখুন।

১২:২১ আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর নাম স্থাপনের জন্য যে স্থান মনোনীত করবেন। হিজরত ২:২৪ আয়াতে দেয়া ব্যবস্থা

আল্লাহ্‌ মাবুদের সম্মুখে তুমি, তোমার পুত্র কন্যা,
তোমার গোলাম-বাঁদী ও তোমার নগর-দ্বারের
মধ্যবর্তী লেবীয়, সকলে তা ভোজন করবে এবং
তুমি যা কিছুতে হাত রাখবে তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদের সম্মুখে তাতেই আনন্দ করবে।
১৯ সাবধান, তোমার দেশে যতকাল জীবিত থাক,
লেবীয়দের ত্যাগ করো না।
২০ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ যেমন অঙ্গীকার
করেছেন, সেই অনুসারে যখন তোমার সীমা
বিস্তার করবেন এবং গোশ্‌ত ভোজনে তোমার
প্রাণের অভিলাষ হলে তুমি বলবে গোশ্‌ত ভোজন
করবো, তখন তুমি প্রাণের অভিলাষ অনুসারে
গোশ্‌ত ভোজন করবে। ২১ আর তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদ তাঁর নাম স্থাপনের জন্য যে স্থান মনোনীত
করবেন, তা যদি তোমা থেকে বহু দূর হয়, তবে
আমি যেমন বলেছি, সেই অনুসারে তুমি মাবুদের
দেওয়া গোমেষাদি পাল থেকে পশু নিয়ে জবেহ্‌
করবে ও তোমার প্রাণের অভিলাষ অনুসারে
নগর-দ্বারের ভিতরে ভোজন করতে পারবে।
২২ যেমন কৃষ্ণসার ও হরিণ ভোজন করা যায়,
তেমনি তা ভোজন করবে; নাপাক বা পাক-সাফ
সকল লোকেই তা ভোজন করবে। ২৩ কেবল রক্ত
পান করা থেকে অতি সাবধান থেকো, কেননা
রক্তই প্রাণ; তুমি মাংসের সঙ্গে প্রাণ ভোজন
করবে না। ২৪ তুমি তা ভোজন করবে না, পানির
মত ভূমিতে ঢেলে দেবে। ২৫ তুমি তা ভোজন
করবে না, যেন মাবুদের দৃষ্টিতে যা ন্যায্য, তা
করলে তোমার মঙ্গল ও তোমার ভাবী সন্তানদের
মঙ্গল হয়। ২৬ কেবল তোমার যত পবিত্র বস্তু
এবং তোমার যত মানতের বস্তু থাকে, সেসব
নিয়ে মাবুদের মনোনীত স্থানে যাবে; ২৭ আর

[১২:১৯] নহি ১৩:১০।
[১২:২০] পয়দা ১৫:১৮; দ্বি:বি ১১:২৪।
[১২:২১] লেবীয় ১৭:৪।
[১২:২৩] পয়দা ৯:৪; লেবীয় ৭:২৬।
[১২:২৫] হিজ ১৫:২৬; ১বাদশা ১১:৩৮; ২বাদশা ১২:২।
[১২:২৬] আয়াত ১৭; শুমারী ৫:৯-১০।
[১২:২৭] লেবীয় ৩:১-১৭।
[১২:২৮] দ্বি:বি ৪:৪০; হেদা ৮:১২।
[১২:২৯] ইউসা ২৩:৪।
[১২:৩০] হিজ ১০:৭।
[১২:৩১] ২বাদশা ৩:২৭।

তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের কোরবানগাহ্‌র উপরে
তোমার পোড়ানো-কোরবানী, গোশ্‌ত ও রক্ত
কোরবানী করবে, আর তোমার কোরবানীগুলোর
রক্ত তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের কোরবানগাহ্‌র
উপরে ঢালা যাবে, পরে তার গোশ্‌ত ভোজন
করতে পারবে। ২৮ সাবধান হয়ে আমার হুকুম
করা এসব কালাম মান্য করো, যেন তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদের গোচরে যা উত্তম ও ন্যায্য, তা
করলে তোমার ও যুগানুক্রমে তোমার ভাবী
সন্তানদের মঙ্গল হয়।

দেব-দেবতা পূজার বিষয়ে সাবধান বাণী

২৯ তুমি যে জাতিদেরকে অধিকারচ্যুত করতে
যাচ্ছ, তাদেরকে যখন তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ
তোমার সম্মুখ থেকে উচ্ছিন্ন করবেন ও তুমি
তাদেরকে অধিকারচ্যুত করে তাদের দেশে বাস
করবে; ৩০ তখন সাবধান থেকো, পাছে তোমার
সম্মুখ থেকে তাদের বিনাশ হলে তুমি তাদের
অনুগামী হয়ে ফাঁদে পড় এবং পাছে তাদের
দেবতাদের খোঁজ করে বল, এই জাতিরা নিজ
নিজ দেবতাদের সেবা কিভাবে করে? আমিও
তা-ই করবো। ৩১ তুমি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের
প্রতি সেরকম করবে না; কেননা তারা নিজ নিজ
দেবতাদের উদ্দেশে মাবুদের ঘৃণিত যাবতীয়
কুকাজ করে এসেছে। এমন কি, তারা সেই
দেবতাদের উদ্দেশে নিজ নিজ পুত্রকন্যাদেরকেও
আগুনে পোড়ায়।
৩২ আমি যে কোন বিষয় তোমাদেরকে হুকুম
করি, তোমরা তা-ই যত্নপূর্বক পালন করবে;
তুমি তাতে আর কিছু যোগ করবে না এবং তা
থেকে কিছু বাদ দেবে না।

অনুসারে বিভিন্ন স্থানেই মাবুদের এবাদত করা যেত। তবে মূসার কথা অনুসারে বুঝা যায় যে, কেনান দেশে একটা জায়গায়ই তাঁর এবাদতের স্থান হিসাবে স্থির করা থাকবে। তার মানে পরে হয়তো বাদশাহ্‌ দাউদের দ্বারা জেরুশালেমে আল্লাহ্‌র শরীয়ত-সিন্দুকটি যেখানে রাখা হয়েছিল সে জায়গাটাই বুঝানো হয়েছে, (২ শামুয়েল ৬:১৬-১৮) এবং তার পরে বাদশাহ্‌ সোলায়মান যেখানে ইসরাইল জাতির জন্য প্রথম বায়তুল মোকাদ্দস স্থাপন করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ৮:১-২১)।

১২:২০ গোশ্‌ত ভোজন করবে। সাধারনত গোশ্‌ত খাওয়া হতো বিশেষ বিশেষ সময়ে, যেমন– যখন মাবুদের উদ্দেশ্যে কোরবানী করার উপলক্ষে পবিত্র ভোজ খাওয়া হতো।

১২:২২ তেমনি তা ভোজন করবে। কেবল মাত্র যারা সঠিকভাবে এবাদতের জন্য প্রস্তুত হবে, কিংবা "পাক-পবিত্র" হবে তারাই পবিত্র ভোজে অংশ নিতে পারবে; কিন্তু এই সব গোশ্‌ত অন্যান্য সবাই খেতে পারবে। ১২:৫-১৯ আয়াতের (নাপাক) নোট দেখুন।

১২:২৮ যুগানুক্রমে তোমার ভাবী সন্তানদের মঙ্গল হয়। ৭:১২-১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:৩১ নিজ নিজ পুত্রকন্যাদেরকেও আগুনে পোড়ায়। ৭:৫ আয়াতের (কোরবানগাহ্‌) নোট দেখুন। ছেলেমেয়েদের আগুনের মধ্য দিয়ে হাঁটানোর প্রথাটা বিশেষ করে পালন করা হতো মোলক দেবতার পূজার অংশরূপে (লেবীয় ১৮:২১; ২০:২-৫; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১০,১১; ২ বাদশাহ্‌ ২১:৪–৭; ২৩:১০ ইয়ারমিয়া ৭:৩১)।

১৩:১ নবী। নবী হলেন আল্লাহ্‌র পক্ষে কথা বলা ব্যক্তি এবং আল্লাহ্‌র কথা যিনি লোকদের কাছে পৌঁছে দেন। কিতাবুল মোকাদ্দসে নবীরা কখন কখন ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলেছেন; কিন্তু নবীরা আসলে বর্তমানে কি হচ্ছে বা ঘটছে তার আলোকে আল্লাহ্‌র বাণী বলতেন। কোন ইসরাইলীয় ধরে নিতেন যে, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা যারই আছে তিনিই একজন নবী। কোন ব্যক্তি যদি লোকদের অন্যান্য দেবদেবীর এবাদত করার জন্য তাদের উৎসাহ দেয় তাহলে সে আল্লাহ্‌র নবী নয়; এবং তার অনুসারী হওয়াও ঠিক নয়। আল্লাহ্‌ এই রকম ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের প্রতি লোকদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করেছেন।

১৩:৬-১০ তুমি তাকে পাথর ছুড়বে যাতে তার মৃত্যু হয়। কোন

BACIB International Bible CHURCH

ভণ্ড নবী ও মূর্তি পূজা সম্বন্ধে সাবধান বাণী

১৩ ১ তোমার মধ্যে কোন নবী কিংবা
স্বপ্নদর্শক উঠে যদি তোমার জন্য কোন
চিহ্ন-কাজ কিংবা অদ্ভুত লক্ষণ নির্ধারণ করে;
২ এবং সেই চিহ্ন-কাজ কিংবা অদ্ভুত লক্ষণ সফল
হয়, যার সম্বন্ধে সে তোমার অজ্ঞাত অন্য
দেবতাদের বিষয়ে তোমাদেরকে বলেছিল, এসো,
আমরা তাদের অনুগামী হই ও তাদের সেবা করি,
৩ তবে তুমি সেই নবীর কিংবা সেই স্বপ্নদর্শকের
কথায় কান দিও না; কেননা তোমরা তোমাদের
সমস্ত অন্তর ও তোমাদের সমস্ত প্রাণের সঙ্গে
তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদকে মহব্বত কর কি না,
তা জানবার জন্য তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ
তোমাদের পরীক্ষা করেন। ৪ তোমরা তোমাদের
আল্লাহ্ মাবুদেরই অনুগামী হও, তাঁকেই ভয় কর,
তাঁরই হুকুম পালন কর, তাঁরই বাণী মান্য কর,
তাঁরই সেবা কর ও তাঁতেই আসক্ত থাক। ৫ আর
সেই নবীর কিংবা সেই স্বপ্নদর্শকের প্রাণদণ্ড
করতে হবে; কেননা তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ,
যিনি মিসর দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে
এনেছেন, গোলামীর গৃহ থেকে তোমাকে মুক্ত
করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে সে বিপথগমনের কথা
বলেছে। তোমার আল্লাহ্ মাবুদ যে পথে গমন
করতে তোমাকে হুকুম করেছেন তা থেকে
তোমাকে ভ্রষ্ট করা তার অভিপ্রায়। অতএব তুমি
তোমার মধ্য থেকে দুষ্টাচার লোপ করবে।
৬ তোমার ভাই, তোমার সহোদর কিংবা
তোমার পুত্র বা কন্যা কিংবা তোমার প্রিয় স্ত্রী
কিংবা তোমার প্রাণতুল্য বন্ধু যদি গোপনে
তোমাকে প্রবৃত্তি দিয়ে বলে, এসো, আমরা গিয়ে
অন্য দেবতাদের সেবা করি, ৭ তোমার অজ্ঞাত ও
তোমার পূর্বপুরুষদের অজ্ঞাত কোন দেবতা,
তোমার চারদিকের নিকটবর্তী কিংবা তোমা থেকে
দূরবর্তী, দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত
পর্যন্ত যে কোন জাতির যে কোন দেবতা হোক,
৮ তার বিষয়ে যদি এই কথা বলে, তবে তুমি
সেই ব্যক্তির প্রস্তাবে সম্মত হয়ো না, তার কথায়
কান দিও না; তোমার চোখ তার প্রতি রহম
করবে না, তাকে কৃপা করবে না, তাকে লুকিয়ে

[১৩:১] মথি ২৪:২৪; মার্ক ১৩:২২; ২থিষ ২:৯।
[১৩:২] ১শামু ২:৩৪; ১০:৯; ২বাদশা ১৯:২৯; ২০:৯; ইশা ৭:১১।
[১৩:৩] পয়দা ২২:১; ১কর; ১৩:১৮; ২২:২২-২৩; ইয়ার ২৯:৩১; ৪৩:২; ইহি ১৩:৯; ১করি ১১:১৯।
[১৩:৪] ২বাদশা ২৩:৩; ২খান্দান ৩৪:৩১; ২ইউ ১:৬।
[১৩:৪] জবুর ৫:৭।
[১৩:৫] কাজী ২০:১৩; ১করি ৫:১৩।
[১৩:৮] মেসাল ১:১০।
[১৩:৮] দ্বি:বি ৭:২।
[১৩:৯] লেবীয় ২৪:১৪।
[১৩:১০] হিজ ২০:৩।
[১৩:১১] ১তীম ৫:২০।
[১৩:১৩] কাজী ১৯:২২; ১শামু ২:১২; ১বাদশা ২১:১০।
[১৩:১৪] কাজী ২০:১২।
[১৩:১৫] ইশা ২৪:৬; ৩৪:৫; ৪৩:২৮; ৪৭:৬; মাতম ২:৬; দানি ৯:১১; জাকা ৮:১৩; মালা ৪:৬।
[১৩:১৬] ইউসা ৮:২৮; ইশা ৭:১৬; ১৭:১; ইয়ার ৪৯:২; মীখা ১:৬।
[১৩:১৭] হিজ ৩২:১২; শুমারী ২৫:৪।

রাখবে না। ৯ কিন্তু অবশ্য তুমি তাকে হত্যা
করবে; তাকে হত্যা করার জন্য প্রথমে তুমিই
তার উপরে হস্তক্ষেপ করবে, পরে সমস্ত লোক
হস্তক্ষেপ করবে। ১০ তুমি তাকে পাথর ছুড়বে
যাতে তার মৃত্যু হয়; কেননা তোমার আল্লাহ্
মাবুদ, যিনি মিসর দেশ থেকে, গোলামীর গৃহ
থেকে, তোমাকে বের করে এনেছেন, তাঁর
পিছনে চলা থেকে সে তোমাকে ফিরাতে চেষ্টা
করেছে। ১১ তাতে সমস্ত ইসরাইল তা শুনবে,
ভয় পাবে এবং তোমার মধ্যে এই রকম দুষ্কর্ম
আর করবে না।
১২ তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে যে যে
নিবাস-নগর দেবেন, তার কোন নগর সম্বন্ধে
যদি শুনতে পাও যে, ১৩ কতগুলো পাষণ্ড তোমার
মধ্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে এই কথা বলে নিজের
নগরবাসীদেরকে ভ্রষ্ট করেছে, এসো, আমরা
গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা করি, যাদেরকে
তোমরা জান না, ১৪ তবে তুমি জিজ্ঞাসা করবে,
অনুসন্ধান ও যত্নপূর্বক প্রশ্ন করবে; আর দেখ,
তোমার মধ্যে এই রকম জঘন্য দুষ্কর্ম হয়েছে,
১৫ এই বিষয়টি যদি সত্য ও নিশ্চিত হয়, তবে
তুমি তলোয়ারের আঘাতে সেই নগরের
অধিবাসীদেরকে আঘাত করবে এবং নগর ও
তার মধ্যস্থিত পশুসুদ্ধ সকলই তলোয়ারের
আঘাতে নিঃশেষে বিনষ্ট করবে; ১৬ আর তার
লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলো তার চকের মধ্যে সংগ্রহ করে
সেই নগর ও সেসব দ্রব্য সর্বতোভাবে তোমার
আল্লাহ্ মাবুদের উদ্দেশে আগুনে পুড়িয়ে দেবে;
তাতে সেই নগর চিরকালের জন্য ধ্বংসস্তূপ হয়ে
থাকবে তা পুনর্বার নির্মিত হবে না। ১৭ আর
সেই বর্জিত দ্রব্যের কিছুই তোমার হাতে না
থাকুক; যেন মাবুদ তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ থেকে
ফিরেন এবং তিনি তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে
যে কসম খেয়েছেন সেই অনুসারে তোমার প্রতি
কৃপা ও করুণা করেন ও তোমার সমৃদ্ধি ঘটান;
১৮ কারণ তুমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদের কথা
মান্য করে আমি আজ তোমাকে যেসব হুকুম
দিচ্ছি, তাঁর সেসব হুকুম পালন করবে ও
তোমার আল্লাহ্ মাবুদের দৃষ্টিতে যথার্থ আচরণ

অপরাধীকে পাথর ছুঁড়ে মারা ইসরাইল জাতির মধ্যে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। দোষী ব্যক্তিকে কোন একটা গর্তের মধ্যে দাঁড় করানো হতো এবং তার পরে লোকেরা তার গায়ে পাথরের বড় বড় খণ্ড টুকরা ছুঁড়ে তাকে হত্যা করতো।

১৩:১৪ জঘন্য দুষ্কর্ম। এর দ্বারা মূর্তি পূজাকে বুঝানো হয়েছে। ৭:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:১৫-১৮ তলোয়ারের আঘাতে নিঃশেষে বিনষ্ট করবে ... যেন মাবুদ তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ থেকে ফেরেন। যে শহর অন্য দেবতার পূজা করে তাকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে, ঠিক যেমন ধর্ম-যুদ্ধে অধিকার করা শহরের প্রতি করা হয়ে থাকে, যেন সেই শহর পাক-পবিত্র হয় ও তাকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা যায়। ২:৩৪, ৩:৩-৬ ও ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:১ শরীর ক্ষত-বিক্ষত করবে না এবং ভ্রূর মধ্যস্থল ক্ষৌরি করবে না। মাথার চুল কামানো (আইউব ১:২০; ইশাইয়া ৩:২৪; ১৫:২; ২২:১২; ইহিস্কেল ৭:১৮; আমোস ৮:১০; মীখা ১:১৬) বা শরীরের কোথাও ক্ষত করা (ইয়ারমিয়া ১৬:৬; ৪১:৫) ছিল শোক প্রকাশের চিহ্ন। কিন্তু এখানে ও লেবীয় ১৯:২৭,২৮ ও ২১:৫ আয়াতে এসব নিষিদ্ধ করা হয়েছে–

BACIB International Bible CHURCH

করবে।
১৪ ১ তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের
সন্তান; তোমরা মৃত লোকদের জন্য
নিজ নিজ শরীর ক্ষত-বিক্ষত করবে না এবং ভ্রূর
মধ্যস্থল ক্ষৌরি করবে না। ২ কেননা তুমি তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদের পবিত্র লোক; ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত
জাতির মধ্য থেকে মাবুদ তাঁর নিজস্ব লোক করার
জন্য তোমাকেই মনোনীত করেছেন।

হালাল ও হারাম খাবার

৩ তুমি কোন ঘৃণার বস্তু ভোজন করবে না।
৪ এসব পশু ভোজন করতে পার– গরু, ভেড়া
এবং ছাগল, হরিণ, ৫ কৃষ্ণসার এবং বনগরু, বন্য
ছাগল, বাতপ্রমী, পৃষত এবং সম্বর। ৬ আর
পশুদের মধ্যে যত পশু সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট ও
জাবর কাটে, সেসব তোমরা ভোজন করতে
পার। ৭ কিন্তু যারা জাবর কাটে, কিংবা দ্বিখণ্ড
খুরবিশিষ্ট, তাদের মধ্যে এগুলো ভোজন করবে
না– উট, খরগোস ও শাফন; কেননা তারা জাবর
কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়, তারা
তোমাদের পক্ষে নাপাক; ৮ আর শূকর দ্বিখণ্ড
খুরবিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাবর কাটে না, সে
তোমাদের পক্ষে নাপাক; তোমরা তাদের গোশ্‌ত
ভোজন করবে না, তাদের শব স্পর্শও করবে না।
৯ পানিতে বাস করা প্রাণীদের মধ্যে এসব
তোমাদের খাদ্য; যাদের ডানা ও আঁশ আছে,
সেগুলোকে ভোজন করতে পার। ১০ কিন্তু যাদের
ডানা ও আঁশ নেই, সেগুলোকে ভোজন করবে
না, তারা তোমাদের পক্ষে নাপাক।
১১ তোমরা সমস্ত রকমের পাক-পবিত্র পাখি
ভোজন করতে পার। ১২ কিন্তু এগুলো ভোজন
করবে না; ঈগল, হাড়গিলা ও কুরল, ১৩ গৃধ্র,
চিল ও নিজ নিজ জাত অনুসারে শঙ্করচিল,
১৪ আর নিজ নিজ জাত অনুসারে সমস্ত রকম
কাক, ১৫ আর উটপাখি, রাত্রিশ্যেন, গাংচিল ও
১৬ নিজ নিজ জাত অনুসারে শ্যেন, ১৭ এবং
পেচক, মহাপেচক ও দীর্ঘগল হংস; ১৮ ক্ষুদ্র পানি
-ভেলা, শকুনী ও মাছরাঙ্গা এবং সারস ও নিজ
নিজ জাত অনুসারে বক, টিট্টিভ ও বাদুড়।
১৯ আর পাখাবিশিষ্ট যাবতীয় পোকাও তোমাদের
পক্ষে নাপাক; এসব অখাদ্য। ২০ তোমরা সমস্ত
পাক-পবিত্র পাখি ভোজন করতে পার।
২১ তোমরা স্বয়ংমৃত কোন প্রাণীর গোশ্‌ত ভোজন
করবে না; তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্তী কোন
বিদেশীকে ভোজনের জন্য তা দিতে পার, কিংবা
বিজাতীয় লোকের কাছে বিক্রি করতে পার;
কেননা তুমি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের পবিত্র
লোক। তুমি ছাগলের বাচ্চাকে তার মায়ের দুধে
রান্না করবে না।

দশমাংশের বিষয়ে নিয়ম

২২ তুমি তোমার বীজ থেকে উৎপন্ন যাবতীয়
শস্যের, প্রতি বছর যা ক্ষেতে উৎপন্ন হয়, তার
দশ ভাগের এক ভাগ পৃথক করে রাখবে।
২৩ আর তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর নামের
বাসস্থান হিসেবে যে স্থান মনোনীত করবেন,
সেই স্থানে তুমি তোমার শস্য, আঙ্গুর-রস ও
তেলের দশ ভাগের এক ভাগ এবং গোমেষাদি
পালের প্রথমজাতদেরকে তাঁর সম্মুখে ভোজন
করবে; এভাবে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদকে সব

[১৪:১] লেবীয় ১৯:২৮; ইউ ১:১২; রোমীয় ৮:১৪; ৯:৮।
[১৪:২] পয়দা ২৮:১৪; হিজ ২২:৩১; ইশা ৬:১৩; মালা ২:১৫।
[১৪:৩] ইহি ৪:১৪।
[১৪:৪] প্রেরিত ১০:১৪।
[১৪:৫] আইউ ৩৯:১; জবুর ১০৪:১৮।
[১৪:৮] লেবীয় ৫:২।
[১৪:১৩] ইশা ৩৪:১৫।
[১৪:১৭] জবুর ১০২:৬; ইশা ১৩:২১; ১৪:২৩; ৩৪:১১; সফ ২:১৪।
[১৪:২০] লেবীয় ২০:২৫।
[১৪:২১] লেবীয় ১১:৩৯।
[১৪:২২] পয়দা ১৪:২০; লেবীয় ২৭:৩০; শুমারী ১৮:২১।
[১৪:২৩] জবুর ৪:৭।

সম্ভবত। ঐসব কাজ অন্য দেবদেবীর উপাসনার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

১৪:২ নিজস্ব লোক করার জন্য তোমাকেই মনোনীত করেছেন। ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র দ্বারা বাছাই করা জাতি, তাই তারা অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনাকারী জাতিদের থেকে পৃথক। আরো দেখুন ১৯:৮,৯; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২০; ৭:৬; ২৬:১৮; ইশাইয়া ৪১:৮,৯; ১ পিতর ২:৯; তীত ২:১৪।

১৪:৩-২০ কোন ঘৃণার বস্তু ভোজন করবে না। আল্লাহ্‌র পবিত্র জাতি হয়ে থাকার একটা শর্ত ছিল যে, ইসরাইল জাতি কোন নাপাক খাবার খাবে না। কোন কোন প্রাণীর মাংস খাদ্য হিসাবে নাপাক ছিল, আবার অন্যগুলো পাক-পবিত্র ছিল। তবে কি কারণে এ ভাগ, তা পরিষ্কার জানা যায় নি।

কোন কোন ঘাস-পাতা ইত্যাদি খাওয়া প্রাণীদের একাধিক পাকস্থলী আছে। ঐসব প্রাণী খাবার পরে তাদের প্রথম পাকস্থলীতে খাবার কিছুটা হজম হবার পরে তা দ্বিতীয় বার চিবায়। দ্বিতীয় বার যে খাবার তারা চিবায় তাকে 'জাবর' বলে। এখানে যে তালিকা আছে তার মধ্যে উল্লেখ করা কোন কোন পাখী, যেমন:- হুপ্পু পাখী আসলে কি রকম পাখী তা সঠিক বলা যায় না। ২০ আয়াতে ডানা আছে, এমন প্রাণীর মধ্যে ছিল পঙ্গপাল, ঝিঁঝিঁ ফরিঙ্গ (লেবীয় ১১:২০-২৩)। (পাক ও নাপাক) – এই ছোট্ট রচনাটি দেখুন।

১৪:২১ স্বয়ংমৃত কোন প্রাণীর গোশ্‌ত। কোন প্রাণী স্বাভাবিক ভাবে মারা গেলে, তার শরীরে যে রক্ত থাকার কথা তা খাওয়া অবশ্যই নিষিদ্ধ। ১২:৫-১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

ছাগলের বাচ্চাকে তার মায়ের দুধে পাক করবে না। কোন কোন ধর্মে তা ছিল একটা উৎসর্গ। বনি-ইসরাইলদের জন্য তা করা নিষিদ্ধ ছিল যেন তারা ঐ সমস্ত ধর্মীয় উৎসব নিজেদের জন্য গ্রহণ না করে। পরবর্তীকালে এই হুকুমটিই ইহুদী ধর্মে মাংস ও দুধ থেকে প্রস্তুত কোন খাবার একটির সঙ্গে অন্যটির না মিশানোর জন্য নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। আরো দেখুন হিজরত ২৩:১৯, ৩৪:২৬।

১৪:২৩-২৯ দশ ভাগের এক ভাগ। এই দশ ভাগের একভাগ ছিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দশমাংশ। লোকদের তাদের শাকসব্জি, ফল, শস্যের দশমাংস এবং তাদের পশুধনের প্রথম বাচ্চাকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী বা উৎসর্গ করে দিতে হতো। ঐসব উৎসর্গ করা জিনিষ এবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেতে হতো এবং সেখানে সেগুলো পবিত্র খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা হতো যে খাদ্য উৎসর্গকারী লোকেরা ও লেবীয়রা খেত (১৪:২২-২৭)। যাদের সেই এবাদতের স্থানে ঐ সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না তারা সেখানে গিয়ে টাকা

সময় ভয় করতে শিক্ষা করবে। ২৪ সেই যাত্রা
যদি তোমার পক্ষে বেশি বড় দূরের হয় যে,
তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তাঁর নাম স্থাপনের জন্য যে
স্থান মনোনীত করবেন, তার দূরত্বের দরুন যদি
তুমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদের দোয়ায় যে দ্রব্য
পেয়েছ তা সেখানে নিয়ে যেতে না পার, ২৫ তবে
সেই দ্রব্য বিক্রি করে সেই টাকা হাতে নিয়ে
তোমার আল্লাহ্ মাবুদের মনোনীত স্থানে যাবে।
২৬ পরে সেই টাকা দিয়ে তোমার প্রাণের
ইচ্ছানুযায়ী গরু বা ভেড়া বা আঙ্গুর-রস বা
মদানো রস, বা যে কোন দ্রব্যে তোমার প্রাণের
বাসনা হয়, তা ক্রয় করে সেই স্থানে তোমার
আল্লাহ্ মাবুদের সম্মুখে ভোজন করে সপরিবারে
আনন্দ করবে। ২৭ আর তোমার নগর-দ্বারের
মধ্যবর্তী লেবীয়দের ত্যাগ করবে না, কেননা
তোমার যেমন আছে তেমনি তাদের কোন অংশ
বা অধিকার নেই।

২৮ তৃতীয় বছরের শেষে তুমি সেই বছরে
উৎপন্ন তোমার শস্যাদির যাবতীয় দশ ভাগের
এক ভাগ বের করে এনে তোমার নগর-দ্বারের
ভিতরে সঞ্চয় করে রাখবে; ২৯ তাতে তোমার
যেমন আছে তেমনি যার কোন অংশে কোন
অধিকার নেই, সেই লেবীয়দের এবং বিদেশী,
এতিম ও বিধবা, তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্তী
এসব লোক এসে ভোজন করে তৃপ্ত হবে; এভাবে
যেন তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমার সমস্ত কাজে
তোমাকে দোয়া করেন।

ঋণ মাফের বছর

১৫ ১ তুমি সপ্তম বছরের শেষে ঋণ মাফ
করবে। ২ সেই ঋণ মাফের এই
ব্যবস্থা; যে কোন মহাজন তাঁর প্রতিবেশীকে ঋণ
দিয়েছে, সে তাঁর দেওয়া সেই ঋণ মাফ করবে,
তাঁর প্রতিবেশী কিংবা ভাইয়ের কাছ থেকে ঋণ
আদায় করবে না, কেননা মাবুদের হুকুমে ঋণ
মাফের ঘোষণা হয়েছে। ৩ তুমি বিজাতীয়ের কাছ
থেকে তা আদায় করতে পার; কিন্তু তোমার
ভাইয়ের কাছে তোমার যা আছে, তা তোমাকে
মাফ করে দিতে হবে। ৪ বাস্তবিক তোমাদের
মধ্যে কারো দরিদ্র হওয়া অনুপযুক্ত; কারণ
তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমার অধিকার হিসেবে
যে দেশ দিচ্ছেন, সেই দেশে মাবুদ তোমাকে
নিশ্চয়ই দোয়া করবেন; ৫ কেবল আমি আজ
তোমাকে এই যে সমস্ত হুকুম দিচ্ছি, তা
যত্নপূর্বক পালন করার জন্য তোমার আল্লাহ্
মাবুদের বাধ্য হতে হবে। ৬ কেননা তোমার
আল্লাহ্ মাবুদ যেমন তোমার কাছে অঙ্গীকার
করেছেন, তেমনি তোমাকে দোয়া করবেন; আর
তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দেবে, কিন্তু নিজে ঋণ
নেবে না; এবং অনেক জাতির উপরে কর্তৃত্ব
করবে, কিন্তু তারা তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে
না।

৭ তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে যে দেশ
দিচ্ছেন, সেখানে কোন নগর-দ্বারের ভিতরে যদি
তোমার নিকটস্থ কোন ভাই দরিদ্র হয়, তবে তুমি
তোমার অন্তর কঠিন করো না, বা দরিদ্র ভাইয়ের
প্রতি তোমার হাত মুঠো করে রেখো না, ৮ কিন্তু
তার অভাব হেতু প্রয়োজন অনুসারে তাকে
অবশ্য খোলা হাতে ঋণ দিও। ৯ সাবধান, সপ্তম
বছর অর্থাৎ মাফ করার বছর নিকটবর্তী, এই
কথা বলে তোমার অন্তরে যেন অধম চিন্তার
উদয় না হয়; তুমি যদি তোমার দরিদ্র ভাইয়ের
প্রতি অশুভ দৃষ্টি করে তাকে কিছু না দাও, তবে
সে তোমার বিরুদ্ধে মাবুদের কাছে মুনাজাত
করলে তোমার গুনাহ্ হবে। ১০ তুমি তাকে
অবশ্য দেবে, দেবার সময়ে অন্তরে দুঃখিত হবে
না; কেননা এই কাজের দরুন তোমার আল্লাহ্
মাবুদ তোমার সমস্ত কাজে এবং তুমি যে সমস্ত
বিষয়ে হাত দেবে সেই সমস্ত বিষয়ে তোমাকে

[১৪:২৫] মথি ২১:১২; ইউ ২:১৪।
[১৪:২৬] লেবীয় ১০:৯; হেদা ১০:১৬-১৭।
[১৪:২৭] শুমারী ১৮:২০; ২৬:৬২; দ্বি:বি ১৮:১-২।
[১৪:২৮] লেবীয় ২৭:৩০।
[১৪:২৯] জবুর ৯৪:৬; ইশা ১:১৭; ৫৮:৬।
[১৫:১] দ্বি:বি ৩১:১০; নহি ১০:৩১।
[১৫:৩] পয়দা ৩১:১৫; দ্বি:বি ২৩:২০; ২৮:১২; রূত ২:১০।
[১৫:৪] দ্বি:বি ২৮:৮।
[১৫:৫] হিজ ১৫:২৬; দ্বি:বি ৭:১২; ২৮:১।
[১৫:৬] দ্বি:বি ২৮:১২-১৩, ৪৪।
[১৫:৭] ১ইউ ৩:১৭।
[১৫:৮] মথি ৫:৪২; লূক ৬:৩৪; প্রেরিত ২৪:১৭।
[১৫:৯] হিজ ২২:২৩; আইউ ৫:১৫; ইয়াকুব ৫:৪।
[১৫:১০] ২করি ৯:৫।

দিয়ে ঐসব খাদ্যদ্রব্য কিনে তা দিয়ে পবিত্র ভোজ তৈরি করে খেতে হতো। প্রত্যেক তৃতীয় বছরে সেই দশমাংস নিজেদের শহরে রেখে তাদের দেয়া হতো (১৪:২৮,২৯)। লেবীয় ২৭:৩০-৩৩; শুমারী ১৮:২১-২৯ এবং ২ খান্দান ৩১:৫,৬ আয়াতের সঙ্গে তুলনা করুন।

১৫:১-১০ সপ্তম বছরের শেষে ঋণ মাফ করবে... তোমাকে দোয়া করবেন। কিতাবুল মোকাদ্দসে সাত সংখ্যাটি দ্বারা সম্পূর্ণতা বা খাঁটি অবস্থা বুঝায়। প্রতি সপ্তম বছরে ইসরাইলদের একে অপরের কাছে ঋণ থাকলে তা ক্ষমা করে দিত। এই আইন বিজাতীয় লোকদের বেলায় খাটত না, যেমন যেসব বিজাতীয়রা বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে ব্যবসা-বানিজ্য করতে আসত। ইসরাইলরা যদি আল্লাহ্‌র আইন-কানুন ঠিকমত পালন করতো তাহলে তাদের মধ্যে গরীব লোক থাকত না; আল্লাহ্ তাদের সমস্ত কিছুতে উন্নতি দান করতেন। তাদের সর্তক করে দেয়া হয়েছে যেন সপ্তম বছরের বিষয়ের আইন-কানুন গরীবদের ঋণ দেয়ার পথে বাঁধা না হয় (১৫:৯)। আরো দেখুন লেবীয় ২৫:৩৫। কেবল মাত্র দ্বিতীয় বিবরণেই বলা আছে যে, প্রতি সপ্তম বছরে ঋণ মাফ করে দিতে হবে। অন্যান্য কিতাবে বলা হয়েছে যে জমিজমা সপ্তম বছরে বিশ্রাম ভোগ করবে; এবং গরীবরা ঐ বছর আপনা-আপনি যেসব শস্য জমিতে ফলবে তা খাবে (হিজ ২৩:১০,১১; লেবীয় ২৫:১-৫)। ঐ বছরে যেসব ঘাস ও আগাছা জমিতে জন্মাবে তা জমি চাষ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে যাতে সেই জমি আরো বেশী উর্বর হয়।

১৫:১১ তোমার দুঃখী ও দীনহীনের প্রতি। যদিও আইন-কানুন (১৫:৪-৬) দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল যাতে দেশে গরীব লোক না থাকে, তথাপি এই আয়াতটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, লোকেরা দেশের অভাবী লোকদের জন্য যথেষ্ট চিন্তা করবে।

BACIB International Bible CHURCH

দোয়া করবেন। ১১ কেননা তোমার দেশের মধ্যে
দরিদ্রের অভাব হবে না; অতএব আমি তোমাকে
এই হুকুম দিচ্ছি, তুমি তোমার দেশে তোমার
ভাইয়ের প্রতি, তোমার দুঃখী ও দীনহীনের প্রতি,
তোমার হাত অবশ্য খুলে রাখবে।
১২ তোমার ভাই অর্থাৎ কোন ইবরানী পুরুষ
কিংবা ইবরানী স্ত্রীলোককে যদি তোমার কাছে
বিক্রি করা হয় এবং ছয় বছর পর্যন্ত তোমার
গোলামীর কাজ করে; তবে সপ্তম বছরে তুমি
তাকে মুক্ত করে তোমার কাছ থেকে বিদায়
দেবে। ১৩ আর মুক্ত করে তোমার কাছ থেকে
বিদায় দেবার সময়ে তুমি তাকে খালি হাতে
বিদায় করবে না; ১৪ তুমি তোমার পাল, শস্য ও
আঙ্গুর-রস থেকে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেবে;
তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে যেমন দোয়া
করেছেন, সেই অনুসারে তাকে দেবে। ১৫ আর
স্মরণে রাখবে, তুমি মিসর দেশে গোলাম ছিলে
এবং তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে মুক্ত
করেছেন; এজন্য আমি আজ তোমাকে এই হুকুম
দিচ্ছি। ১৬ পরন্তু তোমার কাছে সুখে থাকাতে সে
তোমাকে ও তোমার পরিবার-পরিজনকে মহব্বত
করে বলে, যদি বলে আমি তোমাকে ছেড়ে যাব
না; ১৭ তবে তুমি একটি গুঁজি নিয়ে কপাটের সঙ্গে
তার কান বিঁধিয়ে দেবে, তাতে সে চির জীবনের
জন্য তোমার গোলাম থাকবে; আর বাঁদীর প্রতিও
তা-ই করবে। ১৮ ছয় বছর পর্যন্ত সে তোমার
কাছে বেতনজীবীর বেতনের চেয়ে দ্বিগুণ
গোলামীর কাজ করেছে, এই কারণে তাকে মুক্ত
করে বিদায় দেওয়া কঠিন মনে করবে না; তাতে

[১৫:১১] মথি ২৬:১১; মার্ক ১৪:৭; ইউ ১২:৮।
[১৫:১২] ইয়ার ৩৪:১৪।
[১৫:১৪] শুমারী ১৮:২৭।
[১৫:১৫] হিজ ২০:২; ইয়ার ১৬:১৪; ২৩:৭।
[১৫:১৯] লেবীয় ২৭:৯।
[১৫:১৯] হিজ ১৩:২।
[১৫:২০] লেবীয় ৭:১৫-১৮; দ্বিঃবি ১২:৫-৭, ১৭, ১৮।
[১৫:২১] লেবীয় ২২:১৯-২৫; দ্বিঃবি ১৭:১; মালা ১:৮, ১৩।
[১৫:২২] দ্বিঃবি ১২:১৫।
[১৫:২৩] পয়দা ৯:৪; দ্বিঃবি ১২:১৬; ইহি ৩৩:২৫।
[১৬:১] হিজ ১২:১১; ২বাদশা ২৩:২১; মথি ২৬:১৭-২৯।

তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমার সকল কাজে
তোমাকে দোয়া করবেন।

পশুর প্রথম পুরুষ-বাচ্চা সম্বন্ধে নিয়ম

১৯ তুমি তোমার গোমেষাদি পশুপাল থেকে
উৎপন্ন সমস্ত প্রথমজাত পুং পশুকে তোমার
আল্লাহ্ মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র করবে; তুমি
গরুর প্রথমজাত দিয়ে কোন কাজ করবে না
এবং তোমার প্রথমজাত ভেড়ার লোম ছাঁটাই
করবে না। ২০ মাবুদ যে স্থান মনোনীত করবেন,
সেই স্থানে তোমার আল্লাহ্ মাবুদের সম্মুখে তুমি
সপরিবারে প্রতি বছর তা ভোজন করবে।
২১ যদি তাতে কোন খুঁত থাকে, অর্থাৎ সে যদি
খঞ্জ কিংবা অন্ধ হয়, কোন ভাবে খুঁতযুক্ত হয়,
তবে তুমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদের উদ্দেশে তা
কোরবানী করবে না। ২২ তোমার নগর-দ্বারের
ভিতরে তা ভোজন করো; নাপাক বা পাক-পবিত্র
উভয় লোকই কৃষ্ণসার কিংবা হরিণের মত
করেই তা ভোজন করতে পারে। ২৩ তুমি কেবল
তার রক্ত ভোজন করবে না, তা পানির মত
ভূমিতে ঢেলে ফেলবে।

ঈদুল ফেসাখের নিয়ম

১৬ ১ তুমি আবীব মাস পালন করবে,
তোমার আল্লাহ্ মাবুদের উদ্দেশে ঈদুল
ফেসাখ পালন করবে; কেননা আবীব মাসে
তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে রাতের বেলায়
মিসর থেকে বের করে এনেছিলেন। ২ আর
মাবুদ তাঁর নামের বাসস্থান হিসেবে যে স্থান
মনোনীত করবেন, সেই স্থানে তুমি তোমার
আল্লাহ্ মাবুদের উদ্দেশে ছাগল-ভেড়ার পাল ও

আরো দেখুন মথি ২৬:১১; মার্ক ১৪:৭, ইউহোন্না ১২:৮।

১৫:১৫ স্মরণে রাখবে, তুমি মিসর দেশে গোলাম ছিলে। প্রাচীন কালে ঐ সমস্ত অনেক সমাজেই দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসরাইল সমাজেও ছিল। কোন কোন ইসরাইলীয় অন্য বনি-ইসরাইলদের পরিবারে তাদের ঋণ শোধ করার উপায় হিসাবে গোলামী করতো। ইসরাইলীয়রা দাস ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে, যেমন ইসমাইলীয় ও মাদিয়োনীয়দের কাছ থেকে কিনে নিত (পয়দা ৩৭:২৮,৩৬)। বনি-ইসরাইলদের কাউকে ছয় বছরের বেশি সময় ধরে গোলাম হিসাবে রাখা নিষেধ ছিল। যখন তারা সপ্তম বছরে তাদের গোলামদের মুক্ত করে দিত তখন তাদের পরবর্তী কালে স্বনির্ভর থাকতে পারার জন্য যথেষ্ট সম্পদ দিয়ে দিত (১৫:১২-১৫)। যদি কোন গোলাম স্বেচ্ছায় তার প্রভুর গোলামী করতে চাইত তাহলে সে যে সারা জীবন তার প্রভুর গোলামী করবে তার চিহ্নরূপে তার কান ফুটো করে দেয়া হতো (১৫:১৬,১৭; হিজরত ২১:৬)। এই আইনের সঙ্গে ২১:৭-১১ এ বাঁদীদের বিষয়ে যে আইন আছে তার তুলনা করুন। আরো দেখুন লেবীয় ২৫:৩৯-৪৬; ইয়ারমিয়া ৩৪:৮-২০।

১৫:১৯ গোমেষাদি পশুপাল থেকে উৎপন্ন সমস্ত প্রথমজাত। ঐ সব প্রাণীর প্রথম পুরুষ বাচ্চাকে আর্থিক লাভের জন্য রাখা হতো না; কিন্তু তা আল্লাহ্‌র কাছে কোরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় তাঁর জন্য কোরবানী করা হতো। তবে যদি ঐ প্রাণী কোন কারণে কোরবানীর জন্য উপযুক্ত না হতো (১৫:২১) তাহলে অন্য মাংসের মত সাধারণভাবে তার মাংস খাওয়া যেত। ১২:৫-১৯ এর নোটও দেখুন।

১৫:২৩ রক্ত ভোজন করবে না। ১২:৫-১৯ আয়াতের রক্ত বিষয়ক নোট দেখুন। আরো দেখুন পয়দা ৯:৪, লেবীয় ৭:২৬,২৭; ১৭:১০-১৪, ১৯:২৬; দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:৫-১৯,২৩,২৪।

১৬:১ আবীব মাস। আবীব (অন্য নাম 'নীসন') মাস হচ্ছে ইবরানীদের প্রথম মাস। তা মধ্য মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। ঈদুল ফেসাখ পালিত হতো আবীব মাসের ১৪ তারিখ বিকালে (হিজ ১২:৫; ২৩:৪,৫)।

তোমার আল্লাহ্ মাবুদের উদ্দেশে। ১:১-৫ ও ১:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৩-৪ সাত দিন। এই সময়কে বলা হতো খামিহীন রুটির ঈদ (১৬:১৬)। ঈদুল ফেসাখ উৎসব কথাটা ইবরানী শব্দ হিজরত ১২:১-২০,২৩,২৭ "এড়িয়ে যাওয়া" বা বাদ দিয়ে যাওয়া"র সঙ্গে সম্পর্কীত। ঈদুল ফেসাখ পালন করা হতো মিসরে ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্ যেভাবে মিসরীয়দের উপরে দেয়া চরম আঘাত থেকে তাদের রক্ষা করে গোলামী থেকে মুক্ত করেছেন তাকে স্মরণ করার জন্য। এ উৎসব পালন করা হতো প্রথম মাসের চৌদ্দতম দিনে সন্ধ্যা বেলা। খামিহীন রুটি খাওয়া

BACIB International Bible CHURCH

গরুর পাল থেকে পশু নিয়ে ঈদুল ফেসাখের
কোরবানী করবে। ৩ তুমি তার সঙ্গে খামিযুক্ত
রুটি খাবে না; কেননা তুমি তাড়াহুড়া করেই
মিসর দেশ থেকে বের হয়েছিলে। এজন্য সাত
দিন সেই কোরবানীর সঙ্গে খামিহীন রুটি,
দুঃখাবস্থার রুটি, ভোজন করবে; যেন মিসর দেশ
থেকে তোমার বেরিয়ে আসার দিনের কথা সারা
জীবন তোমার স্মরণে থাকে। ৪ সাত দিন
তোমার সীমার মধ্যে খামি দৃষ্ট না হোক; এবং
প্রথম দিনের সন্ধ্যাবেলা তুমি যে কোরবানী কর,
তার কোন গোশ্‌ত সকাল পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে
না। ৫ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে যেসব
নগর দেবেন, তার কোন নগর-দ্বারের ভিতরে
ঈদুল ফেসাখের কোরবানী করতে পারবে না;
৬ কিন্তু তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর নামের
বাসস্থান হিসেবে যে স্থান মনোনীত করবেন, সেই
স্থানে মিসর দেশ থেকে তোমার বের হয়ে আসার
ঋতুতে, সন্ধ্যাবেলা, সূর্যাস্তের সময়ে ঈদুল
ফেসাখের কোরবানী করবে। ৭ আর তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদের মনোনীত স্থানে তা পাক করে
ভোজন করবে; পরে খুব ভোরে নিজের তাঁবুতে
ফিরে যাবে। ৮ তুমি ছয় দিন খামিহীন রুটি খাবে
এবং সপ্তম দিনে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে
ঈদের সভা হবে; তুমি কোন কাজ করবে না।

সাত সপ্তাহের ঈদের নিয়ম

৯ তুমি সাত সপ্তাহ গণনা করবে; ক্ষেতের
শস্যে প্রথম কাস্তে লাগানো থেকে সাত সপ্তাহ
গণনা করতে আরম্ভ করবে। ১০ পরে তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদের দোয়া অনুযায়ী সঙ্গতি অনুসারে
স্বেচ্ছাদত্ত উপহার দ্বারা তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের
উদ্দেশে সাত সপ্তাহের উৎসব পালন করবে।
১১ আর তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ নিজের নামের
বাসস্থান হিসেবে যে স্থান মনোনীত করবেন,
সেই স্থানে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের সম্মুখে তুমি,
তোমার পুত্রকন্যা, তোমার গোলাম-বাঁদী,
তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্তী লেবীয় ও তোমার
মধ্যে নিবাসী বিদেশী, এতিম ও বিধবা সকলে
আনন্দ করবে। ১২ আর তুমি স্মরণে রাখবে যে,
তুমি মিসর দেশে গোলাম ছিলে এবং এসব বিধি
যত্নপূর্বক পালন করবে।

কুটির উৎসব সম্বন্ধে নিয়ম

১৩ তোমার খামার ও আঙ্গুরকুঞ্জ থেকে যা সংগ্রহ
করার তা সংগ্রহ করার পর তুমি সাতদিন কুটির
উৎসব পালন করবে। ১৪ আর সেই উৎসবে
তুমি, তোমার পুত্রকন্যা, তোমার গোলাম বাঁদী ও
তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্তী লেবীয় ও বিদেশী
এবং এতিম ও বিধবা সকলে আনন্দ করবে।
১৫ মাবুদের মনোনীত স্থানে তুমি তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদের উদ্দেশে সাতদিন উৎসব পালন করবে;
কেননা তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমার সমস্ত
উৎপন্ন দ্রব্যে ও তোমার হাতের সমস্ত কাজে
তোমাকে দোয়া করবেন, আর তুমি সম্পূর্ণভাবে
আনন্দিত হবে।
১৬ তোমার প্রত্যেক পুরুষ বছরের মধ্যে তিনবার
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের সম্মুখে তাঁর মনোনীত
স্থানে দেখা দেবে– খামিহীন রুটির উৎসবে,

[১৬:৩] হিজ ১২:৮, ৩৯; ৩৪:১৮; ১করি ৫:৮।
[১৬:৪] হিজ ১২:৮; মার্ক ১৪:১২।
[১৬:৬] হিজ ১২:৪২।
[১৬:৮] হিজ ১৩:৬; লেবীয় ২৩:৮।
[১৬:৮] মথি ২৬:১৭; লূক ২:৪১; ২২:৭; ইউ ২:১৩।
[১৬:৯] প্রেরিত ২:১।
[১৬:১১] হিজ ২০:২৪; ২শামু ৭:১৩।
[১৬:১২] দ্বি:বি ১৫:১৫।
[১৬:১৩] লেবীয় ২:১৪।
[১৬:১৩] পয়দা ২৭:৩৭; হিজ ২৩:১৬।
[১৬:১৫] আইউ ৩৮:৭; জবুর ৪:৭; ২৮:৭; ৩০:১১।
[১৬:১৬] হিজ ২৩:১৪, ১৬; উজা ৩:৪।

শুরু হতো তারপর পরদিন এবং তা সাত দিন পর্যন্ত চলতো (লেবীয় ২৩:৪-৮; শুমারী ২৮:১৬-২৫; হিজরত ১২:১-২০; ১৩:৩-৮)।

১৬:৮ খামিহীন রুটি। ঐ রুটি ছিল পাতলা ও চ্যাপ্টা। কারণ তা খামি ছাড়া ভাজা হতো। আটা বা ময়দার তালে খামি দেয়া হয় যেন তা ফুলে উঠে। খামিহীন রুটি ফুলত না। খামিহীন রুটি তৈরি করা ও খাওয়া হতো এ কারণে যে ইসরাইলীরা যেন মনে রাখে যে, তাদের পূর্বপুরুষদের মিসর থেকে এত তাড়াহুড়া করে বেড় হয়ে আসতে হয়েছিল যে, তাদের রুটি ভাজার আগে ময়দার তালে খামি দিয়ে তা ফুলানোর সময় ছিল না।

১৬:১০-১১ সাত সপ্তাহের উৎসব। এই উৎসব ছিল শস্য সংগ্রহের উৎসব (হিজ ২৩:১৬; ৩৪:২২)। লোকেরা আল্লাহ্‌র কাছে শস্যের উপহার এনে তাঁকে ধন্যবাদ জানাত (লেবীয় ২৩:১৫–২১; শুমারী ২৮:২৬-৩১)। এই উৎসবকে সাধারণত "সপ্তাহের উৎসব" বলা হতো, এবং ইঞ্জিল শরীফের কালে তাকে "পঞ্চাশত্তমী" বলা হতো। আরো দেখুন "ইহুদীদের ক্যালেন্ডার ও ঈদসমূহ"।

১৬:১৩-১৫ কুটিরের উৎসব। কুটির উৎসবকে কুঁড়ে–ঘরের ঈদও বলা হয়ে থাকে (হিজ ২৩:১৬)। এটি ছিল তিনটি বার্ষিক উৎসবের একটি যেগুলো পরবর্তীকালে জেরুশালেমে পালিত হতো। লেবীয় কিতাব ২৩:৩৩-৩৬ আয়াতে ইবরানী ক্যালেন্ডারের সপ্তম মাসের পনের দিনের দিনকে শস্য সংগ্রহের সঠিক দিনরূপে দেখানো হয়েছে। ঐ দিন অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে হয়। এই সাতদিনের উৎসবের সময় লোকেরা আল্লাহ্‌র শরৎ কালের শস্যের জন্য ধন্যবাদ জানাত এবং তারা গাছের ডাল-পালা দিয়ে তৈরি করা অস্থায়ী ঘরে বাস করতো (লেবীয় ২৩:৩০-৪৩)। ডাল-পালার তৈরি এই অস্থায়ী বাসস্থানে কদিন বাস করার মধ্য দিয়ে তারা স্মরণ করতো যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা মিসর থেকে বের হয়ে আসার পরে মরু-এলাকায় ঘোরাঘুড়ির সময়ে ঐ রকম অস্থায়ী আশ্রয়ে বাস করেছে। আরও দেখুন শুমারী ২৯:১২-৩৮, নহিমিয় ৮।

১৬:১৬ খামিহীন রুটির উৎসবে, সাত সপ্তাহের উৎসবে ও কুটিরের উৎসবে। ১৬:৩,৪; ১৬:৮; ১৬:১০,১১; এবং ১৬:১৩-১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:১৮-১৯ বিচারকদের। এটা স্পষ্ট নয় যে, এইভাবে বিচারক নিয়োগ করা আগের বর্ণনা অনুসারে বিচার নিয়োগ করার (হিজ ১৮:২৩-২৭; দ্বিতীয় বিবরণ ১:৯-১৭) চেয়ে ভিন্ন ধরনের ছিল। তবে একথা সুস্পষ্ট যে, বিচারক ন্যায়বান ও সৎ লোক হবেন এবং তারা ঘুষ নেবেন না (হিজ ২৩:৬-৮, লেবীয় ১৯:১৫)। প্রত্যেক শহরের নিজস্ব কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ছিল স্থানীয় ভাবে ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তি করার ও সমাজের আর্থিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার। ইসরাইলীয় সমাজে স্থানীয় শাসন ও

সাত সপ্তাহের উৎসবে ও কুটিরের উৎসবে; আর
তারা মাবুদের সম্মুখে খালি হাতে দেখা দেবে না;
১৭ প্রত্যেক জন তোমার আল্লাহ্ মাবুদের দেওয়া
দোয়া অনুসারে নিজ নিজ সঙ্গতি অনুযায়ী উপহার
দেবে।

বিচারক ও বাদশাহ্‌দের কর্তব্য

১৮ তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমার সকল বং-
শানুসারে তোমাকে যে সমস্ত নগর দেবেন, সেসব
নগরের প্রবেশ পথে তুমি তোমার জন্য
বিচারকদের ও কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করবে; আর
তারা ন্যায্য বিচারে লোকদের বিচার করবে।
১৯ তুমি অন্যায় বিচার করবে না, কারো
মুখাপেক্ষা করবে না ও ঘুষ নেবে না; কেননা ঘুষ
জ্ঞানীদের চোখ অন্ধ করে ও ধার্মিকদের কথা
বিপরীত করে। ২০ সর্বতোভাবে যা ন্যায্য তারই
অনুগামী হবে, তাতে তুমি জীবিত থাকবে ও
তোমার আল্লাহ্ মাবুদের দেওয়া দেশ অধিকার
করবে।

দেব-দেবী পূজার বিরুদ্ধে নিয়ম

২১ তুমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদের উদ্দেশে যে
কোরবানগাহ্ তৈরি করবে, তার কাছে কোন
রকম কাঠের আশেরা মূর্তি স্থাপন করবে না।
২২ কোন স্তম্ভও উত্থাপন করবে না, কেননা তা
তোমার আল্লাহ্ মাবুদের ঘৃণাস্পদ।

১৭ ১ তুমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদের
উদ্দেশে খুঁতযুক্ত, কোন রকম
কলঙ্কযুক্ত গরু কিংবা ভেড়া কোরবানী করবে না;
কেননা তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তা ঘৃণা করেন।
২ তোমার মধ্যে, তোমার আল্লাহ্ মাবুদ
তোমাকে যেসব নগর দেবেন, তার কোন নগর-
দ্বারের ভিতরে যদি এমন কোন পুরুষ কিংবা
স্ত্রীলোক পাওয়া যায়, যে তোমার আল্লাহ্
মাবুদের নিয়ম লঙ্ঘন করে তাঁর দৃষ্টিতে যা মন্দ,
তা-ই করেছে; ৩ গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা
করেছে ও আমার হুকুমের বিরুদ্ধে তাদের কাছে
অথবা সূর্যের বা চন্দ্রের কিংবা আকাশ-বাহিনীর
কারো কাছে ভূমিতে উবুড় হয়েছে; ৪ আর
তোমাকে তা বলা হয়েছে ও তুমি শুনেছ, তবে
যত্নপূর্বক অনুসন্ধান করবে, আর দেখ, যদি
বিষয়টি সত্য ও নিশ্চিত হয় যে, ইসরাইলের
মধ্যে এরকম ঘৃণার কাজ হয়েছে, ৫ তবে তুমি
সেই দুষ্কর্মকারী পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোককে বের
করে তোমার নগর-দ্বারের সমীপে আনবে; পুরুষ
বা স্ত্রীলোক হোক, তুমি পাথর ছুঁড়ে তার প্রাণদণ্ড
করবে। ৬ প্রাণ-দণ্ডের যোগ্য ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দুই
জন সাক্ষী কিংবা তিন জন সাক্ষীর প্রমাণে হবে;
একমাত্র সাক্ষীর প্রমাণে তার প্রাণদণ্ড হবে না।
৭ তাকে হত্যা করতে প্রথমে সাক্ষীরা, পিছনে
সমস্ত লোক তার উপরে হাত উঠাবে। এভাবে
তুমি তোমার মধ্য থেকে দুষ্টাচার লোপ করবে।

জটিল বিচার সম্বন্ধে

৮ রক্তপাত কিংবা বিরোধ কিংবা আঘাতের
বিষয়ে দু'জনের ঝগড়া তোমার কোন নগর-দ্বার
উপস্থিত হলে যদি তার বিচার তোমার পক্ষে
অতি কঠিন হয়, তবে তুমি উঠে তোমার আল্লাহ্
মাবুদের মনোনীত স্থানে যাবে; ৯ আর লেবীয়
ইমামদের ও তৎকালীন বিচারকর্তার কাছে গিয়ে
জিজ্ঞাসা করবে, তাতে তারা তোমাকে বিচারের
রায় জানিয়ে দেবে। ১০ পরে মাবুদের মনোনীত
সেই স্থানে তারা বিচারের যে রায় তোমাকে
জানাবে, তুমি সেই রায়ের নির্দেশ অনুসারে কাজ
করবে; তারা তোমাকে যা নির্দেশ দেবে, সমস্তই

[১৬:১৮] হিজ ১৮:২১, ২৬।
[১৬:১৯] হিজ ১৮:২১; ১শামু ৮:৩।
[১৬:২১] হিজ ৩৪:১৩; ১বাদশা ১৪:১৫; ২বাদশা ১৭:১৬; ২১:৩; ২খান্দান ৩৩:৩।
[১৬:২২] হিজ ২৩:২৪।
[১৭:১] হিজ ১২:৫; লেবীয় ২২:২০।
[১৭:২] দ্বি:বি ১৩:৬-১১।
[১৭:৩] ইয়ার ৭:৩১।
[১৭:৫] লেবীয় ২৪:১৪।
[১৭:৬] শুমারী ৩৫:৩০; দ্বি:বি ১৯:১৫; মথি ১৮:১৬।
[১৭:৭] লেবীয় ২৪:১৪; প্রেরিত ৭:৫৮।
[১৭:৮] জবুর ১২২:৩-৫।
[১৭:৯] হগয় ২:১১।

বিচার কাজ ছিল অন্যান্য সমাজের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কারণ তা ছিল ধনী-দরিদ্র কিংবা সবল-দুর্বল সকল মানুষের জন্য সমান আল্লাহ্ আইন-কানুন ও হুকুম দ্বারা পরিচালিত।

১৬:২০ তোতে তুমি জীবিত থাকবে ও তোমার আল্লাহ্ মাবুদের দেওয়া দেশ অধিকার করবে। ১০:১৮,১৯ ও নোট দেখুন।

১৬:২১,২২ কোন রকম কাঠের আশেরা মূর্তি স্থাপন করবে না। কোন স্তম্ভও উত্থাপন করবে না। ইসরাইলের কোরবানীর জন্য যে পবিত্র স্থানে কোরবানগাহ্ তৈরি করা হয়েছে অন্য কোন দেবতার জন্য পাথরের বেদী তৈরি কিংবা খুঁটি পুঁতবে না। আরো দেখুন ৭:৫ ও ১২:২০-২৭ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন হিজরত ৩৪:১৩।

১৭:১ খুঁতযুক্ত, কোন রকম কলঙ্কযুক্ত। কোরবানীর জন্য যে কোন প্রাণীকে অবশ্যই নির্দোষ ও সুস্থ হতে হবে (হিজ ১২:৪,৫; লেবীয় ২২:২০-২৫)। আরো দেখুন ১২:৫-১৯ এর নোট।

১৭:৩ সূর্যের বা চন্দ্রের কিংবা আকাশ-বাহিনীর কারো কাছে ভূমিতে উবুড় হয়েছে। অনেকে এগুলোকে দেবতা কল্পনা করে পূজা করতো। আরো দেখুন হিজরত ২২:২০ ও ৪:৯ (সূর্য) এর নোট।

১৭:৫-৭ দুই জন সাক্ষী কিংবা তিন জন সাক্ষীর। কোন অপ-রাধীকে তার অপরাধ প্রমাণীত হবার পরে যদি প্রাণদণ্ড হতো তাহলে যে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে তা হতো তাদের প্রথমে অপরাধীর গায়ে পাথর ছুড়ে মারার কথা। এই ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিল যেন লোকেরা কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়। যে কোন বারের জন্য কমপক্ষে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রয়োজন হতো। এই সমস্ত কিছুর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ্‌র আইন-কানুনেন প্রধান একটা দিক ছিল সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আরো দেখুন: (ক) মথি ১৮:১৬, ২ করিন্থীয় ১৩:১; ১ তীমথিয় ৫:১৯; ইবরানী কিতাব ১০:২৮; (খ) ১ করিন্থীয় ৫:১৩।

১৭:৮-১৩ রক্তপাত ... বিচার তোমার পক্ষে অতি কঠিন হয়। স্থানীয় বিচারকদের কাছে যে সমস্ত বিবাদ মীমাংসা করা কঠিন হবে সেগুলোকে (১৬:১৮-২০) এবাদতের জায়গায় বন্দোবস্ত করা সালিশের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ্ ঐ জায়গা, সেখানকার বিচারক ও ইমামদের ঠিক করে রেখেছেন যে ইমামেরা তাঁর আইন-কানুন ব্যাখ্যা করবেন যাতে করে সেখানে

যত্নপূর্বক করবে। ১১ তারা তোমাকে যে শরীয়ত
শিক্ষা দেবে, তার মর্মানুসারে ও তোমাকে
বিচারের যে রায় বলবে, সেই অনুসারে তুমি কাজ
করবে; তাদের হুকুমের ডানে বা বামে ফিরবে
না; ১২ কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃসাহসপূর্বক আচরণ
করে, তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের পরিচর্যা করার
জন্য সেই স্থানে দণ্ডায়মান ইমামের কিংবা
বিচারকর্তার কথার অবাধ্য হয়, সেই মানুষ হত
হবে। এভাবে তুমি ইসরাইলের মধ্য থেকে
দুষ্টাচার লোপ করবে। ১৩ তাতে সমস্ত লোক তা
শুনে ভয় পাবে এবং দুঃসাহসের কাজ আর করবে
না।

বাদশাহ্‌র জন্য কতিপয় বিশেষ নিয়ম

১৪ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে যে দেশ
দিচ্ছেন, তুমি যখন সেখানে গিয়ে দেশ অধি-
কারপূর্বক সেখানে বাস করবে; আর বলবে,
আমার চারদিকের সকল জাতির মত আমিও
আমাদের উপরে এক জন বাদশাহ্‌ নিযুক্ত করবো,
১৫ তখন তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ যাকে মনোনীত
করবেন, তাকেই তোমাদের উপরে বাদশাহ্‌
নিযুক্ত করবে; তোমার ভাইদের মধ্য থেকে
তোমাদের উপরে বাদশাহ্‌ নিযুক্ত করবে; যে
তোমার ভাই নয়, এমন বিজাতীয় ব্যক্তিকে
তোমাদের উপরে বাদশাহ্‌ করতে পারবে না।
১৬ আর সেই বাদশাহ্‌ তাঁর জন্য অনেক ঘোড়া
রাখবে না এবং অনেক ঘোড়ার চেষ্টায়
লোকদেরকে পুনর্বার মিসর দেশে গমন করাবে
না; কেননা মাবুদ তোমাদেরকে বলেছেন, এর
পরে তোমরা সেই পথে আর ফিরে যাবে না।
১৭ আর সে অনেক স্ত্রী গ্রহণ করবে না, পাছে তার
অন্তর বিপথগামী হয়; এবং সে নিজের জন্য
রূপা কিংবা সোনা অতিশয় বৃদ্ধি করবে না।
১৮ আর স্বীয় রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশনকালে
তার নিজের জন্য একটি কিতাবে লেবীয়
ইমামদের সম্মুখস্থিত এই শরীয়তের অনুলিপি
লিখে নেবে। ১৯ তা তার কাছে থাকবে এবং সে
সারা জীবন তা পাঠ করবে; যেন সে তার
আল্লাহ্‌ মাবুদকে ভয় করতে ও এই শরীয়তের
সমস্ত কালাম ও এসব বিধি পালন করতে শেখে;
২০ যেন তার ভাইদের উপরে তার অন্তর উদ্ধত
না হয় এবং সে হুকুমের ডানে বা বামে না
ফিরে; এভাবে যেন ইসরাইলের মধ্যে তার ও
তার সন্তানদের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

ইমাম ও লেবির বংশের জন্য দান

১৮ ১ লেবীয় ইমামেরা, লেবির সমস্ত
বংশ, ইসরাইলের সঙ্গে কোন অংশ বা
অধিকার পাবে না। তারা মাবুদের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহার ও মাবুদের উদ্দেশে দেওয়া
অনান্য বস্তু ভোগ করবে। ২ তারা তাদের
ভাইদের মধ্যে কোন অধিকার পাবে না; মাবুদই
তাদের অধিকার, যেমন তিনি তাদেরকে
বলেছেন।
৩ আর লোকদের থেকে ইমামদের প্রাপ্য বিষয়ের
এই বিধি; যারা গরু কিংবা ভেড়া কোরবানী
করে, তারা কোরবানীর কাঁধ, দুই চোয়াল ও
পাকস্থলী ইমামকে দেবে। ৪ তুমি তোমার শস্য,
আঙ্গুর-রস ও তেলের অগ্রিমাংশ এবং ভেড়ার
লোমের অগ্রিমাংশ তাকে দেবে। ৫ কেননা
মাবুদের নামে পরিচর্যা করতে নিত্য দণ্ডায়মান
হবার জন্য তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমার সকল
বংশের মধ্য থেকে তাকে ও তার সন্তানদেরকে

[১৭:১১] লেবীয় ১০:১১।
[১৭:১২] ইয়ার ১৪:১৪; হোশেয় ৪:৪; জাকা ১৩:৩।
[১৭:১৪] ১শামু ৮:৫, ১৯-২০; ১০:১৯।
[১৭:১৫] ১শামু ১৬:৩; ২শামু ৫:৩।
[১৭:১৬] ১শামু ৮:১১; ২খান্দান ১:১৪; জবুর ২০:৭।
[১৭:১৭] হিজ ৩৪:১৬; ২শামু ৫:১৩;
[১৭:১৮] ইউসা ২৪:২৬।
[১৭:১৯] ১বাদশা ৩:৩; ১১:৩৮; ২বাদশা ২২:২।
[১৭:২০] জবুর ১১৯:১০২।
[১৮:১] শুমারী ১৮:২০; ১করি ৯:১৩।
[১৮:২] ইউসা ১৩:১৪।
[১৮:৩] লেবীয় ৭:২৮-৩৪; শুমারী ১৮:১২।
[১৮:৪] হিজ ২২:২৯; শুমারী ১৮:১২।
[১৮:৫] দ্বি:বি ১০:৮।

যে বিচার হবে তা আল্লাহ্‌র বিচার বলেই সবাই জানতে পারে। আরো দেখুন ১০:৮ (লেবীয় বংশ) এর নোট।

১৭:১৪ আমাদের উপরে এক জন বাদশাহ্‌ নিযুক্ত করবো। ইসরাইল যখন প্রথমে কেনান দেশ অধিকার করে তখন তাদের কোন বাদশাহ্‌ ছিল না। প্রত্যেক বংশের নেতারা ছিলেন এবং গোটা জাতি যখন বিপদে পরতো তখন আল্লাহ্‌ তাদের শত্রুদের হটিয়ে দেবার জন্য এক একজন বিশেষ নেতাকে উঠাতেন (কাজী দেখুন)। পরে এমন সময় আসে যখন লোকেরা একজন বাদশাহ্‌ চায় (১ শামুয়েল ৮:৪-২২)। তবে ইসরাইলের বাদশাহ্‌কে অন্যান্য জাতির বাদশাহ্‌দের মত না হয়ে তাঁকে আল্লাহ্‌র দ্বারা মনোনীত হতে হবে ও তাঁর আইন-কানুন অনুসারে দেশ চালাতে হবে (১৭:১৯,২০)। মাবুদ আল্লাহ্‌ই হবেন সকলের উপরে এবং বাদশাহ্‌র ভবিষৎ তাঁরই হাতে থাকবে।

১৭:১৭ সে অনেক স্ত্রী গ্রহণ করবে না। তাতে তার মন বিপথে যাবে। অনেক বাদশাহ্‌রই এক জনের বেশি রাণী ছিল। বাদশাহ্‌রা যখন একে অন্যের সঙ্গে চুক্তি করে তখন তারা একে অন্যের মেয়েদের বিয়েও করতে পারত। বিজাতীয়া রাণীরা তাদের নিজ নিজ দেবদেবীর পূজা করতো এবং তারা এও চাইত যেন বাদশাহ্‌ও তাদের দেবদেবীর পূজা করে। এই অবস্থা ইসরাইলের বাদশাহ্‌ সোলায়মান সহ (১ খান্দান ১১:১-১৩) অনেক বাদশাহ্‌র হয়েছিল।

১৮:১ লেবীয় ইমামেরা, ... অধিকার পাবে না। দেখুন ১০:৮ (লেবীয় বংশ ও ১৪:২৩-২০ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন লেবীয় ৬:১৬,১৭; ২২:১০-১৬; শুমারী ১৮:৮-৪; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:৫।

১৮:৩ পাকস্থলী। খাদ্য হিসাকে পাকস্থলীর কোন কোন অংশের খুব কদর ছিল।

১৮:৪ আঙ্গুর-রস ও তেলের অগ্রিমাংশ। একজন ইসরাইলকে তার ফসলের প্রথম অংশ মাবুদের কাছে উৎসর্গ করতে হতো (লেবীয় ২৩:১০,১১)। আরো দেখুন (লেবীয় ২৭:২৬); দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:১৯-২২; আরো দেখুন (দশমাংশ) এর নোট।

১৮:৬ কোন নগর-দ্বারে যে লেবীয় প্রবাস করে, ... মাবুদের মনোনীত স্থানে আসে। লেবীয় বংশের ইমাম ও অন্যান্য লেবীয়দের প্রত্যেক বছরে জেরুশালেমে এসে বায়তুল মোকাদ্দসে কাজ করতে হতো। তারা যখন এবাদতখানায়

মনোনীত করেছেন।
৬ আর সমস্ত ইসরাইলের মধ্যে তোমার কোন
নগর-দ্বারে যে লেবীয় প্রবাস করে, সে যদি তার
প্রাণের সম্পূর্ণ বাসনায় সেখান থেকে মাবুদের
মনোনীত স্থানে আসে, ৭ তবে সে মাবুদের
সম্মুখে দণ্ডায়মান তার লেবীয় ভাইদের মত তার
আল্লাহ্ মাবুদের নামে পরিচর্যা করবে। ৮ তারা
ভোজনের জন্য সমান অংশ পাবে; তা ছাড়া, সে
তার পৈতৃক অধিকার বিক্রয়ের মূল্যও ভোগ
করবে।

মাবুদের দৃষ্টিতে যেসব কাজ জঘন্য

৯ তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে যে দেশ
দিচ্ছেন, সেই দেশে উপস্থিত হলে তুমি
সেখানকার জাতিদের জঘন্য কাজের মত কাজ
করতে শেখাবে না। ১০ তোমার মধ্যে যেন এমন
কোন লোক পাওয়া না যায়, যে পুত্র বা কন্যাকে
আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করায়, ১১ যে মন্ত্র
ব্যবহার করে, বা গণক, বা মোহক, বা মায়াবী,
বা ঐন্দ্রজালিক, বা ভূতড়িয়া, বা গুনিন বা
মৃতদের দৈববাণীর সাধক। ১২ কেননা এসব কাজ
যারা করে মাবুদ তাদেরকে ঘৃণা করেন; আর
সেই জঘন্য কাজের দরুন তোমার আল্লাহ্ মাবুদ
তোমার সম্মুখ থেকে তাদেরকে অধিকারচ্যুত
করবেন। ১৩ তুমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদের
উদ্দেশে সিদ্ধ হও। ১৪ কেননা তুমি যে
জাতিদেরকে অধিকারচ্যুত করবে, তারা গণক ও
মন্ত্র ব্যবহারকারীদের কথায় কান দেয়, কিন্তু
তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে তা করতে দেন
নি।

[১৮:৬] শুমারী ৩৫:২-৩।
[১৮:৭] ১বাদশা ১৮:৩২; ।
[১৮:৮] নহি ১২:৪৪, ৪৭; ১৩:১২।
[১৮:৯] উজা ৬:২১; ৯:১১; ইয়ার ৪৪:৪।
[১৮:১০] ১শামু ১৫:২৩।
[১৮:১১] ইশা ৪৭:৯।
[১৮:১২] লেবীয় ১৮:২৪।
[১৮:১৩] পয়দা ৬:৯; জবুর ১১৯:১।
[১৮:১৪] ২বাদশা ২১:৬।
[১৮:১৫] মথি ২১:১১; লূক ২:২৫-৩৫; ইউ ১:২১; প্রেরিত ৩:২২; ৭:৩৭।
[১৮:১৬] হিজ ২০:১৯।
[১৮:১৮] ইউ ৪:২৫-২৬; ১৪:২৪; প্রেরিত ৩:২২।
[১৮:১৯] ইউসা ২২:২৩; প্রেরিত ৩:২৩; ইব ১২:২৫।
[১৮:২০] দ্বি:বি ১৩:১-৫; ১৭:১২।
[১৮:২২] দ্বি:বি ১৩:২; ১শামু ৩:২০।

হযরত মূসার মত এক জন নবী

১৫ তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমার মধ্য থেকে,
তোমার ভাইদের মধ্য থেকে, তোমার জন্য
আমার মত এক জন নবী উৎপন্ন করবেন। তাঁর
কথা তোমাদের অবশ্যই শুনতে হবে। ১৬ কেননা
হোরেবে সমাজের দিনে তুমি তোমার আল্লাহ্
মাবুদের কাছে এই মুনাজাতই তো করেছিলে,
যথা, আমি যেন আমার আল্লাহ্ মাবুদের কথা
পুনর্বার শুনতে ও এই মহান আগুন আর দেখতে
না পাই, পাছে আমার মৃত্যু হয়। ১৭ তখন মাবুদ
আমাকে বললেন, ওরা ভালই বলেছে। ১৮ আমি
ওদের জন্য ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার
মত এক জন নবী উৎপন্ন করবো ও তাঁর মুখে
আমার কালাম দেব; আর আমি তাঁকে যা যা
হুকুম করবো, তা তিনি ওদেরকে বলবেন।
১৯ আর আমার নামে তিনি আমার যেসব কালাম
বলবেন, আমার সেই কথা যদি কেউ না শোনে,
তবে আমি সেই লোককে দায়ী করবো। ২০ কিন্তু
আমি যে কালাম বলতে হুকুম করি নি, আমার
নামে যে কোন নবী দুঃসাহসপূর্বক তা বলে,
কিংবা অন্য দেবতাদের নামে যে কেউ কথা
বলে, সেই নবীকে মরতে হবে। ২১ আর তুমি
যদি মনে মনে বল, মাবুদ যে কালাম বলেন নি,
তা আমরা কিভাবে জানবো? ২২ তবে শোন,
কোন নবী মাবুদের নামে কথা বললে যদি সেই
কালাম পরে সিদ্ধ না হয় ও তার ফল উপস্থিত
না হয়, তবে সেই কালাম মাবুদ বলেন নি; ঐ
নবী দুঃসাহস করে তা বলেছে। তুমি তাকে ভয়
করো না।

এবাদত ও কোরবানীর কাজ পরিচালনা করতো তখন তারা লোকদের কোরবানী করা খাদ্যদ্রব্যের একটা অংশ পেত (১৮:১ আয়াতের নোট দেখুন)। আরো দেখুন ১২:২০-২৭ আয়াতের নোট।

১৮:৯ তোমার আল্লাহ্ মাবুদ। ১:৫ ও ১:৬ আয়াতের নোট দেখুন। ***যে দেশ*** ১:৭,৮ (এই দেশ) এর নোট।

১৮:১০-১১ যে পুত্র বা কন্যাকে আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করায়, যে মন্ত্র ব্যবহার করে। ১২:৩১ আয়াতের নোট দেখুন। প্রাচীন কালে কোন কোন গণকেরা বলতো যে, তারা পাখীর উড়া দেখে, কোন পেয়ালায় রাখা তরল পদার্থের দিকে তাকিয়ে, তারা ও নক্ষত্রের গতিবিধি দেখে কিংবা মৃত লোকদের রূহের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভবিষৎ বলতে পারত। ভাগ্য গণনা করা ও মায়াবিদ্যা খাটানোকে আল্লাহ্‌র হুকুমে নিষেধ করা হয়েছিল (হিজ ২২:১৮; লেবীয় ১৯:২৬,৩১; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৪)।

১৮:১৩ সিদ্ধ হও। ৭:২৬ ও ১৩:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১৫ তোমার মধ্য থেকে, ... আমার মত এক জন নবী উৎপন্ন করবেন। কিতাবুল মোকাদ্দসে মূসাকে একজন নবী হিসাবে দেখানো হয়েছে (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:১০; প্রেরিত ৩:২২, ৭:৩৭)। অন্যান্য নবীদের মত তিনি দর্শন ও স্বপ্ন দেখেন নি কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন (শুমারী ১২:৬-৮)। আরো দেখুন ১৩:১-২ এর নোট।

১৮:১৬ হোরেবে। হোরেব পর্বতের বিষয়ে আরো জানার জন্য ১:১-৫ (মোয়াব দেশ) আয়াতের নোট দেখুন।

পুনর্বার শুনতে ও এই মহান আগুন আর দেখতে না পাই। ১:৩৩ ও ৫:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১৮-২২ কোন নবী মাবুদের নামে কথা বললে যদি সেই কালাম পরে সিদ্ধ না হয়। একজন নবী সত্যিই আল্লাহ্‌র পক্ষে কথা বলছে কিনা তা বুঝবার জন্য দু'টি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। (১) যখন কেউ অন্য কোন দেবদেবীর নামে কথা বললে তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী নন; কিন্তু (২) কেউ যা বলেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী।

১৯:১ তোমার আল্লাহ্ মাবুদ। ১:৬ (তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ), ২:২৪ ও ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:১ যে দেশ। ১:৭,৮ (এই দেশ) আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:২-১৩ তিনটি নগর পৃথক করবে... তোমার চোখ তার প্রতি রহম না করুক। ৪:১৩-৪৩ (আশ্রয়-নগর) আয়াতের নোট দেখুন। কোন আশ্রয়-শহর অনেক দূরে থাকার কারণে

পৃথককৃত নগরের জন্য নিয়ম

১৯ ১ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ যে জাতিদের দেশ তোমাকে দিচ্ছেন, তাদেরকে তিনি উৎখাত করার পর তুমি যখন তাদেরকে অধিকারচ্যুত করে তাদের নগরে ও বাড়িতে বাস করবে, ২ সে সময়, যে দেশ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ অধিকার হিসেবে তোমাকে দিচ্ছেন, তোমার সেই দেশের মধ্যে তুমি তোমার জন্য তিনটি নগর পৃথক করবে। ৩ তুমি দূরত্ব বিবেচনা করে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ যে দেশের অধিকার তোমাকে দেন, তোমার সেই দেশের ভূমি তিন ভাগ করবে; তাতে প্রত্যেক নরহন্তা সেই নগরে পালিয়ে যেতে পারবে।

৪ যে নরহন্তা সেই স্থানে পালিয়ে বাঁচতে পারে, তার বিবরণ এরকম; কেউ যদি আগে প্রতিবেশীকে হিংসা না করে অজ্ঞানতাবশত তাকে হত্যা করে; ৫ যথা, কেউ তার প্রতিবেশীর সঙ্গে কাঠ কাটতে বনে গিয়ে গাছ কাটার জন্য কুড়াল তুললে যদি ফলক বাঁট থেকে খসে প্রতিবেশীর শরীরে এমন ভাবে লাগে যে, তাতেই সে মারা পড়ে, তবে সে ঐ তিনটির মধ্যে কোন একটি নগরে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে পারবে; ৬ কিন্তু নগরটির দূরত্ব যদি বেশি হয় তবে রক্তের প্রতিশোধদাতা অন্তরে উত্তেজিত হয়ে নরঘাতকের পিছনে তাড়া করে তাকে ধরে সাংঘাতিক আঘাত করতে পারে। সে লোক তো প্রাণদণ্ডের যোগ্য নয়, কারণ সে আগে ওকে হিংসা করে নি। ৭ এজন্য আমি তোমাকে হুকুম করছি, তুমি তোমার জন্য তিনটি নগর পৃথক করবে।

৮ আর আমি আজ তোমাকে যেসব হুকুম দিচ্ছি, তুমি তা পালন করে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদকে মহব্বত করলে ও সারা জীবন তাঁর পথে চললে যদি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে কৃত তাঁর কসম অনুসারে তোমার সীমা বৃদ্ধি করেন ও তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে ওয়াদা করা সমস্ত দেশ তোমাকে দেন; ৯ তবে তুমি সেই তিনটি নগর ছাড়া আরও তিনটি নগর নির্ধারণ করবে; ১০ যেন তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ অধিকার হিসেবে তোমাকে যে দেশ দিচ্ছেন, তোমার সেই দেশের মধ্যে নির্দোষের রক্তপাত না হয়, আর তোমার উপরে রক্তপাতের অপরাধ না বর্তায়।

১১ কিন্তু যদি কেউ তার প্রতিবেশীকে হিংসা করে তার জন্য ঘাঁটি বসায় ও তার প্রতিকূলে উঠে তাকে সাংঘাতিক আঘাত করে, আর তাতে তার মৃত্যু হয়, পরে ঐ ব্যক্তি যদি ঐ সমস্ত নগরের মধ্যে কোন একটি নগরে পালিয়ে যায়; ১২ তবে তার নিবাস-নগরের বয়োজ্যেষ্ঠ লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে তাকে আনাবে ও তাকে হত্যা করার জন্য রক্তের প্রতিশোধদাতার হাতে তুলে দেবে। ১৩ তোমার চোখ তার প্রতি রহম না করুক, কিন্তু তুমি ইসরাইলের মধ্য থেকে নিরপরাধের রক্তপাতের দোষ দূর করবে; তাতে তোমার মঙ্গল হবে।

১৪ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ অধিকার হিসেবে যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন, সেই দেশে তোমার প্রাপ্য ভূমিতে আগেকার দিনের লোকেরা যে সীমার চিহ্ন নির্ধারণ করেছে, তোমার প্রতিবেশীর সেই চিহ্ন স্থানান্তর করবে না।

সাক্ষী সম্বন্ধে নিয়ম

১৫ যদি কারও বিরুদ্ধে কোন রকম অপরাধ বা গুনাহ্‌ করার নালিশ আনা হয় তার বিরুদ্ধে একমাত্র সাক্ষী সাক্ষ্য দিলে চলবে না; দুই কিংবা তিন সাক্ষীর প্রমাণ দ্বারা বিচার নিষ্পন্ন হবে। ১৬ কোন অসৎ সাক্ষী যদি কারো বিরুদ্ধে উঠে তার বিষয়ে অন্যায় কাজের সাক্ষ্য দেয়, ১৭ তবে সেই বাদী প্রতিবাদী উভয়ে মাবুদের সম্মুখে, তৎকালীন ইমাম ও বিচারকর্তাদের সম্মুখে দাঁড়াবে। ১৮ পরে বিচারকর্তারা সযত্নে অনুসন্ধান করবে, আর দেখ, সে সাক্ষী যদি মিথ্যাসাক্ষী হয় ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়ে থাকে; ১৯ তবে সে তার ভাইয়ের প্রতি যেরকম করতে কল্পনা করেছিল, তার প্রতি তোমরা তা-ই করবে; এভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে দুষ্টাচার লোপ করবে। ২০ তা শুনে অবশিষ্ট লোকেরা ভয় পেয়ে তোমার মধ্যে এই রকম দুষ্কর্ম আর করবে না। ২১ তোমরা তার প্রতি কোন রহম করবে না; মনে রেখো, প্রাণের পরিশোধ প্রাণ, চোখের

[১৯:১] দ্বি:বি ৬:১০-১১।
[১৯:৬] শুমারী ৩৫:১২।
[১৯:৮] হিজ ৩৪:২৪।
[১৯:১০] মেসাল ৬:১৭; ইয়ার ৭:৬; ২৬:১৫।
[১৯:১১] হিজ ২১:১২; ১ইউ ৩:১৫।
[১৯:১৩] দ্বি:বি ২১:৯; ১বাদশা ২:৩১।
[১৯:১৪] দ্বি:বি ২৭:১৭; আইউ ২৪:২; জবুর ১৬:৬; মেসাল ১৫:২৫; ২২:২৮; ২৩:১০; ইশা ১:২৩; হোশেয় ৫:১০।
[১৯:১৫] মথি ১৮:১৬; ২৬:৬০; ২করি ১৩:১।
[১৯:১৬] হিজ ২৩:১; মেসাল ৬:১৯।
[১৯:১৭] হিজ ২১:৬।
[১৯:১৮] হিজ ২৩:৭।
[১৯:১৯] মেসাল ১৯:৫, ৯; ১করি ৫:১৩।
[১৯:২১] আয়াত ১৩।
[১৯:২১] হিজ ২১:২৪; মথি ৫:৩৮।

যদি কোন নিরাপরাধ ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার রক্তপাতের দোষ পড়বে সমস্ত জাতির উপর (১৯:১০)। তবে দোষী ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে (১৯:১৩)। আরো দেখুন ইউসা ২০:১-৯।

৯:১৪ সীমার চিহ্ন। পাথরের সীমানা চিহ্ন দিয়ে জমি-জমার সীমানা ঠিক করা হতো এবং কার কোন জমি বা কোন অংশ তা নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো। বনি-ইসরাইলদের নিয়ম-কানুনে সীমানা-চিহ্ন সরানো নিষিদ্ধ ছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:১৪-২৬; মেসাল ২২:২৮)।

১৯:১৫ দুই কিংবা তিন সাক্ষীর প্রমাণ দ্বারা। ১৭:৫-৭ আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইলে সত্য সাক্ষ্যের উপরে বিচার ব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল। কোন সাক্ষ্য যদি মিথ্যা প্রমাণীত হতো তাহলে তার ভীষণ শাস্তি হতো (১৯:১৯-২১)। আরো দেখুন শুমারী ৩৫:৩০, মথি ১৮:১৬; ইউহোন্না ৮:১৭; ২ করিন্থীয় ১৩:১; ১ তীমথিয় ৫:১৯; ইবরানী ১০:২৮।

২০:১ রথ। রথের দুই চাকা ও একটা চক্রনেমি যার সঙ্গে ঐ চাকা দু'টো সংযুক্ত থাকত। সাধারণত ঘোড়া রথ টানত। এক একটা রথে দুই বা তিন জন সৈন্য থাকত। রথের চালক তার

পরিশোধ চোখ, দাঁতের পরিশোধ দাঁত, হাতের
পরিশোধ হাত, পায়ের পরিশোধ পা।

যুদ্ধ বিষয়ক ব্যবস্থা

২০ 1 তুমি তোমার দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করতে গিয়ে যদি তোমার চেয়ে বেশি
ঘোড়া, রথ ও লোক দেখ, তবে সেসব থেকে ভয়
পেয়ো না, কেননা তোমার আল্লাহ্ মাবুদ, যিনি
মিসর দেশ থেকে তোমাকে উঠিয়ে এনেছেন,
তিনিই তোমার সহবর্তী। 2 আর তোমরা যুদ্ধ
করার জন্য বেরিয়ে যাওয়ার ইমাম এসে
লোকদের কাছে কথা বলবে, 3 তাদেরকে বলবে,
হে ইসরাইল, শোন, তোমরা আজ তোমাদের
দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কাছে যাচ্ছ;
তোমাদের অন্তর দুর্বল না হোক; ভয় করো না,
ভয়ে কেঁপো না, বা ওদের থেকে মহাভয়ে ভীত
হয়ো না। 4 কেননা তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদই
তোমাদের নিস্তার করার জন্য তোমাদের পক্ষে
তোমাদের দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে
তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। 5 পরে কর্মকর্তারা
লোকদেরকে এই কথা বলবে, তোমাদের মধ্যে
কে নতুন বাড়ি নির্মাণ করে তার প্রতিষ্ঠা করে নি?
সে যুদ্ধে মারা পড়লে পাছে অন্য লোক তার
প্রতিষ্ঠা করে, এজন্য সে নিজের বাড়িতে ফিরে
যাক। 6 আর কে আঙ্গুরক্ষেত প্রস্তুত করে তার
প্রথম ফল ভোগ করে নি? সে যুদ্ধে মারা পড়লে
পাছে অন্য লোক তার প্রথম ফল ভোগ করে,
এজন্য সে তার বাড়িতে ফিরে যাক। 7 আর

[২০:১] জবুর ২০:৭; ইশা ৩১:১।
[২০:১] ইশা ৪১:১০।
[২০:৩] ইশা ৭:৪; ৩৫:৪; ইয়ার ৫১:৪৬।
[২০:৪] ২খান্দান ২০:১৪-২২।
[২০:৪] জবুর ৪৪:৭; ১৪৪:১০।
[২০:৫] নহি ১২:২৭।
[২০:৬] ইহি ২৮:২৬; মীখা ১:৬।
[২০:৭] দ্বি:বি ২৪:৫; মেসাল ৫:১৮।
[২০:৮] কাজী ৭:৩।
[২০:১০] দ্বি:বি ২:২৬; লূক ১৪:৩১-৩২।
[২০:১১] ইশা ৩১:৮।
[২০:১৩] শুমারী ৩১:৭।
[২০:১৪] ইউসা ৮:২; ২২:৮।
[২০:১৫] ইউসা ৯:৯।

বাগ্‌দান হলেও কে বিয়ে করে নি? সে যুদ্ধে মারা
পড়লে পাছে অন্য লোক সেই কন্যাকে গ্রহণ
করে, এজন্য সে তার বাড়িতে ফিরে যাক।
8 কর্মকর্তারা লোকদের কাছে আরও কথা বলবে,
তারা বলবে, ভীত ও দুর্বল অন্তরের লোক কে
আছে? সে তার বাড়িতে ফিরে যাক, পাছে তার
অন্তরের মত তার ভাইদের অন্তর গলে যায়।
9 পরে কর্মকর্তারা লোকদের কাছে কথা বলা
শেষ করার পর তারা লোকদের উপরে
সেনাপতিদেরকে নিযুক্ত করবে।
10 যখন তুমি কোন নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
তার কাছে উপস্থিত হবে, তখন তার কাছে
সন্ধির কথা ঘোষণা করবে। 11 তাতে যদি সে
সন্ধি করতে সম্মত হয়ে তোমার জন্য দ্বার খুলে
দেয়, তবে সেই নগরে যে সমস্ত লোক পাওয়া
যায়, তারা তোমাকে কর দেবে ও তোমার
গোলাম হবে। 12 কিন্তু যদি সে সন্ধি না করে
তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে তুমি সেই নগর
অবরোধ করবে। 13 পরে তোমার আল্লাহ্ মাবুদ
তা তোমার হস্তগত করলে তুমি তার সমস্ত
পুরুষকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করবে,
14 কিন্তু স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও সমস্ত পশু
প্রভৃতি নগরের সর্বস্ব, সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য তোমার
জন্য লুট হিসেবে গ্রহণ করবে, আর তোমার
আল্লাহ্ মাবুদের দেওয়া দুশমনদের থেকে লুট
করে আনা জিনিস ভোগ করবে। 15 এই
নিকটবর্তী জাতিদের নগর ছাড়া যেসব নগর

শত্রু-রথের পেছনে পেছনে ছুটত আর সৈন্যরা পেছন দিক থেকে তাদের আক্রমণ করতো।

তোমার আল্লাহ্ মাবুদ, ... তিনিই তোমার সহবর্তী। ২:২৪ ও ৩:৩-৬ আয়াতের নোট দেখুন। কোন ধর্মযুদ্ধে কোন পক্ষে কেবল বেশি সৈন্য, ঘোড়া ও রথ থাকলেই যে তাদের জয়লাভ হবে এমন নয়, কারণ জয় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে, কোন মানুষের শক্তি বা চেষ্টায় নয়। ইসরাইলকে এখানে মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, কী অলৌকিকভাবে আল্লাহ্ তাদের লোহিত সাগর পাড় করতে সাহায্য করেছিলেন ও কিভাবে তিনি মিসরীয় রথ ও সৈন্যদের সাগরে ধ্বংস করেছিলেন।

২০:২ ইমাম এসে লোকদের কাছে কথা বলবে। ইমামরা ছিলেন সমাজের ধর্মীয় নেতা। কোন যুদ্ধের আগে তারা সৈন্যদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, মাবুদ আল্লাহ্ তাদের পক্ষে যুদ্ধ করবেন। কোন কোন সময় ইমামরা সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন (ইউসা ৬:৪-২১; ২ খান্দান ২০:১৪-২৩)।

২০:৫-৯ কর্মকর্তারা ... সেনাপতিদেরকে নিযুক্ত করবে। নেতারা কোন কোন শ্রেণীর লোকদের যুদ্ধে যোগ না দিয়ে বাড়িতে থাকার অনুমতি দিতে পারতেন। এতে একটা ন্যায্যতা বজায় থাকত যারা নতুন ঘর-বাড়ি তৈরি করেছে তারা বাড়িতে থাকার সুযোগ পেত, যারা নতুন আঙ্গুর ফল সংগ্রহ করেছে তারা তা ভোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো, আর যাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে, তারা সময় মত বিবাহিত হবার সুযোগ নিতে পারত। এ ক্ষেত্রে আর একটা বিষয়ও বিবেচনায় থাকত, তা ছিল সৈন্যদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস যারা ভীত থাকত তারা যুদ্ধে যোগ দিলে হয়তো অন্যরাও মনোবল হারাত।

২০:১০-১৫ যেসব নগর তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে আছে। কেনান দেশের সীমানার বাইরের শহরকে আত্মসমর্পণ করার সুযোগ দেয়ার বিধান দেয়া হয়েছিল। ঐ শহর যদি আত্মসমর্পণ করতো তাহলে লোকদের মেরে ফেলা হতো না, কিন্তু তাদের বনি-ইসরাইলদের গোলামী করতে হতো। যদি তারা আত্মসমর্পণ না করতো তাহলে সব পুরুষদের মেরে ফেলা হতো এবং স্ত্রীলোকদের, শিশুদের ও তাদের সব সম্পত্তি সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হতো। আরো দেখুন ১৫:১২ আয়াতের নোট।

২০:১৬ এই সমস্ত জাতির যেসব নগর। কেনান দেশে অধিকার করা গ্রাম ও শহরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলতে হবে যাতে ঐ সমস্ত স্থান পাক-পবিত্র হয় এবং ঐ সমস্ত স্থানে বাসকারী লোকেরা যেন বনি-ইসরাইলদের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করার জন্য প্রলোভন দেবার সুযোগ না পায় (৭:২৬ আয়াতের নোট দেখুন)। আরো দেখুন ৭:১ ও ৭:২ আয়াতের নোট।

২০:১৯ সেখানকার কোন গাছ কাটবে না; তুমি তার ফল খেতে পার। ঐ অঞ্চলের পরিচিত গাছের মধ্যে ছিল আপেল, ডুমুর,

তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে আছে, তাদেরই
প্রতি এরকম করবে। ১৬ কিন্তু এই সমস্ত জাতির
যেসব নগর তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ অধিকার
হিসেবে তোমাকে দেবেন, সেগুলোর মধ্যে শ্বাস-
বিশিষ্ট কাউকেও জীবিত রাখবে না; ১৭ তুমি
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের হুকুম অনুসারে তাদের–
হিট্টিয়, আমোরীয়, কেনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও
যিবূষীয়দেরকে– নিঃশেষে বিনষ্ট করবে; ১৮ পাছে
তারা নিজ নিজ দেবতাদের উদ্দেশে যেসব ঘৃণার
কাজ করে, তেমনি করতে তোমাদেরকেও
শেখায়, আর পাছে তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌
মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ কর।
১৯ যখন তুমি কোন নগর হস্তগত করার জন্য
যুদ্ধ করে বহুকাল পর্যন্ত তা অবরোধ কর, তখন
কুড়াল দিয়ে সেখানকার কোন গাছ কাটবে না;
তুমি তার ফল খেতে পার, কিন্তু তা কাটবে না;
কেননা ক্ষেতের গাছ তো মানুষ নয় যে, তাও
তোমার অবরোধের যোগ্য হবে? ২০ কিন্তু যে যে
গাছ থেকে খাদ্য জন্মে না বলে তোমার জানা
আছে, সে সব তুমি নষ্ট করতে ও কাটতে
পারবে; এবং তোমার সঙ্গে যুদ্ধকারী নগরের
যতক্ষণ পতন না হয়, ততক্ষণ সেই নগরের
বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধতে পারবে।

অজানা খুনের ব্যাপারে করণীয়

২১ ১ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ অধিকার
হিসেবে যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন, তার
মধ্যে যদি ক্ষেতে পড়ে থাকা কোন নিহত
লোককে পাওয়া যায় এবং তাকে কে খুন করলো
তা জানা না যায়; ২ তবে তোমার প্রাচীনবর্গরা ও
বিচারকেরা বাইরে গিয়ে সেই লাশের চারদিকে
কোন নগর কত দূর তা মেপে দেখবে। ৩ তাতে
যে নগর ঐ নিহত লোকের নিকটস্থ হবে,
সেখানকার প্রাচীনবর্গরা পাল থেকে এমন একটি

[২০:১৬] হিজ ২৩:৩১-৩৩; শুমারী ২১:২-৩; ইউসা ৬:২১; ১০:১; ১১:১৪।
[২০:১৮] হিজ ৩৪:১৬।
[২০:২০] ইয়ার ৬:৬।
[২১:৩] শুমারী ১৯:২।
[২১:৫] পয়দা ৪৮:২০; হিজ ৩৯:৪৩।
[২১:৬] মথি ২৭:২৪।
[২১:৮] শুমারী ৩৫:৩৩-৩৪।
[২১:৯] দ্বি:বি ১৯:১৩।
[২১:১০] ১বাদশা ৮:৪৬; ১খান্দান ৯:১; উজা ৫:১২; ইয়ার ৪০:১; ইহি ১:১; ১৭:১২; দানি ২:২৫; মীখা ৪:১০।
[২১:১১] পয়দা ৬:২।
[২১:১২] লেবীয় ১৪:৯; শুমারী ৮:৭; ১করি ১১:৫।

বক্‌না বাছুর নেবে যা দ্বারা কোন কাজ হয় নি,
যেটি এখনও জোয়াল বহন করে নি। ৪ পরে
সেই নগরের প্রধান ব্যক্তিবর্গ সেই বক্‌না
বাছুরকে এমন কোন একটি উপত্যকায় আনবে
যেখানে সবসময় পানির স্রোত বয়ে যায় এবং
চাষ করা বা বীজবপন হয় না, সেই উপত্যকায়
তার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলবে। ৫ পরে লেবির সন্তান
ইমামেরা কাছে আসবে, কেননা তাদেরকেই
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর পরিচর্যা করার ও
মাবুদের নামে দোয়া করার জন্য মনোনীত
করেছেন; এবং তাদের কথা অনুসারে প্রত্যেক
ঝগড়া ও আঘাতের বিচার হবে। ৬ পরে লাশের
নিকটস্থ ঐ নগরের সমস্ত প্রাচীন উপত্যকাতে
ঘাড় ভাঙ্গা গরুর বাছুরটির উপরে নিজ নিজ হাত
ধুয়ে দেবে, ৭ আর তারা উত্তরে বলবে, আমাদের
হাত এই রক্তপাত করে নি, আমাদের চোখ এই
বিষয়টি দেখে নি; ৮ হে মাবুদ, তুমি তোমার
লোক যে ইসরাইলকে মুক্ত করেছ, তাকে মাফ
কর; তোমার লোক ইসরাইলের মধ্যে
নিরপরাধের রক্তপাতের জন্য দোষ থাকতে দিও
না। তাতে তাদের পক্ষে সেই রক্তপাতের দোষ
মাফ করা হবে। ৯ এভাবে তুমি তোমার মধ্য
থেকে নিরপরাধের রক্তপাতের দোষ দূর করবে;
কেননা মাবুদের সাক্ষাতে যা যথার্থ, তা-ই তুমি
করবে।

বন্দী স্ত্রীলোককে বিয়ে করার বিষয়

১০ তুমি তোমার দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা
করলে যদি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তাদেরকে
তোমার হাতে তুলে দেন ও তুমি তাদেরকে বন্দী
করে নিয়ে যাও; ১১ এবং সেই বন্দীদের মধ্যে
কোন সুন্দরী নারী দেখে প্রেমাসক্ত হয়ে যদি তুমি
তাকে বিয়ে করতে চাও; ১২ তবে তাকে তোমার
বাড়ির মধ্যে আনবে এবং সে তার মাথা মুণ্ডন

এপ্রিকট ও জলপাইয়ের গাছ। যেহেতু ঐসব গাছের ফল হবে লোকদের খাবার তাই ঐসব গাছ-পালা বিনা প্রয়োজনে কাটা নিষেধ করা হয়েছিল।

২১:১-৯ ইসরাইলের মধ্যে নিরপরাধের রক্তপাতের জন্য দোষ থাকতে দিও না। নরহত্যা ছিল আল্লাহ্‌র আইন-বিরুদ্ধ কাজ (হিজ ২০:১৩, দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৭), এবং কোন নিহত লোকের রক্তের দ্বারা দেশ “নাপাক” ও অব্যবহার্য হয়ে থাকত যতক্ষণ পর্যন্ত হত্যাকারীকে ধরে প্রানদণ্ড দেয়া না হতো (পয়দা ৪:১০,১১; শুমারী ৩৫:৩৩,৩৪)। আর সেই হত্যাকারীকে যদি খুঁজে পাওয়া না যেত, তাহলে যেখানে সে হত্যা করেছিল তার নিকটতম শহরকে সেই হত্যার কারণে দেশের নাপাকীতা দূর করে আবার তার পাক-পবিত্রতা ফিরিয়ে আনার জন্য একটা অনুষ্ঠান পালন করতে হতো। একটা গরুর বাছুরের ঘার ভেঙ্গে শহরের বৃদ্ধ নেতারা ঐ মরা গরুর দেহের উপরে তাদের হাত ধুয়ে ফেলত যখন গরুটার দেহ থেকে তার রক্ত চুয়ে চুয়ে পড়তে থাকতো। এ কাজটি ছিল গুনাহ্‌ ধুয়ে ফেলার একটা প্রতীক। এই অনুষ্ঠান পালন করে ও আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে সমস্ত লোক সেই হত্যার অপরাধের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিত।

২১:৩ এমন একটি বক্‌না বাছুর নেবে যা দ্বারা কোন কাজ হয় নি। বাক্‌না বাছুর ও ষাড় দিয়ে চাষ করা ও ভাড় বহন করানো হতো। এখানে সেই হত্যাকারী ব্যক্তির পরিবর্তে ঐ বাছুরটাকে হত্যা করা হতো।

২১:১১-১৩ কোন সুন্দরী নারী দেখে। ধর্ম যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে সৈন্যদের যুদ্ধে বন্দী করা স্ত্রীলোকদের বিয়ে করার অনুমতি ছিল (২০:১০-১৫)। ঐ স্ত্রীলোকদের চুল কামিয়ে ফেলা, তাদের নখ কাটা ও তাদের বন্দী হবার আগের কাপড়-চোপড় ফেলে দেয়ার মধ্যে দিয়ে হয়তো তাদের আগের জীবন পরিত্যাগ করা বুঝানো হতো, অথবা এসব হয়তো তাদের শোক প্রকাশের অনুষ্ঠানের অংশ ছিল।

২১:১৫-১৭ পুরুষের প্রিয়া ও অপ্রিয়া দুই জন স্ত্রী থাকে ...

করবে ও নখ কাটবে; ১৩ আর তার বন্দীত্ব দশার
কাপড় ত্যাগ করবে; পরে তোমার বাড়িতে থেকে
তার পিতা-মাতার জন্য সম্পূর্ণ এক মাস শোক
করবে; তারপর তুমি তার কাছে গমন করতে
পারবে, তুমি তার স্বামী হবে ও সে তোমার স্ত্রী
হবে। ১৪ আর যদি তাতে তোমার প্রীতি না হয়,
তবে যে স্থানে তার ইচ্ছা, সেই স্থানে তাকে
যেতে দেবে; কিন্তু কোনভাবে টাকা নিয়ে তাকে
বিক্রি করবে না; তার প্রতি গোলামের মত
ব্যবহার করবে না, কেননা তোমার দ্বারা তার
সম্মান ভ্রষ্ট হয়েছে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের পাওনা অধিকার

১৫ যদি কোন পুরুষের প্রিয়া ও অপ্রিয়া দুই জন
স্ত্রী থাকে এবং প্রিয়া ও অপ্রিয়া উভয়ে তার জন্য
পুত্র প্রসব করে, আর জ্যেষ্ঠ পুত্র অপ্রিয়ার সন্তান
হয়; ১৬ তবে আপন পুত্রদেরকে সর্বস্বের অধিকার
দেবার সময়ে অপ্রিয়াজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকতে সে
প্রিয়াজাত পুত্রকে জ্যেষ্ঠাধিকার দিতে পারবে না।
১৭ কিন্তু সে অপ্রিয়ার পুত্রকে জ্যেষ্ঠরূপে স্বীকার
করে তোমার সর্বস্বের দুই অংশ তাকে দেবে;
কারণ সে তার শক্তির প্রথম ফল, জ্যেষ্ঠাধিকার
তারই।

অবাধ্য পুত্র

১৮ যদি কারো পুত্র অবাধ্য ও বিরোধী হয়,
পিতা-মাতার কথা না শোনে এবং শাসন করলেও
তাদেরকে অমান্য করে; ১৯ তবে তার পিতা-মাতা
তাকে ধরে নগরের প্রধান ব্যক্তিবর্গের কাছে ও
তার নিবাস-স্থানের নগর-দ্বারে নিয়ে যাবে;
২০ আর তারা নগরের প্রধান ব্যক্তিবর্গকে বলবে,
আমাদের এই পুত্র অবাধ্য ও বিরোধী, আমাদের
কথা মানে না, সে অপব্যয়ী ও মদ্যপায়ী। ২১ তাতে
সেই নগরের সমস্ত পুরুষ তাকে পাথর ছুঁড়ে
হত্যা করবে; এভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে
দুষ্টাচার লোপ করবে, আর সমস্ত ইসরাইল এই
কথা শুনে ভয় পাবে।

অন্যান্য নিয়ম

২২ যদি কোন মানুষ প্রাণদণ্ডের যোগ্য গুনাহ্
করে, আর তার প্রাণদণ্ড হয় এবং তুমি তাকে
গাছে টাঙ্গিয়ে দাও, ২৩ তবে তার লাশ রাত
বেলায় গাছের উপরে থাকতে দেবে না, কিন্তু
নিশ্চয় সেদিনই তাকে দাফন করবে; কেননা যে
ব্যক্তিকে টাঙ্গান হয়, সে আল্লাহ্‌র বদদোয়াগ্রস্ত;
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ অধিকার হিসেবে যে ভূমি
তোমাকে দিচ্ছেন, তুমি তোমার সেই ভূমি
নাপাক করবে না।

২২ ১ তোমার কোন ভাইয়ের বলদ কিংবা
ভেড়াকে পথহারা হতে দেখলে তুমি
তোমার কর্তব্য থেকে সরে যেও না; অবশ্য
তোমার ভাইয়ের কাছে তাদেরকে ফিরিয়ে
আনবে। ২ যদি তোমার সেই ভাই তোমার
নিকটস্থ কিংবা পরিচিত না হয়, তবে তুমি সেই
পশুকে তোমার বাড়িতে এনে যতক্ষণ সেই ভাই
তার খোঁজ না করে, ততক্ষণ তোমার কাছে
রাখবে, পরে তা ফিরিয়ে দেবে। ৩ তুমি তার
গাধার সম্বন্ধেও সেরকম করবে এবং তার
কাপড়ের সম্বন্ধেও সেরকম করবে, তোমার
ভাইয়ের হারানো যে কোন দ্রব্য তুমি পাও, সেই
সবের বিষয়ে সেরকম করবে; তোমার কর্তব্য
থেকে সরে যাওয়া তোমার জন্য ঠিক নয়।
৪ তোমার ভাইয়ের গাধা কিংবা বলদকে পথে
পড়ে থাকতে দেখলে তুমি তোমার কর্তব্য থেকে
সরে যেও না; অবশ্য তুমি তাদেরকে তুলতে

[২১:১৩] জবুর ৪৫:১০।
[২১:১৫] পয়দা ৪:১৯।
[২১:১৬] ১খান্দান ২৬:১০।
[২১:১৭] ২বাদশা ২:৯; ইশা ৪০:২; ৬১:৭; জাকা ৯:১২।
[২১:১৭] পয়দা ২৫:৩১; লূক ১৫:১২।
[২১:১৮] পয়দা ৩১:৩৫; মেসাল ১:৮; ইশা ৩০:১; ইফি ৬:১-৩।
[২১:২১] লেবীয় ২০:৯।
[২১:২২] দ্বিঃবি ২২:২৬; মথি ২৬:৬৬; মার্ক ১৪:৬৪; প্রেরিত ২৩:২৯।
[২১:২৩] ইউসা ৮:২৯; ১০:২৭; ইউ ১৯:৩১।
[২২:১] হিজ ২৩:৪-৫; মেসাল ২৭:১০; জাকা ৭:৯।
[২২:৪] ১করি ৯:৯।

জ্যেষ্ঠ পুত্র অপ্রিয়ার সন্তান হয়। সে যুগে একজনের বেশী স্ত্রী নেয়া কোন নতুন বিষয় ছিল না; তবে এর ফলে অনেক সমস্যা দেখা দিত। এখানে যে আইনের কথা আছে তার দ্বারা কোন লোকের প্রথম ছেলের অধিকার রক্ষা হতো যদিও ঐ ছেলে তার সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রীর গর্ভে জন্ম না হয়েও থাকত। প্রাচীন আমলের আইন অনুসারে কোন লোকের প্রথম ছেলে তার সম্পত্তির বেশি অংশ পেত। যেহেতু বিধবা মাকে তার ছেলের উপরে নির্ভর করতে হতো সেহেতু এই আইন ঐ বিধবা লোকের সবচেয়ে কম প্রিয় স্ত্রীর হয়ে থাকলেও তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থার সুযোগ দিত।

২১:১৮ যদি কারো পুত্র অবাধ্য ও বিরোধী হয়। কোন বিদ্রোহী ছেলেকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার মাধ্যমে অন্যদেরকেও শিক্ষা দেয়া হতো এবং সেই পরিবারকে রক্ষা করা হতো। পরিবার ছিল ইসরাইলীয় সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। আরো দেখুন ৫:১৬ এবং ১৩:৬-১০ এর নোট।

২১:১৯ নগর-দ্বারে। অনেক নগরের চারদিকে তাদের নিরাপত্তার জন্য দেয়াল তৈরি করা হতো। সাধারণত সেই দেয়ালে একটা প্রধান গেট থাকত যেখান দিয়ে লোকজন আসা-যাওয়া করতো। ঐ গেটের মুখে লোকেরা তাদের নানান বিচার-শালিশ নিয়ে বসতো এবং সেখানে তাদের নেতারা বিচার নিষ্পত্তি করতেন।

২১:২০ প্রধান ব্যক্তিবর্গকে। ১৬:১৮-১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:২২ তাকে গাছে টাঙ্গিয়ে দাও। যেদিন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো কেবল সেদিনের মধ্যে গাছে টাংগানোর আইন ছিল। এর উদ্দেশ্য যেন অন্য সকল লোক সাবধান হয় এবং একজনের গুনাহের কারণে সমস্ত সমাজই দুঃখ ও লজ্জা পাবে। যেহেতু গাছে টাংগানো দেহকে আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত বলে বিশ্বাস করা হতো, সেহেতু দেহকে ঐ দিনই কবর দেয়া হতো যাতে দেশ আর নাপাক না থাকে। আরো দেখুন ২১:১-৯ আয়াতের নোট।

২২:১ তোমার ভাইয়ের কাছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনবে। ফিরিয়ে যাওয়া যে কোন সম্পদকে রক্ষা করতে হবে ও তা তার মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আরো দেখুন হিজরত ২৩:৪-৫।

২২:৮ ছাদে আলিসিয়া নির্মাণ করবে। ঐ অঞ্চলের প্রাচীন কালে সাধারণত ঘরের ছাদ থাকত সমতল। গরমকালে ছাদের উপরে

সাহায্য করবে।
৫ স্ত্রীলোক পুরুষের কাপড়, কিংবা পুরুষ
স্ত্রীলোকের কাপড় পরবে না; কেননা যে কেউ তা
করে, সে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের ঘৃণার পাত্র।
৬ পথের পাশের কোন গাছে কিংবা ভূমির
উপরে তোমার সম্মুখে যদি কোন পাখির বাসাতে
বাচ্চা কিংবা ডিম থাকে এবং সেই বাচ্চার কিংবা
ডিমের উপরে মা-পাখি বসে থাকে তবে তুমি
বাচ্চাগুলোর সঙ্গে মা-পাখিকে ধরবে না। ৭ তুমি
নিজের জন্য বাচ্চাগুলোকে নিতে পার, কিন্তু
নিশ্চয় মা-পাখিকে ছেড়ে দেবে; যেন তোমার
মঙ্গল ও দীর্ঘ পরমায়ু হয়।
৮ নতুন বাড়ি প্রস্তুত করলে তার ছাদে
আলিসিয়া নির্মাণ করবে, পাছে তার উপর থেকে
কোন মানুষ পড়লে তুমি তোমার বাড়িতে
রক্তপাতের অপরাধ বর্তাও।
৯ তোমার আঙ্গুর-ক্ষেতে দুই জাতের বীজ
বপন করবে না; পাছে সমস্ত ফলে— তোমার
লাগানো বীজে ও আঙ্গুর-ক্ষেতের ফলে— তুমি
স্বত্বহীন হও।
১০ বলদ ও গাধা একত্র জুড়ে চাষ করবে না।
১১ লোম ও মসীনা-মিশানো সুতায় তৈরি কাপড়
পরো না।
১২ তোমার আবরণের জন্য পরিধেয় কাপড়ের
চার কোণে ঝালর দিও।

[২২:৬] লেবীয় ২২:২৮।
[২২:৭] লেবীয় ২২:২৮।
[২২:৮] ইউসা ২:৮; ১শামু ৯:২৫; ২শামু ১১:২।
[২২:৯] লেবীয় ১৯:১৯।
[২২:১০] ২করি ৬:১৪।
[২২:১১] লেবীয় ১৯:১৯।
[২২:১২] শুমারী ১৫:৩৭-৪১; মথি ২৩:৫।
[২২:১৫] পয়দা ২৩:১০।
[২২:১৮] হিজ ১৮:২১।
[২২:২১] পয়দা ৩৪:৭; ৩৮:২৪; লেবীয় ১৯:২৯;

সহবাস সম্বন্ধে নিয়ম-নীতি

১৩ কোন পুরুষ যদি বিয়ে করে স্ত্রীর কাছে গমন
করে, পরে তাকে ঘৃণা করে, ১৪ এবং তার নামে
অপবাদ দেয় ও তার দুর্নাম করে বলে, আমি এই
স্ত্রীকে বিয়ে করেছি বটে, কিন্তু মিলন-কালে এর
সতীত্বের চিহ্ন পেলাম না; ১৫ তবে সেই কন্যার
পিতা-মাতা তার সতীত্বের চিহ্ন নিয়ে নগরের
প্রধান ব্যক্তিবর্গের কাছে নগর-দ্বারে উপস্থিত
করবে। ১৬ আর কন্যার পিতা তাদের বলবে,
আমি এই ব্যক্তির সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে
দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তাকে ঘৃণা করে; ১৭ আর
দেখ, এই অপবাদ দিয়ে বলে, আমি তোমার
কন্যার সতীত্বের চিহ্ন পাই নি; কিন্তু এই দেখুন
আমার কন্যার সতীত্বের চিহ্ন। আর তারা
নগরের প্রধান ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাতে সেই ব্যবহার
করা কাপড় মেলে ধরবে। ১৮ পরে নগরের
প্রাচীনবর্গরা সেই পুরুষকে ধরে শাস্তি দেবে।
১৯ আর তার এক শত (শেকল) রূপা দণ্ড হিসাবে
কন্যার পিতাকে দেবে, কেননা সেই ব্যক্তি
ইসরাইলীয় এক জন সতী নারীর উপরে দুর্নাম
এনেছে; আর সে তার স্ত্রী হবে, ঐ পুরুষ তার
সারা জীবনে তাকে তালাক দিতে পারবে না।
২০ কিন্তু সেই কথা যদি সত্য হয়, কন্যার
সতীত্বের চিহ্ন যদি না পাওয়া যায়; ২১ তবে
তারা সেই কন্যাকে বের করে তার পিতার

ঘরের ভেতরের চেয়ে গরম লাগত কম। সেই কারণে অনেকে ছাদে ঘুমানোর ও মেহমানদের আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করতো।

২২:৯ আঙ্গুর-ক্ষেতে দুই জাতের বীজ বপন করবে না। ইসরাইল জাতি বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ্‌ সৃষ্টির সময় থেকেই প্রত্যেকটি জিনিষ অন্য জিনিষ থেকে আলাদা করে সৃষ্টি করেছিলেন (পয়দা ১)। বীজ উৎপন্ন করা, চাষাবাদ করা, এমনকি কাপড়-চোপড় তৈরি করার মধ্যেও আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে যে নিয়ম চালু আছে তা মেনে চলতে হয় (লেবীয় ১৯:১৯)।

২২:১১ মসীনা। মসীনা আঁশের গাছ কেটে তা জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তার পরে তা শুকাতে হয়। তারপর তার আঁশ আলাদা করে তা বুনিয়ে সুতা তৈরি করতে হয়। সেই সুতা দিয়ে মসীনা কাপড় তৈরি করা হয়।

২২:১২ কাপড়ের চার কোণে ঝালর দিও। “থোপ্‌না” বলতে যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ইহিস্কেল ৮:৩ আয়াতে তার অনূবাদ করা হয়েছে “চুল”। লোকেরা যখন হাঁটাহাঁটি করতো তখন থোপ্‌না নড়াচড়া করতো এবং তা যেন লোকদের আল্লাহ্‌র আইন-কানুন ও নির্দেশের কথা মনে করিয়ে দিত। বর্তমানেও ইহুদীদের মুনাজাতের সময়ে ব্যবহৃত চাদরে কারু-কাজ ছাড়াও এই থোপ্‌না রাখা হয়। আরো দেখুন শুমারী ১৫:৩৭-৪১ আয়াত।

২২:১৩-২১ সেই কন্যার নগরের পুরুষেরা পাথর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করবে। প্রাচীন কালে ইসরাইল সমাজে স্ত্রী লোকদের সতীত্বকে অত্যন্ত কঠোরভাবে রক্ষা করার আইন ছিল। বিয়ের আগে মেয়েদের কুমারী থাকার নিশ্চয়তা রক্ষার জন্য কঠিন নিয়ম ছিল। বিয়ের পরে যদি প্রমাণ পাওয়া যেত যে, কোন স্ত্রীলোক তার বিয়ের আগেই সে সতীত্ব হারিয়েছে তাহলে প্রাণদণ্ড হতো। এভাবে বিয়ের আগে যৌন কাজকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হতো (২২:২১)। বিয়ের আগেই কুমারীত্ব হারালে সে স্ত্রীলোককে তার বাবার বাড়ির দরজায় পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হতো। এভাবে সে যে তার বাবার পরিবারের উপরে লজ্জা এনেছে তা সমাজকে জানিয়ে দেয়া হতো। অপরদিকে স্ত্রীর কুমারীত্বের বিষয়ে স্বামীর অভিযোগ যদি মিথ্যা প্রমাণীত হতো তাহলে ঐ স্বামীকে প্রহার করে ও তাকে বড় জরিমানা করে শাস্তি দেয়া হতো। মিথ্যা অভিযোগের জন্য যে জরিমানা দিতে হতো তা সেই স্বামী তার শশুরকে দিত, তার স্ত্রীকে নয় (২২:১৯,২৮,২৯)।

২২:১৯ এক শত (শেকল) রূপা দণ্ড। এই জরিমানার পরিমাণ ছিল বিয়ের জন্য কোন লোক তার স্ত্রীর বাবাকে যতটুকু দিত তার দুই গুণ (২২:২৮,২৯)।

২২:২২ পরস্ত্রীর সঙ্গে শয়নকালে ধরা পড়ে। অন্য পুরুষের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করাকে নিষিদ্ধ করার একটা লক্ষ্য ছিল নিজের স্ত্রীর উপরে স্বামীর বা কোন পুরুষ যে স্ত্রীলোককে বিয়ে করবে বলে ঠিক হয়েছে তার উপরে তার অধিকারকে রক্ষা করা। বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়া বা তার জন্য বাগদান হওয়া ছিল আইনগত ভাবে বিবাহিত হবার সমান যদিও ঐ পুরুষ ও স্ত্রীলোক এক সঙ্গে শুয়ে নাও থাকতে পারে বা তারা একত্রে বসবাস শুরু নাও করতে পারে। যদি কোন পুরুষ অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে কিংবা

বাড়ির দরজার কাছে আনবে এবং সেই কন্যার
নগরের পুরুষেরা পাথর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করবে;
কেননা পিতার বাড়িতে জেনা করাতে সে
ইসরাইলের মধ্যে মূঢ়তার কাজ করেছে; এভাবে
তুমি তোমার মধ্য থেকে দুষ্টাচার লোপ করবে।
২২ কোন পুরুষ যদি পরস্ত্রীর সঙ্গে শয়নকালে
ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সঙ্গে শয়নকারী সেই
পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হবে; এভাবে তুমি
ইসরাইলের মধ্য থেকে দুষ্টাচার লোপ করবে।
২৩ যদি কেউ পুরুষের প্রতি বাগ্‌দত্তা কোন
কুমারীকে নগরের মধ্যে পেয়ে তার সঙ্গে শয়ন
করে; ২৪ তবে তোমরা সেই দু'জনকে বের করে
নগর-দ্বারের কাছে এনে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবে;
সেই কন্যাকে হত্যা করবে, কেননা নগরের মধ্যে
থাকলেও সে চিৎকার করে নি এবং সেই
পুরুষকে হত্যা করবে, কেননা সে তার
প্রতিবেশীর স্ত্রীকে তার সম্মান ভ্রষ্ট করেছে;
এভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে দুষ্টাচার লোপ
করবে।
২৫ কিন্তু যদি কোন পুরুষ বাগ্‌দত্তা কন্যাকে মাঠে
পেয়ে বলপূর্বক তার সঙ্গে শয়ন করে, তবে তার
সঙ্গে শয়নকারী সেই পুরুষমাত্র হত হবে;
২৬ কিন্তু কন্যার প্রতি তুমি কিছুই করবে না; সে
কন্যা প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন গুনাহ্‌ করে নি;
ফলত যেমন কোন মানুষ তার প্রতিবেশীর
বিরুদ্ধে উঠে তাকে প্রাণে খুন করে, এও
সেরকম। ২৭ কেননা সেই পুরুষ মাঠে তাকে
পেয়েছিল; ঐ বাগ্‌দত্তা কন্যা চিৎকার করলেও
তার উদ্ধারকর্তা কেউ ছিল না।
২৮ যদি কেউ বাগ্‌দত্তা নয় এমন কোনও কুমারী
কন্যাকে পেয়ে তাকে ধরে তার সঙ্গে শয়ন করে,
২৯ ও তারা ধরা পড়ে, তবে তার সঙ্গে শয়নকারী
সেই পুরুষ কন্যার পিতাকে পঞ্চাশ (শেকল)
রূপা দেবে এবং তাকে তার সম্মান ভ্রষ্ট করেছে
বলে সে তার স্ত্রী হবে; সেই পুরুষ তাকে সারা
জীবনে তালাক দিতে পারবে না।
৩০ কোন পুরুষ তার পিতার স্ত্রীকে গ্রহণ করবে
না ও তার পিতার আবরণীয় অনাবৃত করবে না।

যারা মাবুদের সমাজে প্রবেশ করবে না

২৩ ১ যার অণ্ডকোষ থেঁৎলে গেছে কিংবা
পুরুষাংগ কেটে ফেলা হয়েছে এমন
কোন ব্যক্তি মাবুদের সমাজে প্রবেশ করবে না।
২ জারজ ব্যক্তি মাবুদের সমাজে প্রবেশ করবে
না; তার দশম পুরুষ পর্যন্তও মাবুদের সমাজে
প্রবেশ করতে পারবে না।
৩ অম্মোনীয় কিংবা মোয়াবীয় কেউ মাবুদের
সমাজে প্রবেশ করতে পারবে না; দশম পুরুষ
পর্যন্ত তাদের কেউ মাবুদের সমাজে কখনও
প্রবেশ করতে পারবে না। ৪ কেননা মিসর থেকে
তোমাদের আসার সময়ে তারা পথে খাদ্য ও

১করি ৫:১৩।
[২২:২২] পয়দা ৩৮:২৪; হিজ ২১:১২; মথি ৫:২৭-২৮; ইউ ৮:৫; ১করি ৬:৯; ইব ১৩:৪।
[২২:২৪] ১করি ৫:১৩।
[২২:২৭] পয়দা ৩৯:১৪।
[২২:২৮] হিজ ২২:১৬।
[২২:৩০] পয়দা ২৯:২৯; লেবীয় ১৮:৮; ২০:৯; ১করি ৫:১।
[২৩:১] লেবীয় ২১:২০।
[২৩:৩] পয়দা ১৯:৩৮।
[২৩:৪] শুমারী ২৩:৭; ২পিতর :১৫।

অন্যের সঙ্গে বিয়ে হবে বলে বাগ্‌দান হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন কাজ করে তাহলে তার ও সেই স্ত্রীলোকের উভয়েরই প্রাণদণ্ড হবে। তবে সেই স্ত্রীলোককে যদি চিৎকার করে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সাহায্য চাইতে শুনা যায় তাহলে সে ঐ শাস্তি এড়াতে পারবে (২২:২৩,২৪), অথবা ঐ ঘটনা যদি এমন দূরের কোন জায়গায় ঘটে থাকে যে, সে চিৎকার করে থাকলেও তা কারও শুনতে পাবার কথা নয় (২২:২৫)। এই অবস্থায় পুরুষ লোকটি ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত হবে ও তাকে মেরে ফেলা হবে। যদি কোন পুরুষ এমন কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন কাজ করে যার কারো সঙ্গে বিয়ে হয়নি কিংবা বাগ্‌দানও হয়নি, তাহলে ঐ পুরুষকে সেই স্ত্রীলোকের বাবাকে জরিমানা দিতে হবে, তাকে বিয়ে করতে হবে ও সারাজীবন তাকে ভরণ-পোষণ দিতে হবে অর্থাৎ তাকে সে কখনও তালাক দিতে পারবে না। আরো দেখুন হিজরত ২২:১৬,১৭।

২২:৩০ কোন পুরুষ তার পিতার স্ত্রীকে ... অনাবৃত করবে না। এখানে হয়তো কোন বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা সৎমাকে বুঝানো হয়েছে। আরো দেখুন লেবীয় কিতাব ১৮:৮; ২০:১১; দ্বিতীয় বিবরণ ২০:১১; ১৭:১৪-২৬।

২৩:১ যার অণ্ডকোষ থেঁৎলে গেছে কিংবা পুরুষাংগ কেটে ফেলা হয়েছে। কোন ব্যক্তি হয়তো দুর্ঘটনাক্রমে আহত হয়ে তার গোপন অঙ্গ বিকৃত হয়ে থাকতে পারে; অথবা পরজাতীয় দেবদেবীর প্রতি তার ভক্তির চিহ্নরূপে সে তার গোপন অঙ্গ কেটে ফেলতে পারে। যে লোকের অণ্ডকোষ কেটে ফেলে দেয়া হয় তাকে বলা হয় "খোজা"। প্রাচীন আমলে এমন অনেক খোজা ছিল। তাদের সাধারণত রাজপ্রসাদে কর্মচারীরূপে ব্যবহার করা হতো। তাদের বেশি নিয়োগ করা হতো রাজপ্রাসাদে মহিলাদের কর্মচারীরূপে। আল্লাহ্‌র লোকদের সমাজ থেকে খোজাদের বাইরে রাখার দ্বারা একথা বুঝানো হতো যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যা বেছে নেয়া কিংবা উৎসর্গ করা হবে তা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে প্রতিফলিত করবে। যদি কোন সন্তান-সন্ততির নর-নারীর বিবাহ সম্পর্কের বাইরে জন্ম হতো তাহলে তারাও আল্লাহ্‌র লোকদের সমাজের বাইরে থাকবে কারণ তারা আল্লাহ্‌র আইনের বাইরের লোক।

২৩:২ দশম পুরুষ পর্যন্ত। "দশ" বা চৌদ্দ সংখ্যার দ্বারা সম্পূর্ণতা বুঝায়; তাই এর দ্বারা এখানে হয়তো কোন কালেও বুঝানো হয়েছে।

২৩:৩ অম্মোনীয় কিংবা মোয়াবীয় কেউ মাবুদের সমাজে প্রবেশ করতে পারবে না। এখানে ইতিহাসের যে কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে পুরাতন নিয়মে অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা ইতিহাসের পুরাপুরি মিল নেই। মোয়াব বালামকে ব্যবহার করেছিল যেন সে ইসরাইলকে অভিশাপ দেয় (শুমারী ২২:১-৬)। অম্মোন জড়িত ছিল বলে এখানে উল্লেখ নেই। অম্মোনকে আল্লাহ্‌র লোকরূপে দেখানো হয়নি, কারণ অম্মোন ও মোয়াব ছিল লোট ও তার মেয়েদের মধ্যে অবৈধ যৌন কাজের ফলে জন্ম হওয়া সন্তানদের জাতি (পয়দা ১৯:২০-৩৮)।

২৩:৭ তুমি ইদোমীয়কে ... মিসরীয়কে ঘৃণা করবে না। ইদোমীয়রা ইসরাইল জাতির লোকদের তাদের দেশের মধ্য

পানি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নি;
আবার তোমাকে বদদোয়া দেবার জন্য তোমার
বিরুদ্ধে অরাম-নহরয়িম দেশের পথোর-নিবাসী
বিয়োরের পুত্র বালামকে ঘুষ দিয়েছিল। ৫ তবুও
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ বালামের কথা শুনতে
সম্মত হন নি; বরং তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমার
পক্ষে সেই বদদোয়া দোয়ায় পরিণত করলেন;
কারণ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে মহব্বত
করেন। ৬ তুমি সারা জীবন কখনও তাদের শান্তি
কিম্বা মঙ্গলের চেষ্টা করবে না।
৭ তুমি ইদোমীয়কে ঘৃণা করবে না, কেননা সে
তোমার ভাই; মিসরীয়কে ঘৃণা করবে না, কেননা
তুমি তার দেশে প্রবাসী ছিলে। ৮ তাদের থেকে
যে সন্তানেরা উৎপন্ন হবে, তারা তৃতীয় পুরুষে
মাবুদের সমাজে প্রবেশ করতে পারবে।

সৈন্য-শিবিরের পবিত্রতা রক্ষার নিয়ম

৯ তোমার দুশমনদের বিরুদ্ধে শিবিরে
যাত্রাকালে যাবতীয় মন্দ বিষয়ে সাবধান থাকবে।
১০ তোমার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি
বীর্যপাতজনিত কোন নাপাকীতায় নাপাক হয়,
তবে সে শিবির থেকে বাইরে যাবে, শিবিরের
মধ্যে প্রবেশ করবে না। ১১ পরে বেলা অবসান
হলে সে গোসল করবে ও সূর্যের অস্তগমন সময়ে
শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করবে।
১২ তুমি শিবিরের বাইরে একটি স্থান নির্ধারণ
করে মলত্যাগের স্থান বলে সেই স্থানে যাবে;
১৩ আর তোমার অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে একখানি খুন্তি
থাকবে; মলত্যাগের স্থানে যাবার সময়ে তুমি তা
দ্বারা গর্ত করে তোমার থেকে বের হওয়া মল
ঢেকে ফেলবে। ১৪ কেননা তোমাকে রক্ষা করতে
ও তোমার দুশমনদেরকে তোমার হাতে তুল
দিতে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমার শিবিরের
মধ্যে গমনাগমন করেন; অতএব তোমার শিবির
পবিত্র হোক; পাছে তোমার মধ্যে কোন নাপাক
বিষয় দেখে তিনি তোমাদের দিক থেকে মুখ
ফিরিয়ে নেন।
১৫ যে গোলাম তার মালিকের কাছ থেকে
পালিয়ে তোমার কাছে আসে, তুমি তাকে সেই
মালিকের হাতে তুলে দেবে না। ১৬ সে তোমার
কোন এক নগর-দ্বারের ভিতরে, যেখানে তার
ভাল লাগে, সেই মনোনীত স্থানে তোমার সঙ্গে
তোমার মধ্যে বাস করবে; তুমি তার উপরে
জুলুম করবে না।
১৭ বনি-ইসরাইলের কোন কন্যা যেন পতিতা না
হয়, আর বনি-ইসরাইলের কোন পুরুষ যেন
পুংগামী না হয়। ১৮ কোন মানতের জন্য

[২৩:৫] শুমারী ২৪:১০; ২৪:১০; মেসাল ২৬:২।
[২৩:৬] ইশা ১৫:১; ২৫:১০; ইয়ার ২৫:২১; ২৭:৩; ৪৮:১; ইহি ২৫:৮; সফ ২:৯।
[২৩:৭] পয়দা ২৫:৩০।
[২৩:৯] লেবীয় ১৫:১-৩৩।
[২৩:১০] লেবীয় ১৫:১৬।
[২৩:১১] লেবীয় ১৫:১৬।
[২৩:১৪] পয়দা ৩:৮।
[২৩:১৫] ২শামু ২২:৩; জবুর ২:১২; ৭১:১।
[২৩:১৬] হিজ ২২:২১; ২৩:৬।
[২৩:১৭] ১বাদশা ১৪:২৪; ১৫:১২; ২২:৪৬; ২বাদশা ২৩:৭।
[২৩:১৮] প্রকা ২২:১৫।

দিয়ে যেতে দিতে চায়নি। তবে যেহেতু তারা বনি-ইসরাইলদের আত্মীয় তাই তাদের এক সঙ্গে দেখানো হয়েছে। মিসরীয়দের ধরা হয়েছে কারণ তারা বনি-ইসরাইলদের গোলাম হিসাবে তাদের দেশে রেখেছিল (হিজ ১:১-২২) ইউসুফ ও তাঁর পিতা ইয়াকুবের পরিবারকে সাহায্য করেছিল (পয়দা ৪১:৩৭-৫৭; ৪৬:১-৪৭:২৬)।

২৩:৯ শিবিরে যাত্রাকালে যাবতীয় মন্দ বিষয়ে সাবধান থাকবে। যে ছাউনি আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল তা ছিল ধর্মযুদ্ধের অংশ। ২:২৪ এবং ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:১০ বীর্যপাতজনিত কোন নাপাকীতায় নাপাক হয়। রক্তের মতই বীর্যকে পবিত্র মনে করা হতো, যেহেতু তার মধ্যে নতুন প্রাণের "বীজ" আছে। অহেতুক যদি কোন পুরুষের বীর্যপাত ঘটত তাহলে ঐ ব্যক্তি সারাদিনের জন্য নাপাক হসাবে থাকত। তাই তাকে ঐ দিন শিবিরের বাইরে থাকতে হতো (লেবীয় ১৫:১৬-১৮)। দেহের ভেতর থেকে বের হওয়া অন্যান্য জিনিষও নাপাক বলে বিবেচিত হতো। তাই ছাউনির বাইরে পায়খানার ব্যবস্থা করতে হুকুম দেয়া হয়েছিল। আরো দেখুন ১২:৫-১৯ (নাপাক)।

২৩:১৭ কোন কন্যা যেন পতিতা না হয়। এখানে পতিতা বলতে মূলত মন্দির-বেশ্যকে বুঝানো হয়েছে। কোন কোন কেনানীয়রা তাদের মন্দিরে গিয়ে মন্দির বেশ্যাদের সঙ্গে যৌন কাজ করার মধ্য দিয়ে তাদের দেবদেবীদের পূজা করতো। ঐ মন্দির বেশ্যারা ছিল সেই সব দেবদেবীদের প্রতিনিধি। কোন কোন অবিবাহিত যুবতীদের সঙ্গে কেনানীয়দের বর্ষা ও উর্বরতার দেবতা বালের পূজারীদের সঙ্গে যৌন কাজ করতে হতো। লোকদের বিশ্বাস ছিল এই যে, ঐ ধর্মীয় যৌন কাজের কারণে দেবতারা দেশকে উর্বর করতেন। যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা বালের পূজারীদের সঙ্গে যৌন কাজ করতো তাদের "মন্দির-বেশ্যা" বলা হতো। দেখুন লেবীয় কিতাব ১৯:২৯; হোশেয় ৪:১১-১৯।

২৩:১৮ মানত পূরনের জন্য। মন্দির বেশ্যারা পূজারীদের সঙ্গে যৌন কাজের দ্বারা যা আয় করতো সে অর্থের অংশ তারা দেবদেবীর জন্য উৎসর্গ করতো। ঐ সবের কোন অর্থ যেন ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে উৎসর্গ করা না হয় তার জন্য নিষেধ করা হয়েছে।

২৩:১৯ সুদ পাবার জন্য তোমার ভাইকে ঋণ দেবে না। ঐ সময় পর্যন্ত কোন ধাতুর তৈরি মুদ্রা বা নোটের ব্যবহার ইসরাইল জাতির মধ্যে শুরু হয় নি। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য তারা সোনা ও রূপার টুকরা ব্যবহার করতো। ঐ সোনার বা রূপার টুকরা ধার করার জন্য বাড়তি যা দিতে হতো তাকে সুদ বলা হতো, অথবা ধার করা সোনা বা রূপার টুকরার পরিমানের চেয়ে বেশি যা দিতে হতো তাকে সুদ বলা হতো। আরো দেখুন লেবীয় ২৫:৩৫-৩৮; দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:৭-১১; হিজরত ২২:২৫।
যারা আর্থিক কষ্টের মধ্যে থাকত ইসরাইলীয়রা তাদের অর্থকরি ধার দিত। তবে ঐ দরিদ্র লোকদের কাছ থেকে তাদের সুদ নেবার কথা ছিল না। বিদেশীদের কাছে সাধারণত লোন দেয়া হতো ব্যবসা-বানিজ্যের জন্য যার ফলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই লাভ হতো। আরো দেখুন ২২:২৫; লেবীয় ২৫:৩৬,৩৭; দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:৭-১১।

২৩:২১ মাবুদের উদ্দেশে কিছু মানত করলে। আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুর জন্য মুনাজাত করে তা পেলে আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপে উপহার আনার জন্য প্রতিজ্ঞা অনেকেই

পতিতার বেতন কিংবা কুকুরের মূল্য তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদের গৃহে আনবে না, কেননা সে
উভয়ই তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে ঘৃণার
বস্তু।
১৯ তুমি সুদের জন্য, রূপার সুদ, খাদ্য সামগ্রীর
সুদ, কোন দ্রব্যের সুদ পাবার জন্য, তোমার
ভাইকে ঋণ দেবে না। ২০ সুদের জন্য বিদেশীকে
ঋণ দিতে পার, কিন্তু সুদের জন্য তোমার ভাইকে
ঋণ দেবে না, যেন তুমি যে দেশ অধিকার
করতে যাচ্ছ সেই দেশে তোমার সমস্ত কাজে
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে দোয়া করেন।
২১ তুমি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে কিছু
মানত করলে তা দিতে বিলম্ব করো না; কেননা
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ অবশ্য তা তোমা থেকে
আদায় করবেন; না দিলে তোমার গুনাহ্‌ হবে।
২২ কিন্তু যদি মানত না কর, তবে তাতে তোমার
গুনাহ্‌ হবে না। ২৩ তোমার মুখ থেকে বের হওয়া
কথা সযত্নে পালন করবে; তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদের উদ্দেশে তোমার মুখ থেকে যেমন
স্বেচ্ছাদত্ত মানতের কথা বের হয়, সেই অনুসারে
করবে।
২৪ প্রতিবেশীর আঙ্গুর-ক্ষেতে গেলে তুমি
তোমার ইচ্ছানুসারে তৃপ্তি পর্যন্ত আঙ্গুর ফল
ভোজন করতে পারবে, কিন্তু পাত্রে করে কিছু
নেবে না।
২৫ প্রতিবেশীর শস্য ক্ষেতে গেলে তুমি তোমার
হাতে শীষ ছিঁড়তে পারবে, কিন্তু তোমার
প্রতিবেশীর শস্য ক্ষেতে কাস্তে লাগাবে না।

[২৩:১৯] লেবীয় ২৫:৩৫-৩৭; নহি ৫:২-৭।
[২৩:২১] শুমারী ৩০:১-২; আইউ ২২:২৭; জবুর ৬১:৮; ৬৫:১; ৭৬:১১; ইশা ১৯:২১; মথি ৫:৩৩; প্রেরিত ৫:৩।
[২৩:২২] প্রেরিত ৫:৪।
[২৩:২৫] মথি ১২:১; মার্ক ২:২৩; লূক ৬:১।
[২৪:১] ২বাদশা ১৭:৬; ইশা ৫০:১; ইয়ার ৩:৮; মালা ২:১৬; মথি ১:১৯; ৫:৩১; ১৯:৭-৯; মার্ক ১০:৪-৫।
[২৪:৪] ইয়ার ৩:১।
[২৪:৫] দ্বি:বি ২০:৭।
[২৪:৬] হিজ ২২:২২।

বিয়ে ও তালাক দেবার বিষয়ে নিয়ম

২৪ ১ কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে গ্রহণ করে
বিয়ে করার পর যদি তাতে কোন রকম
অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখতে পায়, আর সেজন্য
সেই স্ত্রী তার দৃষ্টিতে প্রীতির পাত্র না হয়, তবে
সেই পুরুষ তার জন্য একটি তালাক-নামা লিখে
তার হাতে দিয়ে তার বাড়ি থেকে তাকে বিদায়
করতে পারবে। ২ আর সেই স্ত্রী তার বাড়ি থেকে
বের হবার পর গিয়ে অন্য পুরুষের স্ত্রী হতে
পারে। ৩ আর ঐ দ্বিতীয় স্বামীও যদি তাকে ঘৃণা
করে এবং তার জন্য তালাক-নামা লিখে তার
হাতে দিয়ে তার বাড়ি থেকে তাকে বিদায় করে,
কিংবা ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি মারা যায়; ৪ তবে যে
প্রথম স্বামী তাকে তালাক দিয়েছিল, তার পক্ষে
সেই স্ত্রী নাপাক হবার ফলে সে তাকে পুনর্বার
বিয়ে করতে পারবে না; কেননা তা মাবুদের
সাক্ষাতে ঘৃণার কাজ; তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ
অধিকার হিসেবে যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন,
তুমি তার উপর গুনাহ্‌ ডেকে আনবে না।

নানা রকম নিয়ম

৫ কোন ব্যক্তি নতুন বিয়ে করলে সৈন্যদলে গমন
করবে না এবং তাকে কোন কাজের ভার দেওয়া
যাবে না; সে এক বছর পর্যন্ত তার বাড়িতে
নিষ্কর্মা থেকে যে স্ত্রীকে সে গ্রহণ করেছে তাকে
নিয়ে সুখ উপভোগ করবে।
৬ কেউ কারো যাঁতা কিংবা তার উপরের পাট
বন্ধক রাখবে না; তা করলে প্রাণ বন্ধক রাখা
হয়।

করতো। এই পবিত্র প্রতিজ্ঞাকে, যাকে মানত বলা হতো, প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি খুব গুরুত্ব দিত এবং এক মানত করলে তা আর খেলাপ করা যেত না। আরো দেখুন শুমারী ৩০:১-৬; মথি ৫:৩৩।

২৩:২৪,২৫ প্রতিবেশীর আঙ্গুর-ক্ষেতে ... শস্য ক্ষেতে গেলে। আঙ্গুর-ক্ষেত হল এমন জায়গা যেখানে আঙ্গুরের চাষ করা হয়। আঙ্গুর-ক্ষেত সাধারণত পাহাড়ের গায়ে তৈরি করা হতো এবং তা রক্ষা করার জন্য তার চারদিকে দেয়াল বা বেড়া দিয়ে দেয়া হতো। ঐ সব অঞ্চলে শস্য বলতে সাধারণত গম, ভূট্টা ও যব, ইত্যাদি বুঝানো হতো। এখানে যে ব্যবস্থার কথা আছে তা দেয়া হয়েছিল কেবল জরুরী প্রয়োজনে ক্ষুধা মিটানোর জন্য, কিন্তু অন্যের শস্য চুরি করার জন্য নয়।

২৪:১-৪ একটি তালাক-নামা লিখে তার হাতে দিয়ে তার বাড়ি থেকে তাকে বিদায় করতে পারবে। প্রাচীন কালে ইসরাইলীয় সমাজে একজন পুরুষ সহজেই তার স্ত্রীকে তালাক-নামা দিয়ে তালাক দিতে পারত, যদিও তার কারণ তাকে লিখে দিতে হতো। তার পরে ঐ স্ত্রীলোক যদি অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতো এবং তার পরে তার সেই দ্বিতীয় স্বামী মারা গেলেও তার প্রথম স্বামী তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারত না। এই আইন করা হয়েছিল যাতে কোন পুরুষ যেন খুব সহজেই তার স্ত্রীকে ত্যাগ না করতে চায়। ইসরাইলীয় সমাজে বিবাহ ও যৌন জীবনের পবিত্রতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ এ বিষয়ের আইন-কানুনের অবাধ্য হলে সমস্ত দেশ ও সমাজ অপবিত্র হতো। মথি ৫:৩১; ১৯:৭; মার্ক ১০:৪।

২৪:৬ যাঁতা। দু'টা সমান পাথরের মধ্যে শস্য রেখে উপরের পাথরটা ঘুড়িয়ে সেই শস্য গুড়া করা বা তার খোসা ছাড়ানো হতো। ঐ পাথরকে যাঁতা বলা হয়। যাঁতা থাকত ছোট-বড় দুই রকমের– ছোট আকারের যাঁতা হাত দিয়েই ঘুড়ানো হতো; আর এক প্রকার যাঁতা ছিল যা এতই বড় যে, তা ঘুড়ানোর জন্য ঘানি ঘুড়ানোর মত শ্রমিক বা পশু ব্যবহার করা হতো। কোন কোন জায়গায় পানির শক্তিও ব্যবহার করা হতো যাঁতা ঘুড়ানোর জন্য। প্রত্যেক পরিবারেরই ছোট বা বড় একটা যাঁতা থাকত যাতে তারা নিজেদের জন্য শস্য গুড়া করে বা তার খোসা ছাড়িয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় খাবার (যেমন রুটি) তৈরি করতে পারত। কেউ যদি অন্য কাউকে অর্থ ধার দিত তখন সে সেই ধারের অর্থ ফেরৎ পাবার নিশ্চয়তার জন্য ঋণী লোকের জাতাটা নিতে পারত না। আরো দেখুন আমোস ২:৬-৮।

২৪:৮ কুষ্ঠরোগের। হিব্রু ভাষায় যে শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে "কুষ্ঠরোগ" কথাটা দ্বারা সব ধরনের চর্মরোগকে বুঝানো হতো। ধর্মীয়ভাবে পাক-পবিত্র থাকার জন্য যে কঠিন ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল যাতে চর্মরোগ না হয়। কিছু কিছু চর্মরোগ ছিল ছোঁয়াচে। তবে ছোঁয়াচে হোক আর না হোক যে কোন চর্মরোগ ও ঘা এর দ্বারা আক্রান্ত লোককে নাপাক বলে গণ্য করা হতো। আরো দেখুন শুমারী ৫:২-৪; লেবীয় ১৩:১-

৭ কোন মানুষ যদি তার ভাই বনি-
ইসরাইলদের মধ্যে কোন লোককে চুরি করে
এবং তার প্রতি গোলামের মত ব্যবহার করে, বা
বিক্রি করে এবং ধরা পড়ে, তবে সেই চোরকে
মেরে ফেলতে হবে; এভাবে তুমি তোমার মধ্য
থেকে দুষ্টাচার লোপ করবে।
৮ তুমি কুষ্ঠরোগের ঘায়ের বিষয়ে সাবধান
হয়ে, লেবীয় ইমামেরা যেসব উপদেশ দেবে,
অতিশয় যত্নপূর্বক সেই অনুসারে কাজ করো;
আমি তাদেরকে যে যে হুকুম দিয়েছি তা পালন
করতে যত্ন করবে। ৯ মিসর থেকে তোমাদের
বের হয়ে আসার সময়ে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ
পথে মরিয়মের প্রতি যা করেছিলেন তা স্মরণে
রাখবে।
১০ তোমার প্রতিবেশীকে কোন কিছু ঋণ দিলে
তুমি বন্ধকী দ্রব্য নেবার জন্য তার বাড়িতে প্রবেশ
করবে না। ১১ তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং
ঋণী ব্যক্তি বন্ধকী দ্রব্য বের করে তোমার কাছে
আনবে। ১২ আর সে যদি দরিদ্র হয়, তবে তুমি
তার বন্ধকী দ্রব্য রেখে ঘুমাতে যাবে না।
১৩ সূর্যাস্তকালে তার বন্ধকী দ্রব্য তাকে অবশ্য
ফিরিয়ে দেবে; তাতে সে তার কাপড়ে শয়ন করে
তোমাকে দোয়া করবে; আর তা তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদের সাক্ষাতে তোমার ধার্মিকতার কাজ
হবে।
১৪ তোমার ভাই হোক, কিংবা তোমার দেশের
নগর-দ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী হোক, দীনদুঃখী
বেতনজীবীর প্রতি জুলুম করবে না। ১৫ কাজের
দিনে তার বেতন তাকে দেবে; সূর্যের অস্তগমন
পর্যন্ত তা রাখবে না; কেননা সে দরিদ্র এবং সেই
বেতনের উপরে তার মন পড়ে থাকে; পাছে সে
তোমার বিরুদ্ধে মাবুদকে ডাকে, আর এই
বিষয়ে তোমার গুনাহ্‌ হয়।
১৬ সন্তানের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য
সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাবে না; প্রত্যেক জন
নিজ নিজ গুনাহ্‌র জন্যই প্রাণদণ্ড ভোগ করবে।
১৭ বিদেশী কিংবা এতিমের বিচারে অন্যায় করবে
না এবং বিধবার কাপড় বন্ধক নেবে না।
১৮ স্মরণে রাখবে, তুমি মিসর দেশে গোলাম
ছিলে, কিন্তু তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ সেখান থেকে
তোমাকে মুক্ত করেছেন, এজন্য আমি তোমাকে
এই কাজ করার হুকুম দিচ্ছি।
১৯ তুমি ক্ষেতে তোমার শস্য কাটবার সময়ে যদি
একটি আটি ক্ষেতে ফেলে রেখে এসে থাক,
তবে তা নিয়ে আসতে ফিরে যেও না; তা
বিদেশীর, এতিমের ও বিধবার জন্য থাকবে;
যেন তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমার সমস্ত কাজে
তোমাকে দোয়া করেন। ২০ যখন তোমার
জলপাই গাছের ফল পাড়, তখন ডালে যা
অবশিষ্ট থাকে তা আবার পাড়তে যেও না; তা
বিদেশী, এতিম ও বিধবার জন্য থাকবে।
২১ যখন তোমার আঙ্গুর-ক্ষেতের আঙ্গুর ফল চয়ন
কর, তখন চয়নের পরে আবার কুড়াবে না; তা
বিদেশী, এতিম ও বিধবার জন্য থাকবে।
২২ স্মরণে রাখবে, তুমি মিসর দেশে গোলাম
ছিলে, এজন্য আমি তোমাকে এই কাজ করার
হুকুম দিচ্ছি।

২৫

১ মানুষের মধ্যে ঝগড়া উপস্থিত হলে
ওরা যদি বিচারকদের কাছে যায়, আর
তারা বিচার করে, তবে নির্দোষকে নির্দোষ ও
দোষীকে দোষী করবে। ২ আর যদি দুষ্টলোক
প্রহারের যোগ্য হয়, তবে বিচারক তাকে শয়ন

[২৪:৭] ১করি ৫:১৩।
[২৪:৮] লেবীয় ১৩:১-৪৬; ১৪:২।
[২৪:৯] শুমারী ১২:১০।
[২৪:১০] হিজ ২২:২৫-২৭।
[২৪:১২] হিজ ২২:২৬।
[২৪:১৩] জবুর ১০৬:৩১; দানি ৪:২৭।
[২৪:১৪] আমোস ৪:১; ১তীম ৫:১৮।
[২৪:১৫] লেবীয় ১৯:১৩; মথি ২০:৮।
[২৪:১৬] ইয়ার ৩১:২৯-৩০।
[২৪:১৭] হিজ ২২:২২; জবুর ১০:১৮; ৮২:৩; মেসাল ২৩:১০; ইহি ২২:৭।
[২৪:১৮] দ্বি:বি ১৫:১৫।
[২৪:১৯] ইহি ৪৭:২২; জাকা ৭:১০; মালা ৩:৫।
[২৪:২০] লেবীয় ১৯:১০।
[২৫:১] হিজ ২১:৬।
[২৫:১] দ্বি:বি ১৭:৮-১৩; ১৯:১৭; প্রেরিত ২৩:৩।
[২৫:২] মেসাল ১০:১৩; ১৯:২৯; লূক ১২:৪৭-৪৮।

১৪:৫৪।

লেবীয় ইমামেরা। ১০:৮ লেবীয় বংশ বিষয়ক আয়াতের নোট দেখুন। দেশ ও দেশের লোকদের জীবন আল্লাহ্‌র কাছে সঠিক বা ধর্মীয় অর্থে খাঁটি আছে কি-না তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল ইমামদের।

২৪:১৫ সূর্যের অস্তগমন পর্যন্ত তা রাখবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মজুর ভাড়া করা হতো নির্দিষ্ট কোন সময় বা কালের জন্য এবং দৈনিক মজুরী দেবার শর্তে। গরীব মজুরেরা সম্ভবত তাদের দিনের আয়ের সবই খাবার কেনার জন্য খরচ করে ফেলত। আরো দেখুন লেবীয় ১৯:১৩।

২৪:১৬ প্রত্যেক জন নিজ নিজ গুনাহ্‌র জন্যই প্রাণদণ্ড ভোগ করবে। প্রাচীন কালে সমাজের একজনের গুনাহ্‌ বা অপরাধের জন্য দায়ী করা হতো তার সমস্ত বংশ বা সমস্ত সমাজকে। যেমন দেখুন শুমারী ১৬:১-৩৩; ইউসা ৭:২৪-২৫; ২ শামুয়েল ২১:১-৯। কিন্তু এই আইনে কোন গুনাহ্‌ বা অপরাধের জন্য অপরাধীকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হয়েছে। আরো দেখুন। আরো দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ১৪:৬; ২ খান্দান ২৫:৪; ইহিস্কেল ১৮:৪-২০।

২৪:১৭ বিদেশী কিংবা এতিমের বিচারে। ১০:১৮,১৯ আয়াতের অনাথ ও বিধবা বিষয়ক নোট দেখুন। আরো দেখুন হিজরত ২৩:৯; লেবীয় ১৯:৩৩-৩৪; দ্বিতীয় বিবরণ ২৭৮:১৯।

২৪:১৯-২১ জলপাই গাছের ফল পাড়, ... আঙ্গুর ফল চয়ন কর। শস্য কাটার সময় কিছু শস্য ও ফল ক্ষেতে বা ফলের বাগানে কিংবা আঙ্গুর ক্ষেতে রেখে যাবার নির্দেশ ছিল যাতে গরীব ও ভূমিহীন বিদেশীরা তা সংগ্রহ করে নিতে পারত। আরো দেখুন লেবীয় ১৯:৯-১০; ২৩:২২; রূৎ ২:২-৭।

২৫:১-২ যদি বিচারকদের কাছে যায়। শাস্তি হিসাবে প্রহার করা যেত, তবে তা বিচার হলে পর ও বিচারকের সামনে সেই শাস্তি দিতে হতো। চল্লিশটা ঘাকে কমিয়ে পরে ঊনচল্লিশ ঘা করা হয় যেন কোন ক্রমে ভুলে চল্লিশটার বেশি ঘা মারা না হয় (২ করিন্থীয় ১১:২৪)। “শয়ন করিয়ে” এর মানে হয়তো এই যে সেই ঘাগুলো পায়ের তালুতে দেয়া হতো।

২৫:৪ শস্য মাড়াই করার সময়ে। শস্য মাড়াইয়ের জায়গায় শস্যের উপর দিয়ে বলদকে হাঁটানো হতো বা তার উপর দিয়ে ভারী কাঠের খণ্ড টেনে নেওয়া হতো যেন শীষ বা খড় থেকে শস্য আলাদা করা হয়।

করিয়ে তার অপরাধানুসারে আঘাতের সংখ্যা
নিশ্চয় করে তোমার সাক্ষাতে তাকে প্রহার
করাবে। ৩ সে চল্লিশ আঘাত করতে পারে, তার
বেশি নয়; পাছে সে বেশি আঘাত দ্বারা ভারী
প্রহার করালে তোমার ভাই তোমার সাক্ষাতে
তুচ্ছনীয় হয়।
৪ শস্য মাড়াই করার সময়ে বলদের মুখে
জালতি বাঁধবে না।

দেবরের কর্তব্য

৫ যদি ভাইয়েরা একত্র হয়ে বাস করে এবং
তাদের মধ্যে এক জন অপুত্রক হয়ে মারা যায়,
তবে সেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বাইরের অন্য
গোষ্ঠীভুক্ত পুরুষকে বিয়ে করবে না; তার দেবর
তার কাছে যাবে, তাকে বিয়ে করবে এবং তার
প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করবে। ৬ পরে সেই
স্ত্রী প্রথম যে পুত্র প্রসব করবে, সে ঐ মৃত
ভাইয়ের নামে উত্তরাধিকারী হবে; তাতে
ইসরাইল থেকে তার নাম মুছে যাবে না। ৭ আর
সেই পুরুষ যদি তার ভাইয়ের স্ত্রীকে গ্রহণ করতে
সম্মত না হয়, তবে সেই ভাইয়ের স্ত্রী নগর-দ্বারে
প্রধান ব্যক্তিবর্গের কাছে গিয়ে বলবে, আমার
দেবর ইসরাইলের মধ্যে আপন ভাইয়ের নাম
রক্ষা করতে অসম্মত, সে আমার প্রতি দেবরের
কর্তব্য পালন করতে চায় না। ৮ তখন তার
নগরের প্রাচীনবর্গরা তাকে ডেকে তার সঙ্গে কথা
বলবে; যদি সে দাঁড়িয়ে বলে, ওকে গ্রহণ করতে
আমার ইচ্ছা নেই; ৯ তবে তার ভাইয়ের স্ত্রী
প্রধান বক্তিবর্গের সাক্ষাতে তার কাছে এসে তার
পা থেকে জুতা খুলবে এবং তার মুখে থুথু দেবে,
আর উত্তমরূপে এই কথা বলবে, যে কেউ নিজের
ভাইয়ের কুল রক্ষা না করে, তার প্রতি এরকম
করা যাবে। ১০ আর ইসরাইলের মধ্যে তার নাম
হবে, 'মুক্ত পাদুকার কুল'।

নানা রকম হুকুম

১১ পুরুষেরা পরস্পর বিরোধ করলে তাদের
একজনের স্ত্রী যদি প্রহারকের হাত থেকে তার
স্বামীকে মুক্ত করতে এসে হাত বাড়িয়ে
প্রহারকের পুরুষাঙ্গ ধরে, ১২ তবে তুমি তার হাত
কেটে ফেলবে, চক্ষুলজ্জা করবে না।
১৩ তোমার থলিতে ছোট বড় দু'রকম বাট্‌খারা
রাখবে না। ১৪ তোমার বাড়িতে ছোট বড়
দু'রকম মাপের পাত্র থাকবে না। ১৫ তুমি যথার্থ
ও ন্যায্য বাট্‌খারা রাখবে, যথার্থ ও ন্যায্য মাপের
পাত্র রাখবে; যেন তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ
তোমাকে যে দেশ দিচ্ছেন, সেই দেশে তোমার
দীর্ঘ পরমায়ু হয়। ১৬ কারণ যে কেউ ঐ রকম
কাজ করে, যে কেউ অন্যায় করে, সে তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদের ঘৃণিত।
১৭ স্মরণে রেখো, মিসর থেকে তোমরা যখন
বের হয়ে এসেছিলে, তখন পথে তোমার প্রতি
আমালেক কি করলো; ১৮ তোমরা যখন শ্রান্ত ও
ক্লান্ত ছিলে তখন সে কিভাবে তোমার সঙ্গে পথে
মিলে তোমার পিছনের দুর্বল লোকদেরকে
আক্রমণ করলো; আর সে আল্লাহ্‌কে ভয় করলো
না। ১৯ অতএব তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ যে দেশ
স্বত্বাধিকারের জন্য তোমাকে দিচ্ছেন, সেই
দেশে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ চারদিকের সকল
দুশমন থেকে তোমাকে বিশ্রাম দেবার পর তুমি
আসমানের নিচ থেকে আমালেকের স্মৃতি লোপ
করবে; এই কথা তোমরা ভুলে যেও না।

[২৫:৩] মথি ২৭:২৬; ইউ ১৯:১; ২করি ১১:২৪।
[২৫:৪] শুমারী ২২:২৯; ১করি ৯:৯; ১তীম ৫:১৮।
[২৫:৫] রূত ৪:১০, ১৩; মথি ২২:২৪; লূক ২০:২৮।
[২৫:৬] পয়দা ৩৮:৯; রূত ৪:৫, ১০।
[২৫:৭] রূত ১:১৫।
[২৫:৯] শুমারী ১২:১৪; আইউ ১৭:৬; ৩০:১০; ইশা ৫০:৬।
[২৫:১৩] মেসাল ১১:১; ২০:২৩; মীখা ৬:১১।
[২৫:১৫] হিজ ২০:১২।
[২৫:১৬] মেসাল ১১:১।
[২৫:১৭] পয়দা ৩৬:১২।
[২৫:১৮] জবুর ৩৬:১; রোমীয় ৩:১৮।
[২৫:১৯] হিজ ৩৩:১৪; ইব ৩:১৮-১৯।

২৫:৫ এক জন অপুত্রক হয়ে মারা যায়। এই আইনের বলে ইসরাইল সমাজে কোন লোক ছেলে না রেখে মারা যায় তাহলেও তার নাম রক্ষা হতো এবং তার সম্পত্তিও তার পরিবারের বাইরে যেত না (পয়দা ৩৮:৬-২৬; রূৎ ৪:১০; আরো দেখুন মথি ২২:২৪; মার্ক ১২:১৯)।

২৫:৯ তার পা থেকে জুতা খুলবে। দু'ব্যক্তির মধ্যে কোন চুক্তিকে যদি আইন অনুসারে করতে হতো তাহলে একজন তার জুতা খুলে অন্যজনকে দিত (রূৎ ৪:৭,৮)। অন্য কেউ এসে মানুষের সামনে কারো জুতা খুলে নেওয়া ও মুখে থু থু দেয়া ছিল খুব অপমানের ব্যাপার।

২৫:১৩-১৪ ছোট বড় দু'রকম বাট্‌খারা রাখবে না। পালায় জিনিষপত্র মাপার জন্য এক মাপ থাকতে হবে। কোন কোন অসৎ দোকানী শস্যের মধ্যে ধুলো-বালু মিশিয়ে বা কোন বেশি ভারী জিনিষ মিশিয়ে শস্য মেপে দিত। এ কারণে ক্রেতা ঠকতো। অথবা যখন কোন ব্যবসায়ী কোন শস্য বিক্রি করতো তখন সে হালকা বাটখারা দিয়ে মেপে কম কম শস্য দিত। এভাবে অসৎ বেচা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল (হিজ ২০:১৫; লেবীয় ১৯:৩৫,৩৬; মেসাল ২০:১০) আমোস ৮:৪-৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৫:১৭ আমালেক। অমালেকের বংশধর (পয়দা ৩৬:১৫,১৬) ছিল যাযাবর শ্রেণীর একজাতি ও পশুপালক। ইসরাইল জাতি যখন মিসর থেকে বের হয়ে মরু-এলাকায় আসে তখন তারা তাদের আক্রমন করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের পরাজয় করতে ইসরাইলকে সাহায্য করেছিলেন (হিজ ১৭:৮-১৪; ১ শামুয়েল ১৫:২-৯)। যদিও অমালেকীয়েরা কেনান দেশের বাইরে ইসরাইলের শত্রু ছিল (২০:১০-১৫) তথাপি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলার মত লোক তারা ছিল (২০:১৬ দেখুন)।

২৬:১ যে দেশটা। ১:৭,৮ (এই দেশ) আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:২-১১ ফলের অগ্রিমাংশ থেকে ... তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর নামের বাসস্থান হিসেবে। ১২:৫-১৯ ও ১৮:৪ আয়াতের নোট দেখুন। যখন আল্লাহ্‌র সামনে ফসলের প্রথম অংশ আনা হয় তখন লোকেরা স্মরণ করবে আল্লাহ্‌ কিভাবে তাদের মিসর থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং তাদের একটি নতুন দেশ দান করেছিলেন। কৃষকদের ফসল তোলার কালে আল্লাহ্‌র কাছে ঐ উপহার আনতে হতো। তবে এটা স্পষ্ট নয় যে, ঐ উৎসর্গের উৎসব এককভাবে একবারই বছরে পালন করতে হতো কি-না, অথবা তা সপ্তাহের উৎসব বা কুটিরের উৎসবের সঙ্গে পালিত হতো। দেখুন হিজরত ২৩:১৯ ও ১৬:১০-১ এবং ১৬:১৩-১৫

অগ্রিমাংশ ও দশমাংশ-বিষয়ক নিয়ম

২৬ ১ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ অধিকার
হিসেবে যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন,
তুমি যখন সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার
করবে ও সেখানে বাস করবে; ২ সেই সময়ে তুমি
ভূমির যাবতীয় ফল, তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ যে
দেশ তোমাকে দিচ্ছেন, সেই দেশে উৎপন্ন ফলের
অগ্রিমাংশ থেকে কিছু কিছু নিয়ে টুক্‌রীতে করে
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর নামের বাসস্থান
হিসেবে যে স্থান মনোনীত করবেন, সেই স্থানে
গমন করবে। ৩ আর তৎকালীন ইমামের কাছে
গিয়ে তাকে বলবে, মাবুদ আমাদেরকে যে দেশ
দিতে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে কসম
খেয়েছিলেন, সেই দেশে আমি এসেছি; এই ফল
আজ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে নিবেদন
করছি। ৪ আর ইমাম তোমার হাত থেকে সেই
টুক্‌রী নিয়ে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের
কোরবানগাহ্‌র সম্মুখে রাখবে। ৫ আর তুমি
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের সম্মুখে এই কথা বলবে,
এক জন অরামীয় যাযাবর আমার পূর্বপুরুষ
ছিলেন; তিনি অল্প সংখ্যায় মিসরে নেমে গিয়ে
প্রবাস করলেন এবং সেই স্থানে বিশাল,
বিক্রমশালী ও জনবহুল জাতি হয়ে উঠলেন।
৬ পরে মিসরীয়েরা আমাদের প্রতি জুলুম করলো,
আমাদেরকে দুঃখ দিল ও কঠিন গোলামী
করালো; ৭ তাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করলাম; আর
মাবুদ আমাদের আকুলতা শুনে আমাদের কষ্ট,
শ্রম ও উপদ্রবের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। ৮ মাবুদ
শক্তিশালী হাত, বাড়িয়ে দেওয়া বাহু ও মহা
ভয়ঙ্করতা এবং নানা চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ
দ্বারা মিসর থেকে আমাদেরকে বের করে
আনলেন। ৯ আর তিনি আমাদেরকে এই স্থানে
এনেছেন এবং এই দেশ, দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশ
দিয়েছেন। ১০ এখন, হে মাবুদ, দেখ, তুমি
আমাকে যে ভূমি দিয়েছ, তার ফলের অগ্রিমাংশ
আমি এনেছি। এই কথা বলে তুমি তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদের সম্মুখে তা রেখে তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদের সম্মুখে সেজ্‌দা করবে। ১১ আর তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে ও তোমার পরিবারকে
যে যে মঙ্গল দান করেছেন, সেই সব নিয়ে তুমি
ও লেবীয় ও তোমার মধ্যবর্তী বিদেশী, তোমরা
সকলে আনন্দ করবে।
১২ তৃতীয় বছরে, অর্থাৎ দশমাংশের বছরে,
তোমার উৎপন্ন দ্রব্যের সমস্ত দশমাংশ পৃথক
করার কাজ সমাপ্ত হলে পর তুমি লেবীয়,
বিদেশী, এতিম ও বিধবাকে তা দেবে, তাতে
তারা তোমার নগর-দ্বারের মধ্যে ভোজন করে
তৃপ্ত হবে। ১৩ পরে তুমি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের
সম্মুখে এই কথা বলবে, তোমার নির্দেশিত সমস্ত
কালাম অনুসারে আমি আমার বাড়ি থেকে পবিত্র
বস্তু বের করে লেবীয়, বিদেশী, এতিম ও
বিধবাকে দিয়েছি; তোমার কোন হুকুম লঙ্ঘন
করি নি ও ভুলে যাই নি। ১৪ আমার শোকের
সময় আমি তার কিছুই ভোজন করি নি, নাপাক
অবস্থায় তার কিছুই বের করি নি এবং মৃত
লোকের উদ্দেশে তার কিছুই দিই নি, আমি
আমার আল্লাহ্‌ মাবুদের কালাম মান্য করেছি;
তোমার হুকুম অনুসারেই সমস্ত কাজ করেছি।
১৫ তুমি তোমার পবিত্র নিবাস থেকে, বেহেশত

[২৬:২] হিজ ২০:২৪; দ্বি:বি ১২:৫।
[২৬:৫] পয়দা ২০:১৩।
[২৬:৬] শুমারী ২০:১৫।
[২৬:৭] হিজ ৩:৯; ২বাদশা ১৩:৪; ১৪:২৬।
[২৬:৮] শুমারী ২০:১৬।
[২৬:৯] হিজ ৩:৮।
[২৬:১০] দ্বি:বি ৮:১৮।
[২৬:১২] শুমারী ১৮:২৪; দ্বি:বি ১৪:২৮-২৯; ইব ৭:৫, ৯।
[২৬:১৩] জবুর ১১৯:১৪১,১৫৩,১৭৬।
[২৬:১৪] লেবীয় ৭:২০; হোশেয় ৯:৪।

এর নোট।

২৬:৩-১১ ইমামের কাছে গিয়ে ... আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে ও তোমার পরিবারকে যে যে মঙ্গল দান করেছেন। ইসরাইলের ইমামরা আল্লাহ্‌র কাছে সঠিকভাবে উৎসর্গ উপস্থিত করতেন; তারা লোকদের পাক-পবিত্র ও নাপাক বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন ও ইসরাইল জাতির বার্ষিক উৎসবগুলো পালন করার ব্যবস্থা করতেন। ধন্যবাদের উৎসর্গের একটা অংশ রেখে দেয়া হতো ইমামদের ও এবাদতকারী পরিবারের লোকদের খাবার জন্য (লেবীয় ৬:১৮; ৭:১১-২১; ও ১৪:২৩-২৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৬:৫ এক জন যাযাবর অরামীয় আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন। এর দ্বারা ইয়াকুবকে বুঝানো হয়েছে যিনি কেনানে দক্ষিণ থেকে প্রথমে হারোনে যাওয়া-আসা (পয়দা ২৭-৩৫) করেছিলেন এবং পরে মিসরে গিয়েছিলেন (পয়দা ৪৬:৩-৭); এবং দু'জন অরামীয় স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছিলেন। মিসরে ইয়াকুবের থাকার সময় তাঁর বংশধরের সংখ্যায় অনেক বড় হয় (হিজ ১:১-৭)। ইসরাইলের বিভিন্ন বংশের নাম ইয়াকুবের ছেলেদের নাম অনুসারে পরিচিত হয়।

২৬:১১ তোমার মধ্যবর্তী বিদেশী। ১০:১৮-১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:১২ তৃতীয় বছরে। সম্ভবত: প্রতি সাত বছর সময় সীমার মধ্যের তৃতীয় ও ষষ্ঠ বছরে (১৫:১-১১)।

দশমাংশ পৃথক করার। ১৪:২৮,২৯ ও ১৪:২৩-২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:১৪ নাপাক অবস্থায় তার কিছুই বের করি নি এবং মৃত লোকের উদ্দেশে তার কিছুই দিই নি। কেউ কোন মৃতদেহ ছুঁলে সে ব্যক্তি নাপাক হয়ে আল্লাহ্‌র এবাদতের অযোগ্য হয়ে পড়তো (লেবীয় ১১:২৪-৩৮; শুমারী ১৯:১১-২২)। শস্যের দশ ভাগের একভাগ আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল এবং তা কোন নাপাক লোক ছুঁতে পারত না। মৃত লোকদের উদ্দেশ্যে দান করার দ্বারা হয়তো কেনানীয়দের কোন ধর্মকর্মকে (১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন) বুঝানো হয়েছে, কিংবা হয়তো কোন জাতির পূর্ব-পুরুষদের পূজাকে বুঝানো হয়েছে।

২৬:১৬-১৮ এসব বিধি ও অনুশাসন ... তুমি তাঁর নিজস্ব লোক হবে। ১২ অধ্যায়ে যে আইন-কানুন দেয়া শুরু হয়েছে তা এখানে শেষ হয়েছে (১২:১ এর সঙ্গে ২৬:১৬ এর তুলনা করুন)। যদিও ১২:১–২৬:১৫ আয়াতে মাবুদকে মান্য করার কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে শেষের এই আয়াতগুলোতেও

থেকে, দৃষ্টিপাত কর, তোমার লোক ইসরাইলকে
দোয়া কর এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে
কৃত তোমার কসম অনুসারে যে ভূমি আমাদেরকে
দিয়েছ, সেই দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশকেও দোয়া
কর।

মাবুদের হুকুম পালন করার নির্দেশ

১৬ এসব বিধি ও অনুশাসন পালন করতে আজ
তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে হুকুম করছেন।
তুমি যত্নপূর্বক তোমার সমস্ত অন্তর ও তোমার
সমস্ত মন-প্রাণের সঙ্গে এসব রক্ষা ও পালন
করবে। ১৭ আজ তুমি এই অঙ্গীকার করেছ যে,
মাবুদই তোমার আল্লাহ্ হবেন এবং তুমি তাঁর
পথে চলবে, তাঁর বিধি, হুকুম ও তাঁর সমস্ত
অনুশাসন পালন করবে এবং তাঁকে মান্য করবে।
১৮ আর আজ মাবুদও এই অঙ্গীকার করেছেন যে,
তাঁর ওয়াদা অনুসারে তুমি তাঁর নিজস্ব লোক হবে
ও তাঁর সমস্ত হুকুম পালন করবে; ১৯ আর তিনি
তাঁর সৃষ্ট সমস্ত জাতির চেয়ে তোমাকে শ্রেষ্ঠ করে
প্রশংসা, কীর্তি ও মর্যাদাপূর্ণ করবেন এবং তিনি
যেমন বলেছেন সেই অনুসারে তুমি তোমার
আল্লাহ্ মাবুদের পবিত্র লোক হবে।

এবল পাহাড়ের কোরবানগাহ্ ও বড় পাথর

২৭ ১ পরে মূসা ও ইসরাইলের প্রধান
লোকদেরকে এই হুকুম করলেন,
বললেন, আজ আমি তোমাদেরকে যেসব হুকুম
দিচ্ছি, তোমরা সেসব পালন করো। ২ আর
তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমাকে যে দেশ দিচ্ছেন,
তুমি যখন জর্ডান পার হয়ে সেই দেশে উপস্থিত
হবে তখন তোমার জন্য কতগুলো বড় বড়
পাথর স্থাপন করে তা চুন দিয়ে লেপন করবে।
৩ আর পার হবার পর তুমি সেই পাথরগুলোর
উপরে এই শরীয়তের সমস্ত কথা লিখবে; যেন
তোমার পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ মাবুদ তোমার
কাছে যে অঙ্গীকার করেছেন, সেই অনুসারে যে
দেশ, যে দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশ, তোমার আল্লাহ্
মাবুদ তোমাকে দিচ্ছেন, সেখানে প্রবেশ করতে
পার। ৪ আর আমি আজ যে পাথরগুলোর বিষয়ে
তোমাদেরকে হুকুম করলাম, তোমরা জর্ডান পার
হবার পর এবল পর্বতে সেসব পাথর স্থাপন
করবে ও তা চুন দিয়ে লেপন করবে। ৫ আর
সেই স্থানে তুমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদের উদ্দেশে
একটি কোরবানগাহ্, পাথরের একটি
কোরবানগাহ্ তৈরি করবে এবং তা করতে গিয়ে
তার উপরে লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে না।
৬ তুমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদের সেই
কোরবানগাহ্ এমন পাথর দিয়ে গাঁথবে, যা
যন্ত্রপাতি দ্বারা মসৃণ করা হয় নি এবং তার
উপরে তোমার আল্লাহ্ মাবুদের উদ্দেশে
পোড়ানো-কোরবানী দেবে। ৭ সেখানে তোমরা
মঙ্গল-কোরবানী দেবে, আর সেই স্থানে ভোজন
করবে এবং তোমার আল্লাহ্ মাবুদের সম্মুখে
আনন্দ করবে। ৮ আর সেই পাথরের উপরে এই
শরীয়তের সমস্ত কথা অতি স্পষ্টভাবে লিখবে।
৯ আর মূসা ও লেবীয় ইমামেরা সমস্ত
ইসরাইলকে বললেন, হে ইসরাইল, নীরব হও,
শোন, আজ তুমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদের লোক

[২৬:১৫] জবুর ৬৮:৫; ৮০:১৪; ১০২:১৯; ইশা ৬৩:১৫; জাকা ২:১৩।
[২৬:১৭] হিজ ১৯:৮; জবুর ৪৮:১৪।
[২৬:১৮] হিজ ৬:৭; দ্বি:বি ৭:৬।
[২৬:১৯] দ্বি:বি ৪:৭-৮; ২৮:১, ১৩, ৪৪; ১খান্দান ১৪:২; জবুর ১৪৮:১৪; ইশা ৪০:১১।
[২৭:১] জবুর ৭৮:৭।
[২৭:২] হিজ ২৪:৪; ইউসা ২৪:২৬; ১শামু ৭:১২।
[২৭:৩] হিজ ৩:৮।
[২৭:৪] দ্বি:বি ১১:২৯।
[২৭:৫] হিজ ২০:২৪।
[২৭:৭] ইউসা ৮:৩১।
[২৭:৮] ইশা ৮:১; ৩০:৮; হবক ২:২।

(২৬:১৬-১৯) আল্লাহ্‌র সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপরে জোর দেয়া হয়েছে। লোকেরা মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভক্তি করবে কেবল তাদের একটা কর্তব্যকাজ হিসাবে নয়, কিন্তু তারা যে প্রথমে তাঁর দয়া ও আশীর্বাদ পেয়েছে তার জন্য তাঁর প্রতি ভালবাসার বাধ্যতার চিহ্নরূপেই তা করবে।

২৭:১ যেসব হুকুম দিচ্ছি, তোমরা সেসব পালন করো। ২৬:১৬-১৮ আয়াতের নোট দেখুন। প্রতিটি অভিশাপের কথার পরেই লোকেরা "আমিন" বলছে। এর মানে যা কিছু বলা হয়েছে তা তারা সব বুঝে নিয়েছে।

২৭:২-৪ সেই দেশে উপস্থিত হবে তখন... এবল পর্বতে সেসব পাথর স্থাপন করবে। ইসরাইল জাতি তখনও জর্ডান নদীর পূর্ব দিকে মোয়াব এলাকায় শিবিরের মধ্যে বাস করছিল যখন মূসা তাদের শিখিমের কাছে পাহড়ে যে অনুষ্ঠান তারা পরবর্তীকালে করবে তার জন্য আদেশ দিচ্ছিলেন। এখানে যে অনুষ্ঠানের কথা আছে তার মধ্যে অভিশাপ ও আশীর্বাদ, এই উভয় বিষয়ই ঘোষণা করতে বলা হয়েছে (২৭:১২,১৩) তবে ২৭:১৪-২৬ এ কেবল অভিশাপের কথাই দেখা যায়।

২৭:৩ সেই পাথরগুলোর উপরে এই শরীয়তের সমস্ত কথা লিখবে। সেকালে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাথরে লিখে রাখার প্রচলন ছিল। আরো দেখুন ১০:১-৩ এর নোট। পাথরের উপরে কাদামাটি ও চুন লেপে মসৃন ও সাদা রং করে তার উপরে লেখা হতো। এটা জানা যায় নি যে, কেন কোরবানগাহের পাথর লোহার তৈরি ছেনি দিয়ে কাটা হবে না (২৭:৫) আরো দেখুন হিজরত ২০:২৫ এবং ৭:৫ এর নোট।

২৭:৬ আল্লাহ্ মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী দেবে। ১২:৫-১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:৭ মঙ্গল-কোরবানী দেবে। এই কোরবানীকে "মঙ্গল-কোরবানী" বলা হতো কারণ প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল মাবুদের আশীর্বাদ চাওয়া। তাই একে কখনও কখনও "মাবুদের আশীর্বাদ চাওয়ার কোরবানীও" বলা হয়ে থাকে।

২৭:৯ লেবীয় ইমামেরা। ২০:২ ও ২৪:৮ (ইমামগণ) আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:৯ আজ তুমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদের লোক হলে। এই কথাটা বলা হয়েছে ২৬:১৬-১৯ এর নিয়মের উপরে ভিত্তি করে। এই নতুন একটা নিয়মের কারণে সিনয় পাহাড়ের করা আগের নিয়মটি বাতিল হয়ে যায় নি। কিন্তু এর দ্বারা আগের নিয়মটি নবায়ন করা হয়েছে। মাবুদের সেবা করার জন্য ও তাঁর উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করার জন্য প্রত্যেক প্রজন্মরই নতুন করে প্রতিজ্ঞা করা প্রয়োজন (৬:১-৯)।

২৭:১২-১৩ গরিষীম পর্বতে ... এবল পর্বতে দাঁড়াবে। ১১:২৯,৩০ আয়াতের নোট দেখুন; আরো দেখুন ইউসা ৮:৩৩-৩৫।

হলে। ১০ অতএব তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের বাধ্য
হয়ে চলবে এবং আজ আমি তোমাদেরকে তাঁর
যেসব নির্দেশ ও বিধি হুকুম করলাম, সেসব
পালন করবে।

বারোটি বদদোয়া

১১ সেই দিনে মূসা লোকদেরকে এই হুকুম
দিলেন, ১২ তোমরা জর্ডান পার হবার পর
শিমিয়োন, লেবি, এহুদা, ইষাখর, ইউসুফ ও
বিন্‌ইয়ামীন, এরা লোকদেরকে দোয়া করার জন্য
গরিষীম পর্বতে দাঁড়াবে। ১৩ আর রূবেণ, গাদ,
আশের, সবূলূন, দান ও নপ্তালি, এরা বদদোয়া
দেবার জন্য এবল পর্বতে দাঁড়াবে। ১৪ পরে
লেবীয়রা কথা আরম্ভ করে ইসরাইলের সমস্ত
লোককে উচ্চৈঃস্বরে বলবে,
১৫ যে ব্যক্তি কোন খোদাই-করা কিংবা ছাঁচে
ঢালা মূর্তি, মাবুদের ঘৃণিত বস্তু তৈরি করে,
শিল্পকরের হাতের তৈরি বস্তু গোপনে স্থাপন
করে, সে বদদোয়াগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক
জবাবে বলবে, আমিন।
১৬ যে কেউ তার পিতাকে বা মাতাকে অবজ্ঞা
করে, সে বদদোয়াগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক
বলবে, আমিন।
১৭ যে কেউ তার প্রতিবেশীর ভূমিচিহ্ন স্থানান্তর
করে, সে বদদোয়াগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক
বলবে, আমিন।
১৮ যে কেউ অন্ধকে পথভ্রষ্ট করে, সে
বদদোয়াগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলবে, আমিন।
১৯ যে কেউ বিদেশী, এতিম, বা বিধবার
বিচারে অন্যায় করে, সে বদদোয়াগ্রস্ত। তখন
সমস্ত লোক বলবে, আমিন।
২০ যে কেউ পিতার স্ত্রীর সঙ্গে জেনা করে,
নিজের পিতার আবরণীয় অনাবৃত করাতে সে
বদদোয়াগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলবে,
আমিন।
২১ যে কেউ কোন পশুর সঙ্গে জেনা করে, সে
বদদোয়াগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলবে,
আমিন।
২২ যে কেউ তার বোনের সঙ্গে অর্থাৎ পিতৃকন্যা
কিংবা মাতৃকন্যার সঙ্গে জেনা করে, সে
বদদোয়াগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলবে,
আমিন।
২৩ যে কেউ তার শাশুড়ীর সঙ্গে জেনা করে, সে
বদদোয়াগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলবে,
আমিন।
২৪ যে কেউ তার প্রতিবেশীকে গোপনে খুন করে,
সে বদদোয়াগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলবে,
আমিন।
২৫ যে কেউ নিরপরাধের প্রাণ হরণ করার জন্য
ঘুষ গ্রহণ করে, সে বদদোয়াগ্রস্ত। তখন সমস্ত
লোক বলবে, আমিন।
২৬ যে কেউ এই শরীয়তের সমস্ত কথা পালন
করার জন্য তাতে অটল না থাকে, সে
বদদোয়াগ্রস্ত। তখন সমস্ত লোক বলবে,
আমিন।

[২৭:১২] ইউসা ৮:৩৫।
[২৭:১৫] ১বাদশা ১১:৫, ৭; ২বাদশা ২৩:১৩; ইশা ৪৪:১৯; ৬৬:৩।
[২৭:১৬] পয়দা ৩১:৩৫; হিজ ২১:১২; দ্বি:বি ৫:১৬।
[২৭:১৮] লেবীয় ১৯:১৪।
[২৭:১৯] হিজ ২২:২১; দ্বি:বি ২৪:১৯।
[২৭:২০] পয়দা ৩৪:৫; লেবীয় ১৮:৭।
[২৭:২২] লেবীয় ১৮:৯।
[২৭:২৩] লেবীয় ২০:১৪।
[২৭:২৪] হিজ ২১:১২।
[২৭:২৫] হিজ ২৩:৭-৮; লেবীয় ১৯:১৬।
[২৭:২৬] লেবীয় ২৬:১৪; গালা ৩:১০।

নপ্তালি। এটা জানা যায় নি যে, কেন কতগুলো বংশকে মাবুদের আশীর্বাদের কথা বলার জন্য আর অন্য বংশগুলোকে তাঁর অভিশাপের কথায় সম্মত হবার জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল। আরো দেখুন ১:২৩ এর নোট।

২৭:১৪-২৬ সে বদদোয়াগ্রস্ত। বনি-ইসরাইলদের কাছে কথার মূল্য বা শক্তি ছিল। এই কথা বিশেষ করে দোয়া ও বদদোয়া অর্থাৎ আশীর্বাদ ও অভিশাপের কথার বেলায় ঠিক। কিছু কিছু অভিশাপ ছিল তাদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করতো: যেমন যারা মূর্তিপূজা করতো (হিজ ২০:৪-৫; লেবীয় ১৯:৩-৪); বাবা-মাকে যারা সম্মান করতো না (হিজ ২০:১২); যারা মানুষ হত্যা করতো (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৭)। অন্যান্য অভিশাপগুলো ছিল বাকী বিভিন্ন হুকুম লঙ্ঘনকারীদের জন্য: যেমন– যারা ছিল জমি বা ভূমির সীমানা-চিহ্ন সরায় (১৯:১৪); যে চোখে দেখে না এমন লোকেরা তার পথে উছোট খাবার জিনিষ রেখে দেয় (লেবীয় ১৯:১৪); যে গরীবদের ঠকায় (লেবীয় ১৯:৩৩,৩৪; দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১৭,১৮); যে যৌন জীবনে নীতিহীনভাবে চলে (লেবীয় ১৮:৮.৯,২৩; দ্বিতীয় বিবরণ ২২:২২-৩০); এবং যে ঘুষ নেয় বা দেয় (দেখুন ১৬:১৮-১৯)।

২৮:১-১৩ যদি যত্নপূর্বক সেসব পালন ... তোমাকে উন্নত করবেন। ২৮:১-১৪ আয়াতে দেয়া আশীর্বাদগুলো ঠিক ২৮:১৫-৪৪ আয়াতে দেয়া অভিশাপগুলোর বিপরীতে দেখা যায়। প্রাচীন আমলে যখন দুই পক্ষের মধ্যে কোন নিয়ম স্থাপন করা হতো তখন সেই নিয়ম রক্ষার ফলে যে সুফল ও সেই নিয়ম ভঙ্গ করলে যে কুফল ফলতো তার একটা তালিকা সেই নিয়মের সঙ্গে দেয়া থাকত। ঐ সকল আশীর্বাদ ও অভিশাপের উল্লেখ থাকত যাতে উভয় পক্ষই ঐ নিয়ম পালন করতে সচেষ্ট থাকত। দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবে আশীর্বাদ ও অভিশাপকে সেই উদ্দেশ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাইল আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ লাভ করবে যদি তারা তাঁর নিয়ম ও শিক্ষা পালন করে চলে এবং অন্য কোন দেবদেবীকে পূজা না করে চলে এবং অন্য কোন দেবদেবীকে পূজা না করে (২৮:১,২,১৪; ২৬:১৬-১৯; ২৭:৯,১০; ২৮:১,২,৯,১৩); কিন্তু তারা অবাধ্য হলে অভিশপ্ত হবে (২৭:১৪-২৬; ২৮:১৫,৪৫)।

২৮:৪ তোমার শরীরের ফল ... দোয়াযুক্ত হবে। ছেলেমেয়েদের আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ ও ভালবাসার প্রমাণ হিসাবে দেখা হতো যেমন দেখা হতো অনেক ফসল ও পশুপালের অনেক বাচ্চাকে। বাবা-মায়ের অনেক ছেলে মেয়েকে আল্লাহ্‌র বিশেষ আশীর্বাদরূপে মনে করা হতো (জবুর ১২৭:৩-৫)।

২৮:৫ ময়দা। আটা ময়দার তৈরি রুটি ছিল ইসরাইলীদের প্রধান খাবার।

২৮:১২ আকাশরূপ মঙ্গল-ভাণ্ডার খুলে দেবেন। প্রাচীন আমলে

বাধ্যতার দোয়া

২৮ ১ আমি তোমাকে আজ যেসব হুকুম দিচ্ছি, যদি যত্নপূর্বক সেসব পালন করার মধ্য দিয়ে তুমি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের প্রতি বাধ্য হও, তবে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ দুনিয়ার সমস্ত জাতির উপরে তোমাকে উন্নত করবেন; ২ আর তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের বাধ্য হও তবে এসব দোয়া তোমার উপরে বর্ষিত হবে ও তোমার সঙ্গে থাকবে।

৩ তুমি নগরে ও ক্ষেতে দোয়াযুক্ত হবে।

৪ তোমার শরীরের ফল, তোমার ভূমির ফল, তোমার পশুর ফল, তোমার বাছুর ও তোমার ভেড়ার বাচ্চাগুলো দোয়াযুক্ত হবে।

৫ তোমার টুক্‌রী ও তোমার ময়দা মাখবার পাত্র দোয়াযুক্ত হবে।

৬ ভিতরে আসার সময়ে তুমি দোয়াযুক্ত হবে এবং বাইরে যাবার সময়ে তুমি দোয়া যুক্ত হবে।

৭ তোমার যে দুশমনেরা তোমার বিরুদ্ধে উঠবে, তাদেরকে মাবুদ তোমার সম্মুখে আঘাত করাবেন; তারা একটি পথ দিয়ে তোমার বিরুদ্ধে আসবে, কিন্তু সাতটি পথ দিয়ে তোমার সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাবে। ৮ মাবুদ হুকুম দিয়ে তোমার গোলাঘর সম্বন্ধে ও তুমি যে কোন কাজে হাত দাও, সে সম্বন্ধে দোয়াকে তোমার সহচর করবেন। তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে যে দেশ দিচ্ছেন, সেখানে তোমাকে দোয়া করবেন। ৯ মাবুদ তাঁর কসম অনুসারে তোমাকে তাঁর পবিত্র লোক বলে স্থাপন করবেন; কেবল তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের হুকুম পালন ও তাঁর পথে গমন করতে হবে। ১০ আর দুনিয়ার সমস্ত জাতি দেখতে পাবে যে, তোমার উপরে মাবুদের নাম কীর্তিত হয়েছে এবং তারা তোমাদের ভয় করে চলবে। ১১ আর মাবুদ তোমাকে যে দেশ দিতে তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে কসম খেয়েছেন, সেই দেশে তিনি মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার শরীরের ফলে, তোমার পশুর ফলে ও তোমার ভূমির ফলে তোমাকে ঐশ্বর্যশালী করবেন। ১২ সময়মত তোমার ভূমির জন্য বৃষ্টি দিতে ও তোমার সমস্ত কাজে দোয়া করতে মাবুদ তাঁর আকাশরূপ মঙ্গল-ভাণ্ডার খুলে দেবেন; এবং তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দেবে, কিন্তু নিজে ঋণ নেবে না। ১৩ আর মাবুদ তোমাকে মস্তকস্বরূপ করবেন, পুচ্ছস্বরূপ করবেন না; তুমি অবনত না হয়ে কেবল উন্নত হবে; কেবল তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের এই যেসব হুকুম যত্নপূর্বক পালন করতে আমি তোমাকে আজ হুকুম করছি তা মান্য করতে হবে; ১৪ আর আজ আমি তোমাদেরকে যেসব বিষয়ে হুকুম করছি, অন্য দেবতাদের সেবা করে তাদের অনুগামী হয়ে তেমরা সেসব কথার ডানে বা বামে ফিরবে না।

অবাধ্যতার জন্য বদদোয়া

১৫ কিন্তু যদি তুমি তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের কথা মান্য না কর, আমি আজ তোমাকে তাঁর যে সমস্ত হুকুম ও নির্দেশ হুকুম করছি, যত্নপূর্বক সেসব পালন না কর, তবে এসব বদদোয়া তোমার প্রতি নেমে আসবে ও তোমার সঙ্গে থাকবে।

১৬ তুমি নগরে ও ক্ষেতে বদদোয়াগ্রস্ত হবে।

১৭ তোমার টুক্‌রী ও তোমার ময়দা মাখবার পাত্র বদদোয়াগ্রস্ত হবে।

১৮ তোমার শরীরের ফল, তোমার ভূমির ফল এবং তোমার বাছুর ও তোমার ভেড়ার বাচ্চাগুলো বদদোয়াগ্রস্ত হবে।

১৯ ভিতরে আসার সময়ে তুমি বদ-দোয়াগ্রস্ত হবে ও বাইরে যাবার সময়ে তুমি বদদোয়াগ্রস্ত হবে।

২০ যে পর্যন্ত তোমার সংহার ও হঠাৎ বিনাশ না হয়, সেই পর্যন্ত যে কাজেই তুমি হাত দাও, সেই কাজে মাবুদ তোমার উপরে বদদোয়া, উদ্বেগ ও ভর্ৎসনা প্রেরণ করবেন; এর কারণ তোমার সেসব দুষ্ট কাজ, যা দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ। ২১ তুমি যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ, সেই দেশ থেকে যতক্ষণ উচ্ছিন্ন না হও, ততক্ষণ মাবুদ তোমাকে মহামারীর আশ্রয় করাবেন। ২২ মাবুদ ক্ষয়রোগ, জ্বর, জ্বালা, প্রচণ্ড উত্তাপ ও তলোয়ার এবং শস্যের শোষ ম্লানি রোগ দ্বারা তোমাকে আঘাত করবেন; তোমার বিনাশ না

[২৮:১] শুমারী ২৪:৭; দ্বি:বি ২৬:১৯।
[২৮:২] ইয়ার ৩২:২৪; জাকা ১:৬।
[২৮:৩] জবুর ১৪৪:১৫।
[২৮:৪] পয়দা ৪৯:২৫।
[২৮:৬] জবুর ১২১:৮।
[২৮:৭] ২খান্দান ৬:৩৪।
[২৮:৯] লেবীয় ২৬:৩।
[২৮:১০] শুমারী ৬:২৭; দানি ৯:১৮।
[২৮:১১] পয়দা ৩০:২৭।
[২৮:১১] আয়াত ৪; দ্বি:বি ৩০:৯।
[২৮:১২] লেবীয় ২৬:৪; ১বাদশা ৮:৩৫-৩৬; ১৮:১; জবুর ১০৪:১৩; ইশা ৫:৬।
[২৮:১৩] ইয়ার ১১:৬।
[২৮:১৪] ইউসা ১:৭।
[২৮:১৫] ইউসা ২৩:১৫; ২খান্দান ১২:৫; দানি ৯:১১; মালা ২:২।
[২৮:২০] ইয়ার ৪২:১৮; মালা ২:২; ৩:৯; ৪:৬।
[২৮:২০] ইশা ১৭:১৩; ইহি ৫:১৫।
[২৮:২১] লেবীয় ২৬:২৫; শুমারী ১৪:১২; মালা ৩:৯।

বিশ্বাস করা হতো যে, আল্লাহ্‌ এই পৃথিবীর উপরে একটা বিশাল ঢাকনার মত রয়েছে এবং তার উপরে একটা জায়গায় বৃষ্টি, তুষার, শিলাবৃষ্টি, ও বাতাস, ইত্যাদি ধরে রাখতেন। আল্লাহ্‌ যখন চাইতেন তখন তিনি আকাশের একটা জানালা খুলে তার মধ্য দিয়ে বৃষ্টি ও তুষার পাঠিয়ে দিয়ে এ পৃথিবীকে ভিজিয়ে দিতেন। দেখুন পয়দায়েশ ১:৬-৮; ৮:২; আইউব ৩৮:২২-৩০; জবুর ১৩৫:৭; ইয়ারমিয়া ১০:১৩; ৫১:১৬।

২৮:১৮ তোমার শরীরের ফল, ... বদদোয়াগ্রস্ত হবে। ২৮:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:২১-২৩ ততক্ষণ মাবুদ তোমাকে মহামারীর আশ্রয় করাবেন। কোন্‌ কোন্‌ রোগ তা সঠিকভাবে জানা যায় না। রোগ-পীড়াকে অনেক সময়ই মাবুদের দেয়া শাস্তিরূপে বিবেচনা করা হতো (লেবীয় ২৬:১৬; ১ বাদশাহ্‌ ৮:৩৭; ইয়ারমিয়া ১৪:১২)। মিসরের উপরে পাঠানো আল্লাহ্‌র আঘাতগুলোর একটা ছিল মানুষ ও পশুর গায়ে ফোঁড়া (হিজ ৯:৯)।

২৮:২৩ আসমান ব্রোঞ্জ ও পায়ের নিচের ভূমি লোহার মত শক্ত হবে। এখানে প্রচণ্ড খড়ার কথা বলা হয়েছে যখন শস্য, ইত্যাদি শুকিয়ে যায় এবং পশুপাল পানির অভাবে মারা যায়। ঐ রকমের শুকনার সময়ে অনেক ধূলা তৈরি হতো ও কেনান দেশের পূর্ব-দক্ষিণ দিকের মরু-এলাকা থেকে দেশের উপর দিয়ে বালুর ঝড় বইতো।

২৮:৩৬ সেই স্থানে তুমি অন্য কাঠ ও পাথরের মূর্তির সেবা

হওয়া পর্যন্ত সেসব তোমাকে তাড়া করবে।
২৩ আর তোমার মাথার উপরের আসমান ব্রোঞ্জ ও
পায়ের নিচের ভূমি লোহার মত শক্ত হবে।
২৪ মাবুদ তোমার দেশে পানির পরিবর্তে ধূলি ও
বালি বর্ষণ করবেন; যে পর্যন্ত তোমার বিনাশ না
হয়, সেই পর্যন্ত তা আসমান থেকে নেমে তোমার
উপরে পড়বে।
২৫ মাবুদ তোমার দুশমনদের সম্মুখে তোমাকে
আঘাত করাবেন; তুমি এক পথ দিয়ে তাদের
বিরুদ্ধে যাবে, কিন্তু সাত পথ দিয়ে তাদের সম্মুখ
থেকে পালিয়ে যাবে এবং দুনিয়ার সমস্ত রাজ্যের
মধ্যে ভেসে বেড়াবে। ২৬ আর তোমার লাশ
আসমানের পাখিদের ও ভূমির পশুদের খাবার
হবে; কেউ তাদেরকে তাড়িয়ে দেবে না।
২৭ মাবুদ তোমাকে মিসরীয় স্ফোটক এবং
মহামারীর স্ফোটক, পামা, চামড়ারোগ ইত্যাদি
রোগ দ্বারা এমন আঘাত করবেন যে, তুমি সুস্থতা
লাভ করতে পারবে না। ২৮ মাবুদ উন্মাদ, অন্ধতা
ও অন্তরের স্তব্ধতা দ্বারা তোমাকে আঘাত
করবেন। ২৯ অন্ধ যেমন অন্ধকারে হাতড়ে
বেড়ায়, সেরকম তুমি মধ্যাহ্নকালে হাতড়ে
বেড়াবে ও নিজের পথে কৃতকার্য হবে না এবং
সব সময় কেবল নির্যাতিত ও লুণ্ঠিত হবে, কেউ
তোমাকে উদ্ধার করবে না। ৩০ তোমার সঙ্গে
কন্যার বাগ্‌দান হবে, কিন্তু অন্য পুরুষ তাকে
নিয়ে বিছানায় যাবে; তুমি বাড়ি নির্মাণ করবে,
কিন্তু তাতে বাস করতে পারবে না; আঙ্গুরক্ষেত
প্রস্তুত করবে, কিন্তু তার ফল ভোগ করতে পারবে
না। ৩১ তোমার গরু তোমার সম্মুখে হত হবে,
আর তুমি তার গোশ্‌ত ভোজন করতে পাবে না;
তোমার গাধা তোমার সাক্ষাতে সবলে অপহৃত
হবে, তা তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না;
তোমার ভেড়ার পাল তোমার দুশমনদেরকে
দেওয়া হবে, তোমার পক্ষে উদ্ধারকর্তা কেউ
থাকবে না। ৩২ তোমার পুত্রকন্যাদের অন্য এক
জাতিকে দেওয়া হবে ও সমস্ত দিন তাদের
অপেক্ষায় চেয়ে থাকতে থাকতে তোমার চোখ
ক্ষীণ হবে এবং তোমার হাতে কোন শক্তি
থাকবে না। ৩৩ তোমার অজ্ঞাত এক জাতি
তোমার ভূমির ফসল ও তোমার শ্রমের সমস্ত
ফল ভোগ করবে এবং তুমি সব সময় কেবল
নির্যাতিত ও চূর্ণ হবে; ৩৪ আর তোমার চোখ যা
দেখবে, তাতে তুমি পাগল হয়ে যাবে। ৩৫ মাবুদ
তোমার জানু, জংঘা ও পায়ের তলা থেকে
মাথার তালু পর্যন্ত দূরারোগ্য দুষ্ট স্ফোটক দ্বারা
আঘাত করবেন। ৩৬ মাবুদ তোমাকে এবং যে
বাদশাহ্‌কে তুমি তোমার উপরে নিযুক্ত করবে,
তাকে তোমার অজ্ঞাত এবং তোমার
পূর্বপুরুষদের অজ্ঞাত এক জাতির কাছে নিয়ে
যাবেন; সেই স্থানে তুমি অন্য কাঠ ও পাথরের
মূর্তির সেবা করবে। ৩৭ আর মাবুদ তোমাকে
যেসব জাতির মধ্যে নিয়ে যাবেন, তাদের কাছে
তুমি বিস্ময়, প্রবাদ ও উপহাসের পাত্র হবে।
৩৮ তুমি বহু বীজ বয়ে ক্ষেতে নিয়ে যাবে, কিন্তু
অল্প সংগ্রহ করবে; কেননা পঙ্গপাল তা বিনষ্ট
করবে। ৩৯ তুমি আঙ্গুরক্ষেত প্রস্তুত করে তা
রোপন করবে, কিন্তু আঙ্গুর-রস পান করতে কি
আঙ্গুর ফল চয়ন করতে পাবে না; কেননা কীটে
তা খেয়ে ফেলবে। ৪০ তোমার সমস্ত অঞ্চলে
জলপাই গাছ হবে, কিন্তু তুমি তেল মাখাতে
পারবে না; কেননা তোমার জলপাই গাছের ফল
ঝরে পড়বে। ৪১ তুমি পুত্রকন্যাদের জন্ম দেবে,
কিন্তু তারা তোমার হবে না; কেননা তারা বন্দী
হয়ে যাবে। ৪২ পঙ্গপাল তোমার সমস্ত গাছ ও
ভূমির ফল অধিকার করবে। ৪৩ তোমার মধ্যবর্তী
বিদেশী তোমা থেকে উত্তরোত্তর উন্নত হবে ও
তুমি উত্তরোত্তর অবনত হবে। ৪৪ সে তোমাকে
ঋণ দেবে, কিন্তু তুমি তাকে ঋণ দেবে না; সে

[২৮:২৩] লেবীয় ২৬:১৯।
[২৮:২৪] হগয় ১:১০।
[২৮:২৫] ১শামু ৪:১০; জবুর ৭৮:৬২।
[২৮:২৬] জবুর ৭৯:২; ইশা ১৮:৬।
[২৮:২৯] ইষ্টের ৪:১৪; ইশা ১৯:২০; ৪৩:১১; হোশেয় ১৩:৪; ওব ১:২১।
[২৮:৩০] ইশা ৬৫:২২; আমোস ৫:১১।
[২৮:৩৩] ইয়ার ৫:১৫-১৭।
[২৮:৩৫] প্রকা ১৬:২।
[২৮:৩৬] ২কর ২৪:১৪; ২৫:৭, ১১; ২খান্দান ৩৩:১১; ৩৬:২১।
[২৮:৩৭] ইয়ার ১৮:১৬; ৪৮:২৭; মীখা ৬:১৬।
[২৮:৩৮] ইশা ৫:১০; মীখা ৬:১৫।
[২৮:৩৯] যেয়েল ১:৪; ২:২৫; মালা ৩:১১।
[২৮:৪০] ইয়ার ১১:১৬; মীখা ৬:১৫।
[২৮:৪২] কাজী ৬:৫।

করবে। এই অভিশাপটা ছিল ইসরাইল জাতির সব জাতির উপরে থাকার (২৮:৭,১০,১৩) উল্টো কথা। তাদের জাতীয় জীবনের পরবর্তী ইতিহাসে এই অভিশাপ পূর্ণ হয়ে ছিল। আসিরিয়া জাতি এসে তাদের উত্তরের রাজ্য ৭২২ খ্রী:পূর্বাব্দে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় এবং অনেক লোকদের নির্বাসনে নিয়ে যায় (২ বাদশাহ্‌ ১৭:৫-২৩)। তারপর ৫৮৭ অথবা ৫৮৬ খ্রী: পূর্বাব্দে বাবিলন দক্ষিণ রাজ্য এহুদা জয় করে নেয় এবং তাদের বাদশাহ্‌ সহ অনেক নেতাদের বাবিলনে বন্দী করে নিয়ে যায় (২ বাদশাহ্‌ ২৪:৮–২৫:২১)। হয়তো ঐ সমস্ত দেশে যাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের অনেকেই ঐ সমস্ত দেশের দেবদেবীর পূজা করতে শুরু করে দেয়। কোন কোন সময় ভাবা হতো যে, কোন জাতির দেবদেবীর এবাদত তাদের নিজেদের দেশের বাইরে থেকে করা সম্ভব হতো না।

২৮:৩৮ পঙ্গপাল তা বিনষ্ট করবে। এক প্রকার বড় ফড়িং যা বড় ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায় এবং গাছ-পালা ও শস্যের প্রচণ্ড ক্ষতি করে।

২৮:৪০ তেল মাখাতে পারবে না। জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করা হতো রান্না করা, মলম তৈরির জন্য এবং শরীর ও চুলে মাখার জন্য।

২৮:৪৫ এসব বদদোয়া ... তোমাকে ধরে ফেলবে। ২৭:১৪-২৬ (অভিশাপ) আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:৪৮ মাবুদ তোমার বিরুদ্ধে যে দুশমনদেরকে পাঠাবেন, ... তাদের গোলামী করবে। ব্যাবিলনীয়রা যখন এহুদা রাজ্যের দেয়াল ঘেড়া শহরগুলো (২৮:৫২) আক্রমণ করে জেরুশালেম অধিকার করে নেয় সেই সময়ে ইসরাইল জাতির যে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হয়েছিল এই আয়াতগুলো সেই বিষয়েই আগাম বলে দিয়েছে (২৮:৫২)। আরো দেখুন ২৮:৩৬ এর নোট। ঐ সমস্ত শহরের অনেক লোক তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা গেছে। ঐ দুঃখজনক অবস্থা তাদের হয়েছিল কারণ তারা মাবুদের কালাম পালন করে নি ও তাঁর এবাদত করে নি (২৮:৪৭)।

মস্তকস্বরূপ হবে ও তুমি হবে পুচ্ছস্বরূপ।
৪৫ এসব বদদোয়া তোমার উপরে আসবে,
তোমার পেছনে পেছনে তাড়া করে তোমার
বিনাশ পর্যন্ত তোমাকে ধরে ফেলবে; কেননা
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে যেসব হুকুম ও
নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি সেসব পালন করার জন্য
তাঁর নির্দেশে কান দিলে না। ৪৬ এসব তোমার ও
যুগে যুগে তোমার বংশের উপরে চিহ্ন ও অদ্ভুত
লক্ষণ-স্বরূপ থাকবে।
৪৭ যেহেতু সমস্ত রকম সম্পত্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে
থাকবার পরও তুমি আনন্দ-পূর্বক প্রফুল্লচিত্তে
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের গোলামী করতে না;
৪৮ এজন্য মাবুদ তোমার বিরুদ্ধে যে
দুশমনদেরকে পাঠাবেন, তুমি ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়,
উলঙ্গতায় ও সকল বিষয়ের অভাব ভোগ করতে
করতে তাদের গোলামী করবে; এবং যে পর্যন্ত
তিনি তোমার বিনাশ না করেন, সেই পর্যন্ত
তোমার ঘাড়ে লোহার জোয়াল দিয়ে রাখবেন।
৪৯ মাবুদ তোমার বিরুদ্ধে অনেক দূর থেকে,
দুনিয়ার প্রান্ত থেকে এক জাতিকে আনবেন;
যেমন ঈগল পাখি উড়ে আসে, সে সেভাবে উড়ে
আসবে; সেই জাতির ভাষা তুমি বুঝতে পারবে
না। ৫০ সেই জাতি ভয়ঙ্কর চেহারার, সে বৃদ্ধের
মুখাপেক্ষা করবে না ও বালকের প্রতি কৃপা
করবে না। ৫১ আর যে পর্যন্ত তোমার বিনাশ না
হবে, সেই পর্যন্ত সে তোমার পশুর ও ভূমির ফল
ভোজন করবে; যে পর্যন্ত সে তোমার বিনাশ
সাধন না করবে, সেই পর্যন্ত তোমার জন্য শস্য,
আঙ্গুর-রস কিংবা তেল, তোমার গরুর বাচ্চা
কিংবা তোমার ভেড়ীর বাচ্চা অবশিষ্ট রাখবে না।
৫২ আর তোমার সমস্ত দেশে যেসব উঁচু ও
সুরক্ষিত প্রাচীরে তুমি বিশ্বাস করতে, সেসব যে
পর্যন্ত ভূমিসাৎ না হবে, সেই পর্যন্ত সে তোমার
সমস্ত নগর-দ্বারে তোমাকে অবরোধ করবে;
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের দেওয়া তোমার সমস্ত
দেশে সমস্ত নগর-দ্বারে সে তোমাকে অবরোধ
করবে। ৫৩ আর যখন তোমার দুশমনদের কর্তৃক
তুমি অবরুদ্ধ ও ক্লিষ্ট হবে, তখন তুমি তোমার
শরীরের ফল, তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের দেওয়া
নিজের পুত্রকন্যাদের গোশ্‌ত, ভোজন করবে।
৫৪ যখন সমস্ত নগর-দ্বারে দুশমনদের কর্তৃক তুমি
অবরুদ্ধ ও ক্লিষ্ট হবে, তখন তোমার মধ্যে যে
পুরুষ কোমল ও অতিশয় সুখভোগী, আপন
ভাইয়ের, বক্ষঃস্থিতা স্ত্রী ও অবশিষ্ট সন্তানদের
প্রতি সে এমন ঈর্ষান্বিত হবে যে, ৫৫ সে তাদের
কাউকেও নিজের সন্তানদের মাংসের কিছুই
দেবে না; তার কাছে কোন খাদ্য অবশিষ্ট না
থাকবার দরুন সে তাদেরকে ভোজন করবে।
৫৬ যখন সমস্ত নগর-দ্বারে দুশমনদের কর্তৃক তুমি
অবরুদ্ধ ও ক্লিষ্ট হবে, তখন যে স্ত্রী কোমলতা ও
সুখভোগের দরুন তার পা মাটিতে রাখতে সাহস
করতো না, তোমার মধ্যবর্তিনী এমন কোমলাঙ্গী

[২৮:৪৫] হিজ ১৫:৯।
[২৮:৪৫] দ্বি:বি ৪:২৫-২৬।
[২৮:৪৬] শুমারী ১৬:৩৮; জবুর ৭১:৭; ইশা ৮:১৮; ২০:৩।
[২৮:৪৭] লেবীয় ২৩:৪০; নহি ৯:৩৫।
[২৮:৪৮] ইয়ার ২৮:১৩-১৪; মাতম ১:১৪।
[২৮:৪৯] ইশা ৫:২৬ -৩০, ২৬।
[২৮:৫০] ইশা ৪৭:৬।
[২৮:৫১] জবুর ৪:৭; ইশা ৩৬:১৭।
[২৮:৫২] ইয়ার ১০:১৮; ইহি ৬:১০; সফ ১:১৪-১৬, ১৭।
[২৮:৫৫] ২বাদশা ৬:২৯।
[২৮:৫৬] ইশা ৪৭:১।

২৮:৫৮ এই কিতাবে লেখা। এখানে সম্ভবত: ১২:১–২৬:১৫ আয়াতের কথা হয়েছে।

২৮:৫৯,৬০ মিসরীয়দের যে সব রোগ-ব্যাধি ... তোমার সঙ্গের সাথী হবে। ২৮:২১-২৩ (মড়ক) আয়াতের নোট দেখুন।

শরীয়ত, নিয়ম ও চুক্তি

কিতাবুল মোকাদ্দসে অনেক স্থানে মানুষের মধ্যে বা সমান অথবা অসমান দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ম, চুক্তি, সন্ধি, ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত 'নিয়ম' তাদের মধ্যে করা হতো আগের সম্পর্কে সঠিক বা মজবুত করার জন্যও। ইবরানীদের সমাজে প্রাচীন কালে একে বলা হতো একে অন্যের সঙ্গে "নিয়ম স্থাপন করা" যাতে কোন একটা পশুকে কেটে দুই ভাগ করে তাকে আলাদা করে তার মাঝখান দিয়ে নিয়ম স্থাপনকারী লোকেরা হেঁটে যেত। এভাবে হেঁটে যাওয়ার অর্থ এই যে, তারা তাদের মধ্যে করা ঐ নিয়ম বা চুক্তির প্রতি বাধ্য থাকবে কারণ তা হতো তাদের জীবন-মরণের প্রতিজ্ঞা (পয়দা ১৫:৭-২১; ইয়ারমিয়া ৩৪:১৮-১৯)। পয়দায়েশ ২১:২২-৩৪ আয়াতে ইব্রাহিম ও আবিমালেক নিয়ম করে ঠিক করলেন যে, বেরশেবার কুয়োগুলো হবে ইব্রাহিমের; সোলায়মান ও হীরম একটা শান্তিচুক্তি করেছিলেন যার মধ্যে তাদের দুই দেশের ভেতরে ব্যবসা বানিজ্যের বিষয়ও ছিল (১ বাদশাহ্‌ ৫:১-১২); স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক চুক্তি করা হতো যার মধ্যে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে শর্ত থাকত (মালাখি ২:১৪)। যখন ঐ রকম কোন নিয়ম বা চুক্তি করা হতো তখন তার শেষে লোকে একত্রে ভোজ খেত (পয়দা ২৬:২৬-৩১) বা একে অন্যকে উপহার দিত (১ শামুয়েল ১৮:৩-৪), তার চিহ্নরূপে সে জায়গায় বড় কোন পাথর পুঁতে রাখত বা অনেকগুলো পাথরের টুকরার স্তূপ করে করে রাখত (পয়দা ৩১:৪৩-৫৫), আবার কোন কোন নিয়মের চিহ্নরূপে একটা স্যান্ডেল বা জুতা দিত (রূৎ ৪:৭-৮) বা সামান্য একটু করমর্দন করেও চুক্তি স্থাপনের অনুষ্ঠানটি শেষ করতো (২ বাদশাহ্‌ ১০:১৫)। ঐ সমস্ত চুক্তি স্থাপনের লক্ষ্য ছিল চুক্তি রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করা ও সে বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকা। আর ঐ সব চুক্তি ভঙ্গ করাকে অত্যন্ত খাড়াপ কাজ বলে মনে করা হতো।

প্রথম থেকেই ইসরাইল জাতির ধর্মবিশ্বাস এই প্রকার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। তাদের মধ্যে সবচে বড় নিয়মগুলো ছিল তাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র করা নিয়ম। কতগুলো নিয়ম আল্লাহ্‌ করেছিলেন নূহের সঙ্গে (পয়দা ৬:১৮), ইব্রাহিমের সঙ্গে (পয়দা ১২:১-৭; ১৫:৪-২১; ১৭:১-১৬); পীন্‌হসের সঙ্গে (শুমারী ২৫:১০-১৫); এবং ইউসার অধীনে ইসরাইল জাতির বিভিন্ন বংশের সঙ্গে (ইউসা ২৪:২৫)। আল্লাহ্‌ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, দাউদের কুলের রাজত্ব চিরকাল স্থির থাকবে (২ শামুয়েল ৭:১২-১৬; ২ খান্দান ১৩:৫; আরো দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ৮:২২-২৬; ২ খান্দান ৬:১২-১৫)। ঐ প্রতিজ্ঞা বা নিয়মটি ছিল মসীহের বিষয়ে ইসরাইল জাতির আশার ভিত্তি। ঈসায়ীরা বিশ্বাস করে ঈসার মধ্যে তা পূর্ণ হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা বা নিয়মটি স্থাপন করা হয়েছিল সীনয় পাহাড়ে। সেখানে আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতির লোকদের

ও সুখভোগিনী মহিলার চোখ তার বক্ষঃস্থিত
স্বামী, তার পুত্র ও কন্যার উপরে, ৫৭ এমন কি,
তার দুই পায়ের মধ্য থেকে বের হওয়া গর্ভফুল
ও তার প্রসব করা শিশুদের উপরে ঈর্ষান্বিত হবে;
কারণ অবরোধের সময়কার অভাবের দরুন সে
এদেরকে গোপনে ভোজন করবে।
৫৮ তুমি যদি এই কিতাবে লেখা শরীয়তের
সমস্ত কথা যত্নপূর্বক পালন না কর; এভাবে যদি
“তোমার আল্লাহ্ মাবুদ”—এই গৌরবান্বিত ও
ভক্তিপূর্ণ ভয় জাগানো নামকে ভয় না কর;
৫৯ তবে মাবুদ তোমাকে ও তোমার বংশকে
অবিশ্বাস্যভাবে আঘাত করবেন; ফলত বহুকাল
স্থায়ী মহাঘাত ও বহুকাল স্থায়ী ব্যথাজনক রোগ
দ্বারা আঘাত করবেন। ৬০ আর তুমি মিসরীয়দের
যে সব রোগ-ব্যাধি দেখে ভয় পেতে, সেই সমস্ত
রোগ আবার তোমার উপরে আনবেন; সেসব
তোমার সঙ্গের সাথী হবে। ৬১ আরও যা এই
শরীয়ত-কিতাবে লেখা নেই, এমন প্রত্যেক রোগ
ও আঘাত মাবুদ তোমার বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত
তোমার উপরে আনবেন। ৬২ তাতে আসমানের
তারার মত বহুসংখ্যক ছিলে যে তোমরা, তোমরা
অল্পসংখ্যক অবশিষ্ট থাকবে; কেননা তুমি তোমার
আল্লাহ্ মাবুদের নির্দেশে কান দিতে না। ৬৩ আর
তোমাদের মঙ্গল ও বৃদ্ধি করতে যেমন মাবুদ
তোমাদের সম্বন্ধে আনন্দ করতেন, সেভাবে
তোমাদের বিনাশ ও লোপ করতে মাবুদ
তোমাদের সম্বন্ধে আনন্দ করবেন এবং তুমি যে
দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ, সেখান থেকে
তোমরা উচ্ছিন্ন হবে। ৬৪ আর মাবুদ তোমাকে
দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত
জাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন করবেন; সেই স্থানে তুমি
তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের অজ্ঞাত অন্য
দেবতাদের, কাঠ ও পাথরের, সেবা করবে।
৬৫ আর তুমি সেই জাতিদের মধ্যে কোন শান্তি
পাবে না ও তোমার পদতলের জন্য বিশ্রামস্থান
থাকবে না, কিন্তু মাবুদ সেই স্থানে তোমাকে
হৃৎকম্প, চোখের ক্ষীণতা ও প্রাণের শুষ্কতা
দেবেন। ৬৬ আর তোমার জীবন তোমার দৃষ্টিতে
সংশয়ে দোলায়মান হবে এবং তুমি দিনরাত শঙ্কা
করবে ও নিজের জীবনের বিষয়ে তোমার বিশ্বাস
থাকবে না। ৬৭ তুমি হৃদয়ে যে শঙ্কা করবে ও
চোখে যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখবে, সেজন্য খুব
ভোরে বলবে, হায় হায়, কখন সন্ধ্যা হবে এবং
সন্ধ্যাবেলা বলবে, হায় হায়, কখন সকাল হবে?
৬৮ আর যে পথের বিষয়ে আমি তোমাকে
বলেছি, তুমি তা আর দেখবে না, মাবুদ সেই
মিসর দেশের পথে জাহাজে করে তোমাকে
পুনর্বার নিয়ে যাবেন এবং সেই স্থানে তোমরা
গোলাম ও বাঁদী হিসেবে তোমাদের দুশমনদের
কাছে বিক্রি হতে চাইবে; কিন্তু কেউ তোমাদের
ক্রয় করবে না।

২৯ ১ মাবুদ হোরেবে বনি-ইসরাইলদের
সঙ্গে যে নিয়ম স্থির করেছিলেন, তা
ছাড়া মোয়াব দেশে তাদের সঙ্গে যে নিয়ম স্থির

[২৮:৫৮] জবুর ৯৬:৪; ইয়ার ৫:২২; মালা ১:১৪; ২:৫; ৩:৫, ১৬; ৪:২।
[২৮:৬০] হিজ ১৫:২৬।
[২৮:৬১] ইউসা ১:৮; ৮:৩৪; ২৩:৬; ২৪:২৬; ২বাদশা ১৪:৬; ২২:৮; ২খান্দান ১৭:৯; ২৫:৪; নহি ৮:১, ১৮; মালা ৪:৪।
[২৮:৬২] পয়দা ২২:১৭।
[২৮:৬৩] দ্বি:বি ৩০:৯; ইশা ৬২:৫; ৬৫:১৯; ইয়ার ৩২:৪১; সফ ৩:১৭।
[২৮:৬৪] দ্বি:বি ৪:২৭; উজা ৯:৭; ইশা ৬:১২; ইয়ার ৩২:২৩; ৪৩:১১; ৫২:২৭।
[২৮:৬৫] লেবীয় ২৬:১৬, ৩৬; হোশেয় ৯:১৭।
[২৮:৬৮] হিজ ১৩:১৪।
[২৯:১] লেবীয় ৭:৩৮।

মনে করিয়ে দেন যে, তিনি তাদের বেছে নিয়েছিলেন এবং তাই তিনি তাদের আল্লাহ্‌কে এবাদত করা ও তাদের জীবন পরিচালনার জন্য তাদের নিয়ম-কানুন বা শরীয়ত দান করবেন। সেই নিয়মানুসারে ইসরাইল জাতি মাবুদের হুকুম পালন করবে ও তাঁর এবাদত করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। মূসা লোকদের উপরে ও কোরবানগাহের উপরে পশুর রক্ত ছিটিয়ে দিলে সেই নিয়ম স্থাপনের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় (হিজ ২৪)। ইসরাইল জাতির পরবর্তী ইতিহাস ঐ চুক্তি স্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কীত। কথা ছিল তারা যদি তা পালন করে ও আল্লাহ্‌র প্রতি সব সময় বাধ্য থাকে তাহলে তারা আগেকার সকল নিয়ম বা চুক্তির আশীর্বাদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাবে। কিন্তু তারা যদি আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয় এবং অন্যান্য দেবদেবীর এবাদত করে তাহলে তারা শাস্তি পাবে (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১,২,৩৯,৪০; ৭:১২-১৫; ৮: ১৯-২০)।

নবী ইয়ারমিয়া এক নতুন শরীয়ত বা নিয়মের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলেছিলেন যা মাবুদ লোকদের হৃদয় বা অন্তরে লিখে দেবেন (ইয়ারমিয়া ৩১:৩১-৩৭)। ঈসায়ীরা প্রভুর ভোজের সময়ে ঈসার বলা কথাকে (মথি ২৬:২৮) নবী ইয়ারমিয়ার সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা বলে বিশ্বাস করে। আরো দেখুন ইবরানী ১০:১৬ আয়াত।

২৮:৬৪ অন্য দেবতাদের, কাঠ ও পাথরের, সেবা করবে। ২৮:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:১ মাবুদ হোরেবে বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে যে নিয়ম স্থির করেছিলেন, তা ছাড়া মোয়াব দেশে। মোয়াব দেশে যে ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছিল তার মধ্যে অধিকাংশই দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবে পাওয়া যায়। ৪:১ আয়াতে মূসার বক্তৃতা থেকেই তা দেখতে পাওয়া যায়। মাবুদ মূসা ও লোকদের সীনয় পর্বতে সর্ব প্রথম যে শরীয়ত (হিজ ১৯:৪০) দিয়েছিলেন এই ব্যবস্থা ঠিক সেই ব্যবস্থারই মত। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যেই দশ হুকুমনামা আছে; তবে তাদের ভেতরে অনেক কিছুই আছে যা একে অপরের থেকে একটু ভিন্ন। আরো দেখুন ১:১-৫; ২৮:৬২ পয়দায়েশ ২২:১৬-১৮।

২৯:২-৩ মাবুদ মিসর দেশে ফেরাউন ... তা তোমরা দেখেছ। দেখুন হিজরত ১-১২ ও ১:১-৫ আয়াতের নোট। অতীত কালে আল্লাহ্‌র অলৌকিক কাজের ইতিহাস স্মরণ করার মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌তা'লার তাঁদের বিশ্বাস স্বীকার করতো।

২৯:৫-৬ চল্লিশ বছর ... আমিই তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ। দেখুন ১:৩২-২:১৯ আয়াতের নোট। আল্লাহ্‌র অলৌকিক কাজ ও তাদের মুক্তির পরেও ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করতে চায়নি। তার জন্য তাদের দরকার ছিল হৃদয়ের পরিবর্তন (৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন) আরো দেখুন ইয়ারমিয়া ৩১:৩১-৩৪।

২৯:৭-৮ হিষ্‌বোনের বাদশাহ্ সীহোন ও বাশনের বাদশাহ্ উজ ... অর্ধেক বংশকে দিলাম। দেখুন শুমারী ২১:২১-৩৫;

BACIB International Bible CHURCH

করতে মূসাকে হুকুম করলেন, এসব সেই
নিয়মের কথা।

মোয়াব দেশে নিয়ম নতুনীকরণ

২ মূসা সমস্ত ইসরাইলকে ডাকলেন এবং
তাদেরকে বললেন, মাবুদ মিসর দেশে ফেরাউন,
তাঁর সমস্ত গোলাম ও সমস্ত দেশের প্রতি যেসব
কাজ তোমাদের দৃষ্টি-গোচর করেছিলেন, তা
তোমরা দেখেছ; ৩ পরীক্ষাসিদ্ধ সেসব মহৎ
প্রমাণ, সেসব চিহ্ন-কাজ ও সেসব মহৎ অদ্ভুত
লক্ষণ তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ; ৪ তবুও মাবুদ
আজও তোমাদেরকে জানবার অন্তর, দেখবার
চোখ ও শুনবার কান দেন নি। ৫ আমি চল্লিশ
বছর মরুভূমিতে তোমাদেরকে গমন করিয়েছি;
তোমাদের শরীরে তোমাদের কাপড়-চোপড় নষ্ট
হয় নি ও তোমাদের পায়ের জুতা পুরানো হয় নি;
৬ তোমরা রুটি ভোজন কর নি এবং আঙ্গুর-রস
বা সুরা পান কর নি; যেন তোমরা জানতে পার
যে, আমিই তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ। ৭ আর
তোমরা যখন এই স্থানে উপস্থিত হলে, তখন
হিষ্‌বোনের বাদশাহ্ সীহোন ও বাশনের বাদশাহ্
উজ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বের হলে আমরা
তাঁদেরকে আঘাত করলাম; ৮ আর তাঁদের দেশ
নিয়ে অধিকার হিসেবে রূবেণীয় ও গাদীয় এবং
মানশাদের অর্ধেক বংশকে দিলাম। ৯ অতএব
তোমরা যা যা করবে, সমস্ত বিষয়ে যেন
বুদ্ধিপূর্বক চলতে পার, এজন্য এই নিয়মের সমস্ত
কথা পালন করো এবং সেই অনুসারে কাজ
করো।
১০ তোমরা সকলে আজ তোমাদের আল্লাহ্
মাবুদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছ– তোমাদের নেতৃ
বর্গ, তোমাদের বংশগুলো, তোমাদের
প্রাচীনবর্গরা, তোমাদের কর্মকর্তারা, ১১ এমন কি,
ইসরাইলের সমস্ত পুরুষ, তোমাদের পুত্র কন্যা,
তোমাদের স্ত্রী এবং তোমার শিবিরের মধ্যবর্তী
তোমার কাঠ কাটার লোক থেকে পানিবাহক
পর্যন্ত বিদেশী, সকলেই আছ; ১২ যেন তুমি
তোমার আল্লাহ্ মাবুদের সেই নিয়ম ও সেই
কসমে আবদ্ধ হও, যা তোমার আল্লাহ্ মাবুদ
আজ তোমার সঙ্গে করছেন; ১৩ এজন্য করছেন,
যেন তিনি আজ তোমাকে তাঁর লোক হিসেবে
স্থাপন করেন ও তোমার আল্লাহ্ হন, যেমন তিনি
তোমাকে বলেছেন, আর যেমন তিনি তোমার
পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের কাছে
কসম খেয়েছেন। ১৪ আর আমি এই নিয়ম ও
এই কসম কেবল তোমাদেরই সঙ্গে করছি, তা
নয়; ১৫ বরং আমাদের সঙ্গে আজ এই স্থানে
আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের সম্মুখে যে কেউ
দাঁড়িয়ে আছে ও আমাদের সঙ্গে আজ যে নেই,
তাদের সকলের সঙ্গে করছি। ১৬ (কেননা আমরা
মিসর দেশে যেভাবে বাস করেছি এবং জাতিদের
মধ্য দিয়ে যেভাবে এসেছি তা তোমরা জান;
১৭ এবং তাদের ঘৃণার বস্তু বস্তুগুলো, তাদের
কাছে কাঠের, পাথরের, রূপার ও সোনার সমস্ত
মূর্তি দেখেছো।) ১৮ –এই জাতিদের দেবতাদের
সেবা করতে যাবার জন্য আজ আমাদের আল্লাহ্
মাবুদের কাছ থেকে তার অন্তর সরে যায়, এমন
কোন পুরুষ, কিংবা স্ত্রী, কিংবা গোষ্ঠী, কিংবা
বংশ তোমাদের মধ্যে যেন না থাকে, বিষবৃক্ষের
বা নাগদানার মূল তোমাদের মধ্যে যেন না
থাকে; ১৯ এবং এই বদদোয়ার কথা শুনবার
সময় কেউ যেন মনে মনে নিজের ধন্যবাদ করে
না বলে, আমার হৃদয়ের কঠিনতায় চললেও
আমার শান্তি হবে, তবে সে সিক্ত ভূমির সঙ্গে
শুকনো ভূমিকেও ধ্বংস করে ফেলবে। ২০ মাবুদ

[২৯:২] হিজ ১৯:৪। [২৯:৩] দ্বি:বি ৪:৩৪। [২৯:৪] ইশা ৬:১০; ৩২:৩; ৪৮:৮; ইয়ার ৫:২১; ইহি ১২:২; মথি ১৩:১৫; ইফি ৪:১৮। [২৯:৬] লেবীয় ১০:৯। [২৯:৭] শুমারী ২১:২৬। [২৯:৮] জবুর ৭৮:৫৫; ১৩৫:১২; ১৩৬:২২। [২৯:৯] হিজ ১৯:৫; জবুর ২৫:১০; ১০৩:১৮। [২৯:১১] ১খান্দান ২০:৩। [২৯:১৩] পয়দা ৬:১৮; হিজ ১৯:৬। [২৯:১৩] পয়দা ১৭:৭। [২৯:১৪] ইশা ৫৯:২১; ইহি ১৬:৬২; ৩৭:২৬; ইব ৮:৭-৮। [২৯:১৫] পয়দা ৬:১৮; প্রেরিত ২:৩৯। [২৯:১৭] হিজ ২০:২৩; দ্বি:বি ৪:২৮। [২৯:১৮] ইব ১২:১৫। [২৯:১৯] জবুর ৭২:১৭; ইশা ৬৫:১৬। [২৯:২০] জবুর

দ্বিতীয় বিবরণ ২৬:৩-১১ ও ১:১-৫ আয়াতের নোট (মূসা সীহোন ও ওজকে পরাজিত করেছিলেন)। শুমারী ৩২:৩৩ এবং ৩:১২-১৭ আয়াতের নোট দেখুন (রূবেণ ও গাদ; মানাশা ... যাত্রীর)।

১৯:১০-১২ তোমাদের নেতৃবর্গ, ... পানিবাহক পর্যন্ত বিদেশী। ১:১৫-১৭; ২০:৫-৯ ও ৫:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:১৩-১৫ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের। ১:৭-৮ (আমোরীয়েরা ... ইব্রাহিম) আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:১৬-১৭ আমরা মিসর দেশে ... রূপার ও সোনার সমস্ত মূর্তি। প্রাচীন যুগে মিসরের লোকেরা পশুর মাথাওয়ালা দেবতাসহ অনেক দেবতার পূজা করতো, যেমন: আপিস (ষাড়), ম্লেভিস (গাভী) ও খানুম (ভেড়া)। নীল নদীকেও এক দেবতা বলে বিশ্বাস করে পূজা করতো, কারণ তার প্লাবনের ফল মিসর দেশ উর্বর হতো। মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউনকেও একজন দেবতা বলে বিশ্বাস করা হতো। ৪:১৬-১৮ ও ৭:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:১৮ বিষবৃক্ষের বা নাগদানার মূল তোমাদের মধ্যে যেন না থাকে। ইসরাইল জাতির মধ্যে একজন মানুষ প্রতিমা পূজা করে গোটা সমাজকে সেই পথে নিয়ে গিয়ে সকলের শাস্তির জন্য প্রস্তুত করে ফেলতে পারত (২৯:১৯)। আরো দেখুন ইবরানী ১২:১৫।

২৯:২০-২১ এই কিতাবে লেখা সমস্ত বদদোয়া ... নাম মুছে ফেলবেন। দেখুন ২৭:৯-২৬; ২৮:১৫-৬৮ ও ২৭:১৪-২৬ (অভিশাপ) ও ২৮:৩৬ আয়াতের নোট।

২৯:২৩ সাদুম, আমুরা, অদমা ও সবোয়িম। মাবুদ সাদুম ও আমুরাকে ধ্বংস করেছিলেন কারণ সেসব স্থানে অত্যন্ত খারাপ লোকেরা বাস করতো (পয়দা ১৮:১৬-২৮; ১৯:২৪,২৫)। আদমা ও সবোয়িম সাদুম ও আমুরা কাছের জায়গা ছিল (পয়দা ১০:১৯) এবং এই একই সময়ে হয়তো তারা ধ্বংস হয়েছিল (হোশেয় ১১:৮)।

২৯:২৫ সেই নিয়ম তারা ত্যাগ করেছিল। বিভিন্ন জাতির লোকেরা অবাক হয়েছে ভেবেছে কেন আল্লাহ্‌র বাছাই করা জাতি পরাজিত হয়েছে ও তাদের নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (২৮:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন)। এর কারণ ছিল এই–

BACIB International Bible CHURCH

তাকে মাফ করতে সম্মত হবেন না, কিন্তু সেই
মানুষের উপরে তখন মাবুদের ক্রোধ ও তাঁর
অন্তর্জ্বালা প্রজ্বলিত হবে এবং এই কিতাবে লেখা
সমস্ত বদদোয়া তার উপরে স্থায়ী হয়ে থাকবে
এবং মাবুদ আসমানের নিচে থেকে তার নাম
মুছে ফেলবেন। ২১ আর এই শরীয়ত-কিতাবে
লেখা নিয়মের সমস্ত বদদোয়া অনুসারে মাবুদ
তাকে ইসরাইলের সমস্ত বংশ থেকে অমঙ্গলের
জন্য পৃথক করবেন। ২২ আর মাবুদ সেই দেশের
উপরে যেসব আঘাত ও রোগ আনবেন, তা যখন
ভাবী বংশ, তোমাদের পরে উৎপন্ন তোমাদের
সন্তানেরা এবং দূরদেশ থেকে আগত বিদেশী
দেখবে; ২৩ ফলত মাবুদ তাঁর ক্রোধ ও রোষে যে
সাদুম, আমুরা, অদমা ও সবোয়িম নগর উৎসন্ন
করেছিলেন, তার মত এই দেশের সমস্ত ভূমি
গন্ধক, লবণ ও দহনে পরিপূর্ণ হয়েছে, তাতে
কিছুই বপন করা যায় না ও তা ফল উৎপন্ন করে
না ও তাতে কোন ঘাস হয় না, এসব যখন
দেখবে; ২৪ তখন তারা বলবে, এমন কি, সমস্ত
জাতি বলবে, মাবুদ এই দেশের প্রতি কেন এমন
করলেন? এরকম মহাক্রোধ প্রজ্বলিত হবার কারণ
কি? ২৫ তখন লোকে বলবে, কারণ হচ্ছে, তাদের
পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ মাবুদ মিসর দেশ থেকে
সেই পূর্বপুরুষদেরকে বের করে আনবার সময়ে
তাদের জন্যে যে নিয়ম স্থির করেন, সেই নিয়ম
তারা ত্যাগ করেছিল; ২৬ আর গিয়ে অন্য
দেবতাদের সেবা করেছিল, যে দেবতাদেরকে
তারা জানত না, যাদেরকে তিনি তাদের জন্য
নির্ধারণ করেন নি, সেই দেবতাদের কাছে ভূমিতে
উবুড় হয়েছিল; ২৭ তাই এই কিতাবে লেখা সমস্ত
বদদোয়া দেশের উপর আনতে এই দেশের
বিরুদ্ধে মাবুদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হল, ২৮ এবং
মাবুদ ক্রোধ, রোষ ও মহাকোপে তাদেরকে
তাদের দেশ থেকে উৎপাটন করে অন্য দেশে
নিক্ষেপ করেছেন, যেমন আজ দেখা যাচ্ছে।
২৯ নিগূঢ় বিষয়গুলো আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের

৭৪:১; ৭৯:৫।
[২৯:২১] দ্বি:বি ৩২:২৩; ইহি ৭:২৬।
[২৯:২২] ইয়ার ১৯:৮; ৪৯:১৭; ৫০:১৩।
[২৯:২৩] ইশা ১:৭; মীখা ৫:১১।
[২৯:২৪] ইয়ার ১৬:১০; ২২:৮-৯; ৫২:১৩।
[২৯:২৫] ২বাদশা ১৭:২৩; ২খান্দান ৩৬:২১।
[২৯:২৮] জবুর ৯:৬; ৫২:৫; মেসাল ২:২২; ইয়ার ১২:১৪; ইহি ১৯:১২।
[২৯:২৯] ইউ ৫:৩৯; প্রেরিত ১৭:১১।
[৩০:১] লেবীয় ২৬:৪০-৪৫।
[৩০:২] জবুর ১১৯:২।
[৩০:৩] যেয়েল ৩:১; সফ ২:৭।
[৩০:৪] ইশা ১৭:৬; ২৪:১৩; ইহি ২০:৩৪, ৪১; ৩৪:১৩।
[৩০:৫] ইয়ার ২৯:১৪।
[৩০:৭] পয়দা ১২:৩।

অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয়গুলো আমাদের ও
যুগে যুগে আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন
এই শরীয়তের সমস্ত কথা আমরা পালন করতে
পারি।

মাবুদের কাছে ফিরে আসবার ফল

৩০ ১ আমি তোমার সম্মুখে এই যে
দোয়া ও বদদোয়া স্থাপন করলাম,
এর সমস্ত কথা যখন তোমাতে ফলবে, তখন
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ যেসব জাতির মধ্যে
তোমাকে দূর করে দেবেন, ২ সেখানে যদি তুমি
মনে চেতনা পাও এবং তুমি ও তোমার সন্তানেরা
যদি সমস্ত অন্তর ও সমস্ত প্রাণের সঙ্গে তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে ফিরে এসো এবং আজ
আমি তোমাকে যেসব হুকুম দিচ্ছি, সেই
অনুসারে যদি তাঁর নির্দেশ মান্য কর; ৩ তবে
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমার তোমার দুর্দশা
ফিরাবেন তোমার প্রতি করুণা করবেন ও যেসব
জাতির মধ্যে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে
ছিন্নভিন্ন করেছিলেন সেখান থেকে আবার
তোমাকে সংগ্রহ করবেন। ৪ যদিও তোমরা কেউ
দূরীকৃত হয়ে আসমানের প্রান্তে থাক, তবুও
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ সেখান থেকে তোমাকে
সংগ্রহ করবেন, ৫ ওই স্থান থেকে নিয়ে
আসবেন। আর তোমার পূর্বপুরুষেরা যে দেশ
অধিকার করেছিল, তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ সেই
দেশে তোমাকে আনবেন ও তুমি তা অধিকার
করবে এবং তিনি তোমার মঙ্গল করবেন ও
তোমার পূর্বপুরুষদের চেয়েও তোমার বৃদ্ধি
করবেন।
৬ আর তুমি যেন সমস্ত অন্তর ও সমস্ত প্রাণের
সঙ্গে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদকে মহব্বত করে
জীবন লাভ কর, এজন্য তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ
তোমার অন্তর ও তোমার বংশের অন্তরের খৎনা
করবেন। ৭ আর তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমার
দুশমনদের উপরে ও যারা তোমাকে হিংসা করে
নির্যাতন করেছে তাদের উপরে এসব বদদোয়া

ইসরাইল জাতি মাবুদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করেছে। এই অবাধ্যতার কাজের ফলেই মাবুদ তাদের বিভিন্ন অভিশাপের দ্বারা শাস্তি দিয়েছেন যেসব অভিশাপের কথা মাবুদের শরীয়ত কিতাবে লেখা আছে (২৮:৫৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩০:১ আল্লাহ্‌ মাবুদ যেসব জাতির মধ্যে তোমাকে দূর করে দেবেন। এর দ্বারা ঐ সব আশীর্বাদকে বুঝানো হয়েছে যা মাবুদ তাদের দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যদি কেবল মাত্র তাঁরই এবাদত করে (দেখুন ২৮:১-১৩ ও তার নোট)। আরো দেখুন ২৭:৯-২৬; ২৮:১৫-৬৮; ও ২৭:১৪-২৬ (অভিশাপ); ৬:৪ এর নোট।

৩০:৩-৪ তোমাকে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন সেখান থেকে আবার তোমাকে সংগ্রহ করবেন। এখানে মনে হয় যেন ইসরাইল এই সময়ে নির্বাসনে বাস করছিল (২৮:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন)। কিন্তু এখানে তাদের মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা যদি আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে এবং তাঁর হুকুম সকল পালন করে তাহলে তিনি ফিরিয়ে আনবেন ও তাদের আশীর্বাদ করবেন। ইসরাইলের অনেক নবীই মূসার অনেক পরে এই প্রতিজ্ঞার কথা বলেছিলেন (দেখুন ইশাইয়া ৪৮:১-৪৯:৭; ইয়ারমিয়া ৩:১২-১৯; ইহিস্কেল ১১:১৫-২১; হোশেয় ১৪:১-৯)।

৩০:১৫ জীবন ও মঙ্গল। এখানে জীবন ও মঙ্গল বেছে নেয়া মানে আল্লাহ্‌ তাদের যে আইন-কানুন ও নির্দেশ দিয়েছিলেন তা মান্য করা। যারা তা পালন করে তারা আশীর্বাদে পরিপূর্ণ

বর্তাবেন। ৮ আর তুমি ফিরে মাবুদের বাধ্য হয়ে
চলবে এবং আমি আজ তোমাকে তাঁর যে সমস্ত
হুকুম জানাচ্ছি তা পালন করবে। ৯ আর তোমার
আল্লাহ্‌ মাবুদ মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার সমস্ত
কাজে, তোমার শরীরের ফলে, তোমার পশুর
ফলে ও তোমার ভূমির ফলে তোমাকে ঐশ্বর্যশালী
করবেন; যেহেতু মাবুদ তোমার পূর্বপুরুষদেরকে
নিয়ে যেমন আনন্দ করতেন মঙ্গলার্থে আবার
তোমাকে নিয়ে তেমনি আনন্দ করবেন; ১০ কেবল
যদি তুমি এই শরীয়ত-কিতাবে লেখা তাঁর হুকুম
ও নির্দেশগুলো পালন করার জন্য তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদের বাধ্য হও, যদি সমস্ত অন্তর ও সমস্ত
প্রাণের সঙ্গে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের প্রতি ফির।

জীবন ও মঙ্গল এবং মৃত্যু ও অমঙ্গল

১১ কারণ আমি আজ তোমাকে এই যে হুকুম
দিচ্ছি, তা তোমার বোধের অগম্য নয় এবং
দূরবর্তীও নয়। ১২ তা বেহেশতে নয় যে, তুমি
বলবে, আমরা যেন তা পালন করি, এজন্য কে
আমাদের জন্য বেহেশতে গিয়ে তা এনে
আমাদেরকে শোনাবে? ১৩ আর তা সমুদ্রের
ওপারেও নয় যে, তুমি বলবে, আমরা যেন তা
পালন করি, এজন্য কে আমাদের জন্য সমুদ্র পার
হয়ে তা এনে আমাদেরকে শোনাবে? ১৪ কিন্তু
সেই কালাম তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার
মুখে ও তোমার অন্তরে, যেন তুমি তা পালন
করতে পার।
১৫ দেখ, আমি আজ তোমার সম্মুখে জীবন ও
মঙ্গল এবং মৃত্যু ও অমঙ্গল রাখলাম; ১৬ ফলত
আমি আজ তোমাকে এই হুকুম দিচ্ছি যে,
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদকে মহব্বত করতে, তাঁর
পথে চলতে এবং তাঁর হুকুম, তাঁর নির্দেশগুলো ও
তাঁর অনুশাসন পালন করতে হবে; তা করলে
তুমি বাঁচবে ও বৃদ্ধি পাবে; এবং যে দেশ অধিকার
করতে যাচ্ছ, সেই দেশে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ
তোমাকে দোয়া করবেন। ১৭ কিন্তু যদি তোমার
অন্তর তাঁর কাছ থেকে সরে যায় ও তুমি কথা না
শুনে ভ্রষ্ট হয়ে অন্য দেবতাদের কাছে সেজ্‌দা কর
ও তাদের সেবা কর; ১৮ তবে আজ আমি
তোমাদেরকে জানাচ্ছি, তোমরা একেবারে বিনষ্ট
হবে, তোমরা অধিকার হিসেবে যে দেশে প্রবেশ
করতে জর্ডান পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে
তোমাদের জীবনকাল দীর্ঘ হবে না। ১৯ আমি
আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আসমান ও দুনিয়াকে
সাক্ষী করে বলছি যে, আমি তোমার সম্মুখে
জীবন ও মৃত্যু, দোয়া ও বদদোয়া রাখলাম।
অতএব জীবন মনোনীত কর, যেন তুমি সবংশে
বাঁচতে পার; ২০ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদকে
মহব্বত কর, তাঁর বাণী মান্য কর ও তাঁতে
আসক্ত হও; কেননা তিনিই তোমার জীবন ও
তোমার দীর্ঘ পরমায়ুস্বরূপ; তা হলে মাবুদ
তোমার পূর্বপুরুষদেরকে, ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও
ইয়াকুবকে, যে দেশ দিতে কসম খেয়েছিলেন,
সেই দেশে তুমি বাস করতে পারবে।

হযরত ইউসার কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর

৩১ ১ পরে মূসা গিয়ে সমস্ত ইসরাইলকে
এসব কথা বললেন। ২ আর তিনি
তাদেরকে বললেন, আজ আমার বয়স এক শত
বিশ বছর, আমি আর বাইরে যেতে ও ভিতরে
আসতে পারি না এবং মাবুদ আমাকে বলেছেন,
তুমি এই জর্ডান পার হবে না। ৩ তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদ নিজে তোমার অগ্রগামী হয়ে পার হয়ে
যাবেন; তিনিই তোমার সম্মুখ থেকে সেই
জাতিদেরকে বিনষ্ট করবেন, তাতে তুমি
তাদেরকে অধিকারচ্যুত করবে। মাবুদ যেমন
বলেছেন, তেমনি ইউসাই তোমার অগ্রগামী হয়ে
পার হবে। ৪ আর মাবুদ আমোরীয়দের সীহোন
ও উজ নামক দুই বাদশাহ্‌কে বিনাশ করে
তাদের ও তাদের দেশের প্রতি যেমন করেছেন,
ওদের প্রতিও তেমনি করবেন। ৫ মাবুদ
তাদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেবেন, তখন
তোমরা আমার দেওয়া সমস্ত হুকুম অনুসারে
তাদের প্রতি ব্যবহার করবে। ৬ তোমরা বলবান
হও ও সাহস কর, ভয় করো না, তাদের থেকে
মহাভয়ে ভীত হয়ো না; কেননা তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদ নিজে তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন, তিনি
তোমাকে ছাড়বেন না, তোমাকে ত্যাগ করবেন

[৩০:৯] ইয়ার ১:১০; ২৪:৬; ৩১:২৮; ৩২:৪১; ৪২:১০; ৪৫:৪।
[৩০:৯] দ্বি:বি ২৮:৬৩।
[৩০:১১] জবুর ১৯:৮; ইশা ৪৫:১৯, ২৩; ৬৩:১।
[৩০:১২] রোমীয় ১০:৬।
[৩০:১৩] আইউ ২৮:১৪।
[৩০:১৪] রোমীয় ১০:৮।
[৩০:১৫] দ্বি:বি ২৮:১১; আইউ ৩৬:১১; জবুর ২৫:১৩; ১০৬:৫; মেসাল ৩:১-২।
[৩০:১৫] পয়দা ২:১৭।
[৩০:১৬] নহি ৯:২৯।
[৩০:২০] জবুর ২৭:১; মেসাল ৩:২২; ইউ ৫:২৬; প্রেরিত ১৭:২৮।
[৩১:২] শুমারী ২৭:১৭; ১বাদশা ৩:৭।
[৩১:২] দ্বি:বি ৩:২৩, ২৬।
[৩১:৩] শুমারী ২৭:১৮।

জীবন লাভ করে।

৩০:১৬-১৮ তোমরা অধিকার হিসেবে যে দেশে প্রবেশ করতে জর্ডান পার হয়ে যাচ্ছ। ১:৭,৮ আয়াতের নোটও দেখুন।

৩১:২ আজ আমার বয়স এক শত বিশ বছর। এর মানে তিন গুণ চল্লিশ। ইবরানীরা ৪০ বছরে এক প্রজন্ম গুণতো বলে এর দ্বারা হয়তো এই কথা বুঝানো হয়েছে যে, মূসা তার নাতি-নাতনিদের পূর্ণবয়স্কদের দেখার মত যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছিলেন। আরো দেখুন ১:১-৫ (চল্লিশ বছর) এর নোট।

৩১:২-৫ মাবুদ আমাকে বলেছেন, তুমি এই জর্ডান পার হবে না ... ইউসাই তোমার অগ্রগামী হয়ে পার হবে। ১:৩৬-৩৮ (কালেব ... মূসা... ইউসা) ও ৩:২৮ (ইউসা) আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:৩-৫ সীহোন ও উজ। দেখুন শুমারী ২১:২১-৩৫; দ্বিতীয় বিবরণ ২:২৬-৩:১১; এবং ১:১-৫ এর নোট।

৩১:৭ তুমি এদেরকে সেই দেশ অধিকার করাবে। ১:৭,৮ (এই দেশ) ও ১:২৩ (বারো ... প্রত্যেক বংশ) এর নোট।

৩১:৯ মূসা এই শরীয়ত লিখলেন। যে নিয়ম লোকেরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সীনয় পর্বতে করেছিল তা ও তার ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা (৪:১-২৯:১)। প্রাচীন কালে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নিয়ম স্থাপন করলে তা তাদের প্রায়ই উপাসনালয়ের দেবতাদের সামনে রাখা হতো। ইসরাইলকে হুকুম দেয়া হয়েছিল যেন তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে করা তাদের নিয়ম তারা আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য বেছে

না।
৭ আর মূসা ইউসাকে ডেকে সমস্ত ইসরাইলের
সাক্ষাতে বললেন, তুমি বলবান হও ও সাহস
কর, কেননা মাবুদ এদেরকে যে দেশ দিতে
এদের পূর্বপুরুষদের কাছে কসম খেয়েছেন, সেই
দেশে এই লোকদের সঙ্গে তুমি প্রবেশ করবে
এবং তুমি এদেরকে সেই দেশ অধিকার করাবে।
৮ আর মাবুদ স্বয়ং তোমার অগ্রভাগে যাচ্ছেন;
তিনিই তোমার সহবর্তী থাকবেন; তিনি তোমাকে
ছাড়বেন না, তোমাকে ত্যাগ করবেন না; ভয়
করো না, নিরাশ হয়ো না।

তৌরাত শরীফ পাঠ করার বিশেষ নিয়ম

৯ পরে মূসা এই শরীয়ত লিখলেন এবং লেবি-
বংশজাত ইমামেরা, যারা মাবুদের শরীয়ত-
সিন্দুক বহন করতো তাদের ও ইসরাইলের সমস্ত
প্রাচীনদের হাতে তা দিলেন। ১০ আর মূসা
তাদেরকে এই হুকুম করলেন, প্রতি সাত বছরের
পরে, ঋণ মাফের বছরের কালে, কুটির উৎসব
ঈদে, ১১ যখন সমস্ত ইসরাইল তোমার আল্লাহ্
মাবুদের মনোনীত স্থানে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত
হবে, তখন তুমি সমস্ত ইসরাইলের সাক্ষাতে
তাদের কর্ণগোচরে এই শরীয়ত পাঠ করবে।
১২ তুমি লোকদেরকে, পুরুষ, স্ত্রী, বালক-বালিকা
ও তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী সকলকে
একত্র করবে, যেন তারা শুনে শিক্ষা পায় ও
তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদকে ভয় করে এবং এই
শরীয়তের সমস্ত কথা যত্নপূর্বক পালন করে;
১৩ আর তাদের যে সন্তানেরা এসব জানে না,
তারা যেন শোনে এবং যে দেশ অধিকার করতে
তোমরা জর্ডান পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে যত
কাল প্রাণধারণ করে, তারা তত কাল যেন

[৩১:৪] শুমারী ২১:৩৩।
[৩১:৫] দ্বি:বি ২:৩৩।
[৩১:৬] ইউসা ১:৬, ৯, ১৮; ১০:২৫; ১খান্দান ২২:১৩; ২৮:২০; ২খান্দান ৩২:৭।
[৩১:৭] শুমারী ২৭:২৩।
[৩১:৮] হিজ ১৩:২১।
[৩১:৯] হিজ ১৭:১৪।
[৩১:১০] হিজ ২৩:১৬; দ্বি:বি ১৬:১৩।
[৩১:১১] ইউসা ৮:৩৪-৩৫; ২বাদশা ২৩:২; নহি ৮:২।
[৩১:১২] হগয় ১:১২; মালা ১:৬; ৩:৫, ১৬।
[৩১:১৪] পয়দা ২৫:৮; শুমারী ২৭:১৩।
[৩১:১৫] হিজ ৩৩:৯।
[৩১:১৬] কাজী ১০:৬, ১৩।
[৩১:১৭] দ্বি:বি ৩২:১৬; ২বাদশা ১৩:৩; ২২:১৩; জবুর ১০৬:২৯, ৪০; ইয়ার ৭:১৮; ২১:৫; ৩৬:৭।
[৩১:২০] জবুর ৪:২; ১৬:৪; ৪০:৪; ইয়ার ১৩:২৫; দানি ৩:২৮; আমোস

তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদকে ভয় করতে শেখে।

অবাধ্যতার ভবিষ্যদ্বাণী

১৪ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, দেখ, তোমার
ইন্তেকাল করার দিন আসন্ন, তুমি ইউসাকে ডাক
এবং তোমরা উভয়ে জমায়েত-তাঁবুতে উপস্থিত
হও, আমি তাকে হুকুম দেব। তাতে মূসা ও
ইউসা গিয়ে জমায়েত-তাঁবুতে উপস্থিত হলেন।
১৫ আর মাবুদ সেই তাঁবুতে মেঘস্তম্ভে দর্শন
দিলেন; সেই মেঘস্তম্ভ তাঁবুদ্বারের উপরে স্থির
থাকলো।
১৬ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, দেখ, তুমি
তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে শায়িত হবে, আর
এই লোকেরা উঠে যে দেশে প্রবেশ করতে
যাচ্ছে, সেই দেশের বিজাতীয় দেবতাদের পিছনে
চলে জেনা করবে এবং আমাকে ত্যাগ করবে ও
তাদের সঙ্গে কৃত আমার নিয়ম ভঙ্গ করবে।
১৭ সেই সময়ে তাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ
প্রজ্বলিত হবে, আমি তাদেরকে ত্যাগ করবো ও
তাদের থেকে আমার মুখ আচ্ছাদন করবো; আর
তারা পরাভূত হবে এবং তাদের উপরে বহুবিধ
অমঙ্গল ও সঙ্কট ঘটবে; সেই সময়ে তারা বলবে,
আমাদের উপর এসব অমঙ্গল ঘটেছে, এর কারণ
কি এ-ই নয়, যে আমাদের আল্লাহ্ আমাদের
সঙ্গে নেই? ১৮ বাস্তবিক তারা অন্য দেবতাদের
কাছে ফিরে যেসব অপকর্ম করবে, সেজন্য সেই
সময়ে আমি অবশ্য তাদের থেকে আমার মুখ
আচ্ছাদন করবো। ১৯ এখন তোমরা নিজেদের
জন্য এই গজল লিপিবদ্ধ কর এবং তুমি বনি-
ইসরাইলকে এই শিক্ষা দাও ও তাদেরকে মুখস্থ
করাও; যেন এই গজল বনি-ইসরাইলদের
বিরুদ্ধে আমার সাক্ষী হয়। ২০ কেননা আমি যে
দেশ দিতে তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে কসম

নেওয়া জায়গায় একটা পবিত্র বাক্সে রেখে দেয়। আরো দেখুন ১:১-৫ (মাবুদ ... তাঁর শরীয়ত)।

লেবি-বংশজাত ইমামেরা ... ইসরাইলের সমস্ত প্রাচীণদের। ১০:৮; ও ১৭:৮-১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক। ১০:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১০-১১ ঋণ মাফের বছরের কালে, কুটির উৎসব ঈদে। ১৬:১৩-১৫ (কুটির উৎসব) আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইল জাতির লোকদের আইন-কানুন পড়ে শোনানো ও তাদের বুঝিয়ে দেয়া ছিল ইমামদের একটা প্রধান কাজ (৩৩:১০; মালাখি ২:৪-৯)। সাত বছর পর কোন এক বিশেষ উৎসবের সময়ে আইন-কানুন পড়ে শুনানো হতো যাতে প্রত্যেক প্রজন্মের লোকেরা তা শুনতে ও শিখতে পারত। আরো দেখুন ১৫:১-১০ আয়াতের নোট।

৩১:১৪ জমায়েত-তাঁবু। ৯:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৫ মেঘস্তম্ভে। ১:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৬ বিজাতীয় দেবতাদের পিছনে চলে জেনা করবে। ঐ দেশ ছিল কেনান দেশ। ১:১-৫; ৭:৫; এবং ১২:২-৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৬-১৮ তাদের সঙ্গে কৃত আমার নিয়ম ভঙ্গ করবে। ২৯:৯-৩০:৯ ও ১:১-৫ (মাবুদ ... তাঁর শরীয়ত); ৪:৫-৮; ৪:২৫-৩১, ও ৭:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৯ তোমরা নিজেদের জন্য এই গজল ... মুখস্থ করা। গজলের কথাগুলো ৩২:১-৪৩ আয়াতে লেখা আছে। সেই গজলটা ভুলে যাবে না এবং তা প্রমাণ দেবে যে, ইসরাইলরা আল্লাহ্‌র আইন-কানুন জানে এবং তারা অমান্য করতে পারে না (৩১:২১)।

৩১:২১ সেই দেশে তাদেরকে নিয়ে যাবার আগেই আমি জানি তাদের অন্তরে কি রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, ইসরাইল কেনান দেশে পৌঁছাবার পরে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করবে। আরো দেখুন। ২৮:৩৬ এবং ২৯:২৫ এর নোট।

৩১:২৩ হুকুম দিয়ে বললেন ... বনি-ইসরাইলরাকে যে দেশ দিতে কসম খেয়েছি। ৩১:১৪-১৫ আয়াতের চিন্তা এই আয়াতেও দেখা যায়। শুমারী ২৭:২৩; ইউসা ১:৬-৮।

৩১:২৪-২৬ শরীয়তের সমস্ত কথা কিতাবে লিখে নিলেন...

খেয়েছি, সেই দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশে তাদেরকে
নিয়ে যাওয়ার পর যখন তারা ভোজন করে তৃপ্ত
ও হৃষ্টপুষ্ট হবে, তখন অন্য দেবতাদের কাছে
ফিরবে এবং তাদের সেবা করবে, আমাকে
অবজ্ঞা করবে ও আমার নিয়ম ভঙ্গ করবে।
২১ আর যখন তাদের উপরে বহুবিধ অমঙ্গল ও
সঙ্কট ঘটবে, সেই সময় এই গজল সাক্ষীস্বরূপ
তাদের সম্মুখে সাক্ষ্য দেবে; কেননা তাদের বংশ
মুখের এই গজল ভুলে যাবে না; বাস্তবিক আমি
যে দেশের বিষয়ে কসম খেয়েছি, সেই দেশে
তাদেরকে নিয়ে যাবার আগেই আমি জানি তাদের
অন্তরে কি রয়েছে; ২২ পরে মূসা সেই দিনে ঐ
গজল লিপিবদ্ধ করে বনি-ইসরাইলদেরকে শিক্ষা
দিলেন।

২৩ আর তিনি নূনের পুত্র ইউসাকে হুকুম দিয়ে
বললেন, তুমি বলবান হও ও সাহস কর; কেননা
আমি বনি-ইসরাইলদেরকে যে দেশ দিতে কসম
খেয়েছি, সেই দেশে তুমি তাদেরকে নিয়ে যাবে
এবং আমি তোমার সহবর্তী হবো।

২৪ আর মূসা সমাপ্তি পর্যন্ত এই শরীয়তের
সমস্ত কথা কিতাবে লিখে নিলেন। ২৫ তারপর
মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুকবাহী লেবীয়দেরকে এই
হুকুম করলেন, ২৬ তোমরা এই তৌরাত কিতাব
নিয়ে তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের নিয়ম সিন্দুকের
পাশে রাখ; এটি তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীর জন্য
সেই স্থানে থাকবে। ২৭ কেননা তোমার
বিরুদ্ধাচারিতা ও তোমার একগুঁয়েমী আমি জানি;
দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমি জীবিত থাকতেই
আজ তোমরা মাবুদের বিরুদ্ধাচারী হলে, তবে
আমার ইন্তেকালের পরে কি না করবে?
২৮ তোমরা নিজ নিজ বংশের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে
ও কর্মকর্তাদেরকে আমার কাছে একত্র কর; আমি
তাদের কর্ণগোচরে এসব কথা বলি এবং তাদের
বিরুদ্ধে আসমান ও দুনিয়াকে সাক্ষী করি।
২৯ কেননা আমি জানি, আমার ইন্তেকালের পরে
তোমরা একেবারে ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে এবং আমার

২:৪।
[৩১:২১] ১খান্দান ২৮:৯; হোশেয় ৫:৩; ইউ ২:২৪-২৫।
[৩১:২৩] ইউসা ১:৬।
[৩১:২৪] দ্বি:বি ১৭:১৮; ২বাদশা ২২:৮।
[৩১:২৭] হিজ ২৩:২১।
[৩১:২৮] দ্বি:বি ৪:২৬; ৩০:১৯; ৩২:১; আইউ ২০:২৭; ইশা ২৬:২১।
[৩১:২৯] ১বাদশা ৯:৯; ২২:২৩; ২বাদশা ২২:১৬।
[৩২:১] জবুর ৪৯:১; মীখা ১:২।
[৩২:২] জবুর ১০৭:২০; ইশা ৯:৮; ৫৫:১১; মীখা ৫:৭।
[৩২:৩] জবুর ১১৮:১৭; ১৪৫:৬।
[৩২:৪] ২শামু ২২:৩১; জবুর ১৮:৩০; ১৯:৭।
॥
[৩২:৫] মথি ১৭:১৭; লূক ৯:৪১; প্রেরিত ২:৪০।
[৩২:৬] জবুর ৯৪:৮; ইয়ার ৫:২১।
[৩২:৭] জবুর ৭৮:৪; ইশা ৪৬:৯।

হুকুম করা পথ থেকে বিপথগামী হবে; আর
উত্তরকালে তোমাদের অমঙ্গল ঘটবে, কারণ
মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা করে তোমরা
নিজেদের হস্তকৃত কাজ দ্বারা তাঁকে অসন্তুষ্ট
করবে।

হযরত মূসার গজল

৩০ পরে মূসা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইসরাইলের
সমস্ত সমাজের কর্ণগোচরে এই গজলের
কথাগুলো বলতে লাগলেন।

৩২ ১ হে আসমান, আমার কথায় কান
দাও, আমি বলি;
দুনিয়া আমার মুখের কথা শুনুক।
২ আমার উপদেশ বৃষ্টির মত করে
পড়বে,
আমার কথা শিশিরের মত করে পড়বে,
ঘাসের উপরে পড়া বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির মত,
লতাগুল্মের উপরে পড়া পানির স্রোতের
মত।
৩ কেননা আমি মাবুদের নাম তবলিগ
করবো;
তোমরা আমাদের আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা
কর।
৪ তিনি শৈল, তাঁর কাজ সিদ্ধ,
কেননা তাঁর সমস্ত পথ ন্যায্য;
তিনি বিশ্বাস্য আল্লাহ্‌, তাঁতে অন্যায় নেই;
তিনিই ধর্মময় ও সরল।
৫ এরা তাঁর সম্বন্ধে ভ্রষ্টাচারী,
তাঁর সন্তান নয়,
এই এদের কলঙ্ক;
এরা বিপথগামী ও কুটিল বংশ।
৬ তোমরা কি মাবুদকে এই প্রতিশোধ দিচ্ছ?
হে মূঢ় ও অজ্ঞান জাতি,
তিনি কি তোমার পিতা নন,
যিনি তোমাকে সৃষ্টি করলেন।
তিনিই তোমার নির্মাতা ও স্থিতিকর্তা।
৭ পুরাকালের দিনগুলোর কথা স্মরণ কর,

সিন্দুকের পাশে রাখ। ৩১:৯-১৩ আয়াতের চিন্তাটা এই আয়াতগুলোতেও দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র আইন-কানুনের কিতাবটি আল্লাহ্‌র যে সকল হুকুম পাথরে লিখে পবিত্র সিন্দুকের মধ্যে রাখা হয়েছিল তার সঙ্গে একসাথে রাখতে হবে। ২৮:৫৮ (আল্লাহ্‌র শরীয়ত-কিতাব), ৫:২ (সিনাই পর্বতের নিয়ম) এবং ১০:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৫ লেবীয়দের। ১০:৮ ও ১২:৫-১৯ (লেবীয়) আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:২৮ আসমান ও দুনিয়াকে সাক্ষী করি। ৩০:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:১ হে আসমান, ... দুনিয়া। ৩০:১৯ ও তাঁর নোট দেখুন। ৩১:২৮ ও দেখুন।

৩২:৩ মাবুদের নাম ... আমাদের আল্লাহ্‌। ১:১-৫ ১:৬ (মাবুদ আমাদের ঈশ্বর) আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:৪ তিনি শৈল। ইবরানী কবিতা, ইত্যাদিতে মাবুদকে কোন কোন সময় পর্বতের মত কল্পনা করা হয়েছে যে পর্বতের গায়ে গিয়ে লোকেরা তাদের শত্রুদের আক্রমণের সময়ে দৌড়ে গিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। (জবুর ১৮:২,৪৬; ইশাইয়া ১৭:১০; হবক্কুক ১:১২)।

৩২:৮ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌। এই কথার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টির উপরে আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রন বুঝায় (পয়দা ১৪:১৯)।

৩২:১৩ তিনি দুনিয়ার উচ্চস্থলীগুলোর উপর দিয়ে তাকে আরোহণ করালেন। মূসার এই গজলটি এমনভাবে লেখা হয়েছে যাতে মনে হয় যেন ইসরাইল জাতি কেনান দেশ

বহুপুরুষের সমস্ত বছর আলোচনা কর;
তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা কর,
সে জানাবে;
তোমার প্রাচীনদেরকে জিজ্ঞাসা কর,
তারা বলবে।
৮ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যখন জাতিদেরকে
অধিকার দিলেন,
যখন মানবজাতিকে পৃথক করলেন,
তখন বনি-ইসরাইলদের সংখ্যানুসারেই সেই
লোকবৃন্দের সীমা নির্ধারণ করলেন।
৯ কেননা মাবুদের লোকই তাঁর উত্তরাধিকার;
ইয়াকুবই তাঁর উত্তরাধিকার।
১০ তিনি তাকে পেলেন মরুভূমির দেশে,
যেখানে পশুরা গর্জন করে সেই ঘোর
মরুভূমিতে;
তিনি তাকে বেষ্টন করলেন,
তার তত্ত্ব নিলেন,
নয়ন-তারার মত তাকে রক্ষা করলেন।
১১ ঈগল যেমন তার বাসা জাগিয়ে তোলে,
তার বাচ্চাগুলোর উপরে পাখা দোলায়,
মাখা মেলে তাদেরকে তোলে,
পালকের উপরে তাদের বহন করে;
১২ সেভাবে মাবুদ একাকী তাকে নিয়ে
গেলেন;
তাঁর সঙ্গে কোন বিজাতীয় দেবতা
ছিল না।
১৩ তিনি দুনিয়ার উচ্চস্থলীগুলোর উপর দিয়ে
তাকে আরোহণ করালেন,
সে ক্ষেতের শস্য ভোজন করলো;
তিনি তাকে পাষাণ থেকে মধু পান
করালেন,
চক্‌মকি প্রস্তরময় শৈল থেকে তেল
দিলেন;
১৪ তিনি গরুর দুধের মাখন, ভেড়ীর দুধ,
ভেড়ার বাচ্চার চর্বি সহ,
বাশন দেশজাত ভেড়া ও ছাগল এবং
উত্তম গমের সার তাকে দিলেন;
তুমি আঙ্গুরের নির্যাস আঙ্গুর-রস পান
করলে।
১৫ কিন্তু যিশুরূণ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে পদাঘাত
করলো।
তুমি হৃষ্টপুষ্ট, স্থূল ও তৃপ্ত হলে;
অমনি সে তার নির্মাতা আল্লাহ্‌কে ত্যাগ
করলো,
তার উদ্ধারের শৈলকে লঘু জ্ঞান করলো।
১৬ তারা বিজাতীয় দেবতাদের দ্বারা তাঁর
অন্তর্জ্বালা জন্মালো,
ঘৃণার বস্তু দ্বারা তাঁকে অসন্তুষ্ট করলো।
১৭ তারা কোরবানী করলো ভূতদের উদ্দেশে,
যারা আল্লাহ্ নয়,
দেবতাদের উদ্দেশে, যাদেরকে তারা
জানত না,
নতুন, নবজাত দেবতাদের উদ্দেশে,
যাদেরকে তোমাদের পিতৃগণ ভয়
করতো না।
১৮ তুমি তোমার জন্মদাতা শৈলের প্রতি
উদাসীন,
তোমার জনক আল্লাহ্‌কে ভুলে গেলে।
১৯ মাবুদ দেখলেন, ঘৃণা করলেন
নিজের পুত্রকন্যাদের কৃত অসন্তোষজনক
কাজের জন্য।
২০ তিনি বললেন, আমি ওদের থেকে আমার
মুখ আচ্ছাদন করবো;
ওদের শেষদশা কি হবে, দেখবো;
কেননা ওরা বিপরীতাচারী বংশ,
ওরা অবিশ্বস্ত সন্তান।

[৩২:৮] প্রেরিত ৮:১।
[৩২:৮] শুমারী ২৩:৯; ইয়ার ২৩:৬।
[৩২:৯] জবুর ১৬:৫; ৭৩:২৬; ১১৯:৫৭; ১৪২:৫; ইয়ার ১০:১৬।
[৩২:১০] জবুর ১৭:৮; জাকা ২:৮।
[৩২:১১] জবুর ১৭:৮।
[৩২:১২] জবুর ১০৬:৯; ইশা ৬৩:১৩; ইয়ার ৩১:৩২।
[৩২:১৩] দ্বি:বি ৩৩:২৯; ২শামু ২২:৩৪; ইহি ৩৬:২; হবক ৩:১৯।
[৩২:১৪] শুমারী ২১:৩৩।
[৩২:১৫] ইশা ১:৪, ২৮; ৫৮:২; ৬৫:১১; ইয়ার ১৫:৬; ইহি ১৪:৫।
[৩২:১৬] শুমারী ২৫:১১; ১করি ১০:২২।
[৩২:১৭] হিজ ২২:২০; ১করি ১০:২০।
[৩২:১৮] কাজী ৩:৭; ১শামু ১২:৯; জবুর ৪৪:১৭, ২০; ১০৬:২১।
[৩২:১৯] আমোস ৬:৮।
[৩২:২০] জবুর ৪:৬; ৪৪:২৪।

ইতিমধ্যেই দখল করে নিয়েছে এবং তারা সেই দেশে বাস করা শুরু করেছে।

মধু পান করালেন... তেল দিলেন। জলপাইয়ের গাছ অনেক সময় পাহাড়ে জন্মাত, আর মৌমাছিরা পাহাড়ের ফাটলে তাদের চাক তৈরি করতো। আরো দেখুন ২৮:৪০ ও ১২:৫-১৯ (দশ ভাগের এক ভাগ)।

৩২:১৪ বাশন দেশজাত। মোয়াব দেশ দেখুন।

৩২:১৫,১৮ তার উদ্ধারের শৈল। ৩২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:১৬,১৭ ঘৃণার বস্তু দ্বারা তাঁকে অসন্তুষ্ট করলো। অন্যান্য জাতির দেব-দেবীরা ইসরাইলের জীবন্ত আল্লাহ্‌র মত ছিল না, তাই তারা লোকদের রক্ষা করতে পারত না। আরো দেখুন ৪:১৬-১৮; ৭:৫ ও ৭:২৬।

৩২:২১ যারা আল্লাহ্ নয় এমন দেবতার দ্বারা ওরা আমার অন্তর্জ্বালা জন্মালো। যদিও মাবুদ ইসরাইলকে মিসরের গোলামী থেকে মুক্ত করেছিলেন ও পরে তাদের কেনান দেশ জয় করতে দিয়েছিলেন তারা মাবুদকে ত্যাগ করে অন্য দেবদেবীর পূজা করেছে (২৮:৩৬ ও ২৯:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩২:২২ আমার ক্রোধে আগুন প্রজ্বলিত হল। যারা খারাপ লোক ও মাবুদের অবাধ্য তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র ক্রোধ বুঝাতে সাধারণত আগুনের কথা বলা হতো (পয়দা ১৯:২৩-২৯; লেবীয় ১০:১,২; ইশাইয়া ৪:৪; যোয়েল ২:১-৩; মথি ১৩:৩৬-৪২)। ১:৩৩ এর নোটও দেখুন। অতি প্রাচীনকালে ইবরানীদের বিশ্বাস ছিল যে, "মৃত লোকদের জগৎ" ছিল পৃথিবীর ভেতরে অবস্থিত অত্যন্ত গভীর একটা কূপের মত স্থান। ইবরানী ভাষায় সেই "মৃতদের রূহের স্থানের সবচেয়ে নিচু জায়গাকে" বলা হতো "শিওল"। কিতাবুল মোকাদ্দসে শিওলকে এমন একটা স্থানরূপে দেখানো হয়েছে যেটা সম্পূর্ণ প্রাণহীন ও অনুভূতিহীন। (আইউব ১০:২১,২২; জবুর ৮৮:১২, ৯৪:১৭)।

৩২:২৬,২৭ তাদেরকে উড়িয়ে দেব, ... মুছে ফেলবো। অন্যান্য

BACIB International Bible CHURCH

২১ যারা আল্লাহ্ নয় এমন দেবতার দ্বারা ওরা
আমার অন্তর্জ্বালা জন্মালো,
নিজ নিজ অসার বস্তু দ্বারা আমাকে
অসন্তুষ্ট করলো;
আমিও ন-জাতি দ্বারা ওদের অন্তর্জ্বালা
জন্মাবো,
মূঢ় জাতি দ্বারা ওদেরকে অসন্তুষ্ট করবো।
২২ কেননা আমার ক্রোধে আগুন প্রজ্বলিত
হল,
তা নিচস্থ পাতাল পর্যন্ত দগ্ধ করে,
দুনিয়া ও তাতে উৎপন্ন বস্তু গ্রাস করে,
পর্বতগুলোর মূলে আগুন লাগায়।
২৩ আমি তাদের উপরে অমঙ্গল রাশি
করবো,
তাদের প্রতি আমার সমস্ত তীর ছুড়বো।
২৪ তারা ক্ষুধায় ক্ষীণ হবে,
জ্বলন্ত অঙ্গারে ও উগ্র সংহারে আক্রান্ত
হবে;
আমি তাদের কাছে জন্তুদের দাঁত
পাঠাবো,
ধূলির উপরে বুকে ভর করে চলা সাপের
বিষ সহকারে।
২৫ বাইরে তলোয়ার, গৃহমধ্যে মহাভয় বিনাশ
করবে;
যুবক ও কুমারীকে, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও
শুক্লকেশ বৃদ্ধকে মারবে।
২৬ আমি বললাম, তাদেরকে উড়িয়ে দেব,
মানবজাতি মধ্য থেকে তাদের স্মৃতি মুছে
ফেলবো।
২৭ কিন্তু ভয় করি, পাছে দুশমন বিরক্ত করে,
পাছে তাদের দুশমনদের বিপরীত বিচার
করে,
পাছে তারা বলে, আমাদেরই হাত উন্নত,
এসব কাজ মাবুদ করেন নি।
২৮ কেননা ওরা যুক্তিবিহীন জাতি,
ওদের মধ্যে বিবেচনা নেই।
২৯ আহা, কেন তারা জ্ঞানবান হয়ে এই কথা
বোঝে না?
কেন নিজেদের শেষ দশা বিবেচনা করে
না?
৩০ এক জন কিভাবে হাজার লোককে
তাড়িয়ে দেয়,
দু'জনকে দেখে দশ হাজার পালিয়ে যায়?
না, তাদের শৈল তাদেরকে বিক্রি
করলেন,
মাবুদ তাদেরকে তুলে দিলেন।
৩১ কেননা ওদের শৈল আমাদের শৈলের
মত নয়,
আমাদের দুশমনরাও এরকম বিচার করে।
৩২ কারণ তাদের আঙ্গুরলতা সাদুমের
আঙ্গুরলতা থেকে উৎপন্ন;
আমুরার ক্ষেতের আঙ্গুরলতা থেকে
উৎপন্ন;
তাদের আঙ্গুর ফল বিষময়,
তাদের গুচ্ছ তিক্ত;
৩৩ তাদের আঙ্গুর-রস সাপের বিষ,
তা কালসাপের ভয়ংকর বিষ।
৩৪ এই কি আমার কাছে সঞ্চিত নয়?
আমার ধনাগারে মুদ্রাঙ্ক দ্বারা রক্ষিত নয়?
৩৫ প্রতিশোধ ও প্রতিফলদান আমারই কাজ,
যে সময়ে তাদের পা পিছলে যাবে;
কেননা তাদের বিপদের দিন নিকটবর্তী,
তাদের জন্য যা যা নিরূপিত,
শীঘ্রই আসবে।
৩৬ কারণ মাবুদ তাঁর লোকদের বিচার
করবেন,
তাঁর গোলামদের উপরে সদয় হবেন;
যেহেতু তিনি দেখবেন,
তাদের শক্তি গেছে,
গোলাম বা স্বাধীন মানুষ– কেউই নেই।
৩৭ তিনি বলবেন, কোথায় তাদের দেবতারা,
কোথায় সেই শৈল, যার আশ্রয় নিয়েছিল,
৩৮ যা তাদের কোরবানীর চর্বি ভোজন
করতো,

[৩২:২১] ১বাদশা ১৬:১৩, ২৬; ইউ ২:৮।
[৩২:২২] জবুর ১৮:৭-৮; ইয়ার ১৫:১৪; মাতম ৪:১১।
[৩২:২৩] ইশা ৫:২৮; ৪৯:২; ইহি ৫:১৬; হবক ৩:৯, ১১।
[৩২:২৪] পয়দা ২৬:১; ৪১:৫৫; ৪২:৫; ২শামু ২৪:১৩; ১খান্দান ২১:১২।
[৩২:২৫] ২খান্দান ৩৬:১৭।
[৩২:২৬] জবুর ৩৪:১৬; ৩৭:২৮; ১০৯:১৫; ইশা ১৪:২০।
[৩২:২৭] জবুর ১৪০:৮; ইশা ১০:১৩।
[৩২:২৮] ইশা ১:৩; ৫:১৩; ২৭:১১; ইয়ার ৮:৭।
[৩২:২৯] জবুর ৮১:১৩।
[৩২:৩০] ইশা ৫০:১; ৫৪:৬।
[৩২:৩১] পয়দা ৪৯:২৪।
[৩২:৩২] আইউ ৬:৪; ২০:১৬।
[৩২:৩৪] ইয়ার ২:২২; হোশেয় ১৩:১২।
[৩২:৩৫] রোমীয় ১২:১৯; ইব ১০:৩০।
[৩২:৩৬] ইব ১০:৩০।
[৩২:৩৮] শুমারী ২৫:১-২; ইয়ার ১১:১২; ৪৪:৮,

জাতির লোকেরা যেন কোন ভাবে না ভাবতে পারে যে, ইসরাইলের দুরাবস্থার কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে এবং আইন-কানুন পালন করে নি। যদি ইসরাইলকে আল্লাহ্ তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি না দেন তাহলে অন্য জাতির প্রতি অন্যায় করা হবে; ইসরাইল লোকেরা যে শাস্তির যোগ্য নয়, এমন নয়। আরো দেখুন ২৮:৬৪ এবং ৩৬ এর নোট।

৩২:৩২ সাদুমের ... আমুরার। ২৯:২৩ নোট দেখুন।

৩২:৩৬ তাঁর গোলামদের উপরে সদয় হবেন। আল্লাহ্ ইসরাইল জাতিকে আবার গঠন করবেন। আরো দেখুন জবুর ১৩৫:১৪; ইশাইয়া ৪০:১,২; ৪৯:১৩-১৮; এবং ১০:১৮,১৯ এর নোট।

৩২:৩৮ কোরবানীর চর্বি ... পেয় উৎসর্গের আঙ্গুর-রস। বনি-ইসরাইলদের আঙ্গুর-রস, শস্যাদি ও পশু-সম্পদের প্রথম অংশ মাবুদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদের উপহাররূপে উৎসর্গ করতে হতো (১৮:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। কিন্তু কোন কোন বনি-ইসরাইলদের লোকেরা ঐ সব উপহার মাবুদের পরিবর্তে অন্যান্য জাতির দেবদেবীর উদ্দেশ্যে– কেনানীয়দের উর্বরতার দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতো, কারণ তারা বিশ্বাস করতো যে ঐ দেবতাদের আশীর্বাদেই জমি-ভূমি উর্বর হয় যার জন্য জমিতে ফসল ও ফলমূল উৎপন্ন হতে পারে। আরো দেখুন হোশেয় ২:৮ এবং ৬:৪; ৭:১; ও ৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:৪৩ তাঁর লোকদের সঙ্গে আনন্দ-চিৎকার কর। ৩২:১ আয়াতের সঙ্গে তুলনা করুন যেখানে আকাশকে সাক্ষী মানা হয়েছে। এই অধ্যায়ের গজলটি আরম্ভে ও শেষে প্রকৃতিকে

তাদের পেয় উৎসর্গের আঙ্গুর-রস পান
করতো?
তারাই উঠে তোমাদের সাহায্য করুক,
তারাই তোমাদের আশ্রয় হোক।
৩৯ এখন দেখ, আমি, আমিই তিনি;
আমি ছাড়া আর কোন আল্লাহ্ নেই;
আমি হত্যা করি, আমিই সজীব করি;
আমি আঘাত করেছি, আমিই সুস্থ করি;
আমার হাত থেকে উদ্ধারকারী কেউই
নেই।
৪০ কেননা আমি আসমানের দিকে হাত
উঠাই,
আর বলি, আমি অনন্তজীবী,
৪১ আমি যদি আমার তলোয়ার বজ্রে শাণ
দিই,
যদি বিচারসাধনে হস্তক্ষেপ করি,
তবে আমার বিপক্ষদের প্রতিশোধ নেব,
আমার বিদ্বেষীদেরকে প্রতিফল দেব।
৪২ আমি নিজের সমস্ত তীর মাতাল করবো
রক্তপানে,
নিহত ও বন্দী লোকদের রক্তপানে;
আমার তলোয়ার গোশ্‌ত খাবে,
শত্রু-সেনাদের মাথা খাবে।
৪৩ হে সমস্ত জাতি, তাঁর লোকদের সঙ্গে
আনন্দ-চিৎকার কর;
কেননা তিনি তাঁর গোলামদের রক্তের
প্রতিফল দেবেন,
তাঁর বিপক্ষদের প্রতিশোধ নেবেন, তাঁর
দেশের জন্য,
তাঁর লোকদের জন্য কাফ্‌ফারা দেবেন।
৪৪ আর মূসা ও নূনের পুত্র ইউসা এসে
লোকদের কর্ণগোচরে এই গজলের সমস্ত কথা
বললেন। ৪৫ মূসা সমস্ত ইসরাইলের কাছে এসব
কথা বলা সমাপ্ত করলেন; ৪৬ আর তাদেরকে
বললেন, আমি আজ তোমাদের কাছে সাক্ষ্যরূপে
যা যা বললাম, তোমরা সেসব কথায় মনোযোগ
দাও, আর তোমাদের সন্তানরা যেন এই
শরীয়তের সমস্ত কথা পালন করতে যত্নবান হয়,
এজন্য তাদেরকে তা হুকুম করতে হবে।
৪৭ বস্তুত এটি তোমাদের পক্ষে নিরর্থক কালাম
নয়, কেননা এটিই তোমাদের জীবন এবং
তোমরা যে দেশ অধিকার করতে জর্ডান পার
হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে এই কালাম দ্বারা দীর্ঘায়ু
হবে।

হযরত মূসার মৃত্যুর কথা

৪৮ সেই দিনে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি এই
অবারীম পর্বতে, ৪৯ অর্থাৎ জেরিকোর সম্মুখে
অবস্থিত মোয়াব দেশস্থ নবো পর্বতে উঠ এবং
আমি অধিকার হিসেবে বনি-ইসরাইলকে যে
দেশ দিচ্ছি সেই কেনান দেশ দর্শন কর।
৫০ আর তোমার ভাই হারুন যেমন হোর পর্বতে
ইন্তেকাল করেছে এবং নিজের লোকদের কাছে
সংগৃহীত হয়েছে তেমনি তুমিও যে পর্বতে উঠবে
তোমাকে সেখানে ইন্তেকাল করে নিজের
লোকদের কাছে সংগৃহীত হতে হবে। ৫১ কেননা
সীন মরুভূমিতে কাদেশস্থ মরীবা পানির কাছে
তোমরা বনি-ইসরাইলদের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে
সত্য লঙ্ঘন করেছিলে, ফলত বনি-ইসরাইলদের
মধ্যে আমাকে পবিত্র বলে মান্য কর নি। ৫২ তুমি
তোমার সম্মুখে দেশ দেখবে, কিন্তু আমি বনি-
ইসরাইলকে যে দেশ দিচ্ছি, সেখানে প্রবেশ
করতে পারবে না।

২৫। [৩২:৩৯] ইউ ১১:২৫-২৬। [৩২:৩৯] মালা ৪:২; ১পিতর ২:২৪। [৩২:৪০] পয়দা ২১:৩৩; প্রকা ১:১৮। [৩২:৪১] ইহি ২১:৯-১০। [৩২:৪২] ২শামু ২:২৬; ইয়ার ১২:১২; ৪৪:১; ৪৬:১০, ১৪। [৩২:৪৩] রোমীয় ১৫:১০। [৩২:৪৪] শুমারী ১৩:৮, ১৬। [৩২:৪৬] দ্বি:বি ৬:৬; ইউ ১:১৭; ৭:১৯। [৩২:৪৭] হিজ ২৩:২৬; ইশা ৬৫:২২। [৩২:৪৮] শুমারী ২৭:১২। [৩২:৪৯] শুমারী ২৭:১২। [৩২:৫০] পয়দা ২৫:৮; শুমারী ২৭:১৩। [৩২:৫১] ইহি ৪৭:১৯। [৩২:৫১] শুমারী ১৩:২১; ২০:১১-১৩। [৩২:৫২] দ্বি:বি ৩৪:১-৩।

আহ্বান জানানোর দ্বারা এটিকে একটা পরিপূর্ণতার ভাব দেয়া হয়েছে।

৩২:৪৬ শরীয়তের সমস্ত কথা। ২৮:৫৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:৪৭ সেই দেশে এই কালাম দ্বারা দীর্ঘায়ু হবে। এই শরীয়ত মানে মূসা ও লোকদের জন্য দেয়া আল্লাহ্‌র হুকুম এবং যা পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি কিতাবের মধ্যে আছে। যারা এই সব শরীয়ত মান্য করে চলে তাদের বিষয়ে বলা হয় যে, তারা জীবন ও আশীর্বাদের পথ বেছে নিয়েছে (জবুর ১:২,৩; মেসাল ৪:১০-১৩)।

৩২:৪৯ জেরিকোর সম্মুখে অবস্থিত মোয়াব দেশস্থ নবো পর্বতে। ৩:২৫-২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:৫০ হারুন যেমন হোর পর্বতে ইন্তেকাল করেছে। ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:১ আল্লাহ্‌র লোক মূসা। ১৩:১,২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:২ পারণ পর্বত। পারণ পর্বত ও সিনাই পর্বত একই বলে মনে হয়। যদি তা আসলেই না হয়ে থাকে তাহলে পারণ পর্বত কোথায় তা সঠিক জানা যায় নি। অনেক সময় মনে করা হয় যে, পারণ মরুএলাকা (শুমারী ১০:১৩) অবস্থিত ছিল নেগেভের দক্ষিণের ও অরাবার পশ্চিমে সিনাই উপত্যাকায়। দেখুন কাজী ৫:৪,৫; হবক্‌কুক ৩:৩।

৩৩:৪ শরীয়ত হুকুম করলেন... তা ইয়াকুবের সমাজের অধিকার। ১:২৩; ১:১-৫ ও ৩২:৪৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:৬ রূবেণ: ৩:১২-১৭ (রূবেণ ও গাদ) আয়াতের নোট দেখুন, রূবেণ তাঁর পরিবারের নেতা হবার জন্য প্রথম ছেলের অধিকার হারিয়ে ফেলেছিলেন এই কারণে যে, তাঁর বাবার একজন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক ছিল (পয়দা ৩৫:২২, ৪৯:৪)। এখানে এ গোষ্ঠীকে খুব ছোট্ট বলে দেখানো হয়েছে। এই বংশটিকে খ্রী:পূ: ১০ম শতাব্দীর পরে আর দেখা যায় নাই।

৩৩:৭ এহুদার বিষয়ে। এহুদা ছিলেন ইয়াকুব ও লেয়ার চতুর্থ ছেলে। তিনি তাঁর ভাইয়ের মধ্যে একজন নেতা ছিলেন। তাঁর বাবা ইয়াকুব তাঁকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়েছিলেন (পয়দা ৪৯:৮-১২)। মূসা এহুদা বংশের বিষয়ে বলেছেন যে, তাদের এক শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়েছে। এহুদাকে পলেষ্টীয়দের হাতে

বনি-ইসরাইলের প্রতি হযরত মূসার দোয়া

৩৩ ১ আর আল্লাহ্‌র লোক মূসা মৃত্যুর
আগে বনি-ইসরাইলকে যে দোয়া
করলেন তা এই: ২ তিনি বললেন,
মাবুদ সিনাই থেকে আসলেন,
সেয়ীর থেকে তাদের প্রতি উদিত হলেন;
পারণ পর্বত থেকে তাঁর তেজ প্রকাশ
করলেন,
অযুত অযুত পবিত্র লোকদের কাছ থেকে
আসলেন;
তাদের জন্য তাঁর ডান হাতে অগ্নিময়
শরীয়ত ছিল।
৩ নিশ্চয় তিনি গোষ্ঠীদেরকে মহব্বত করেন,
তাঁর পবিত্রগণ সকলে তোমার হস্তগত;
তারা তোমার চরণতলে বসলো,
প্রত্যেকে তোমার কালাম গ্রহণ করলো।
৪ মূসা আমাদেরকে শরীয়ত হুকুম করলেন।
তা ইয়াকুবের সমাজের অধিকার।
৫ যখন নেতৃবর্গ সমাগত হল,
ইসরাইলের সমস্ত বংশ একত্র হল,
তখন যিশুরূণে এক জন বাদশাহ্‌ ছিলেন।
৬ রূবেণ বেঁচে থাকুক, তার মৃত্যু না হোক,
তবুও তার লোক অল্পসংখ্যক হোক।
৭ আর এহুদার বিষয়ে তিনি বললেন,
হে মাবুদ, এহুদার কান্না শুন,
তার লোকদের কাছে তাকে আন;
সে স্বহস্তে তার পক্ষে যুদ্ধ করলো,
তুমি দুশমনদের বিরুদ্ধে তার সাহায্যকারী
হবে।
৮ আর লেবির বিষয়ে তিনি বললেন,
তোমার সেই ভক্তের সঙ্গে তোমার তুম্মীম
ও উরীম রয়েছে;
যার পরীক্ষা তুমি মঃসাতে করলে,
যার সঙ্গে মরীবার পানির কাছে ঝগড়া
করলে।
৯ সে তার পিতার ও তার মাতার বিষয়ে
বললো,
আমি তাকে দেখি নি;
সে তার ভাইদেরকে স্বীকার করলো না,
তার সন্তানদেরকেও চিনলো না;
কেননা তারা তোমার কালাম রক্ষা
করেছে,
এবং তোমার নিয়ম পালন করে।
১০ তারা ইয়াকুবকে তোমার অনুশাসন,
ইসরাইলকে তোমার শরীয়ত শিক্ষা দেবে;
তারা তোমার সম্মুখে ধূপ রাখবে।
তোমার কোরবানগাহ্‌র উপরে পূর্ণাহুতি
রাখবে।
১১ মাবুদ, তার সম্পত্তিতে দোয়া কর,
তার হাতের কাজ গ্রাহ্য কর;
তাদের কোমরে আঘাত কর,
যারা তার বিরুদ্ধে উঠে,
যারা তাকে হিংসা করে,
যেন তারা আর উঠতে না পারে।
১২ বিন্‌ইয়ামীনের বিষয়ে তিনি বললেন,
মাবুদের প্রিয় জন তাঁর কাছে নির্ভয়ে বাস
করবে;
তিনি সমস্ত দিন তাকে আচ্ছাদন করেন,
সে তাঁর সন্নিকটে বাস করে।
১৩ আর ইউসুফের বিষয়ে তিনি বললেন,
তার দেশ মাবুদের দোয়াযুক্ত হোক,
আসমানের উত্তম উত্তম দ্রব্য ও শিশির
দ্বারা,
অধোবিস্তীর্ণ জলধি দ্বারা,
১৪ সূর্যের রশ্মিতে পাকা ফলের উত্তম উত্তম
দ্রব্য দ্বারা,

[৩৩:১] ইউসা ১৪:৬; ১শামু ২:২৭; ৯:৬; ১বাদশা ১২:২২; ১৩:১।
[৩৩:২] হিজ ১৯:১৮; জবুর ৬৮:৮।
[৩৩:৩] লূক ১০:৩৯; প্রকা ৪:১০।
[৩৩:৪] জবুর ১১৯:১১১।
[৩৩:৫] হিজ ১৬:৮; ১শামু ১০:১৯।
[৩৩:৬] পয়দা ৩৪:৫।
[৩৩:৭] পয়দা ৪৯:১০।
[৩৩:৮] পয়দা ২৯:৩৪।
[৩৩:৯] জবুর ৬১:৫; মালা ২:৫।
[৩৩:১০] উজা ৭:১০; নহি ৮:১৮; জবুর ১১৯:১৫১; ইয়ার ২৩:২২; মালা ২:৬।
[৩৩:১১] ২শামু ২৪:২৩; জবুর ২০:৩; ৫১:১৯।
[৩৩:১২] পয়দা ৩৫:১৮।
[৩৩:১৩] পয়দা ২৭:২৮; জবুর ১৪৮:৭।

ঈসার আগমনের হাজার বছর আগে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়।

৩৩:৮ মঃসাতে … মরীবার। ৬:১৬ (মঃসা) আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন হিজরত ১৭:১-৭; ২৮:৩০ ও শুমারী ২০:১-১৩।

৩৩:৮ লেবির বিষয়ে। লেবি ছিলেন ইয়াকুব ও লেয়ার তৃতীয় ছেলে। ১:২৩ ও ১০:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:৯ তারা তোমার কালাম রক্ষা করেছে। আল্লাহ্‌ লোকদের যে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন লেবীয়রা সেই ব্যবস্থা যে বাক্সে রাখা হতো সেই বাক্স রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতো (৪:১-৬)। তাদের জমায়েত-তাঁবুর কাছেই বাস করতে হতো যেন লোকদের সঠিক ভাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য তারা পরিচালনা দিতে পারত (শুমারী ৩:৩৮)। আরো দেখুন হিজরত ৩২:২৫-২৯ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:৯ (আইন-কানুন ও শিক্ষা) ও হিজরত ৩২:২৬ এর নোট।

৩৩:১২ বিন্‌ইয়ামীনের বিষয়ে। বিন্‌ইয়ামীন ছিলেন ইয়াকুবের সবচেয়ে ছোট ছেলে। রাহেল ছিলেন তাঁর মা। বিন্‌ইয়ামীন বংশ যোদ্ধা হিসাবে পরিচিত ছিল, যেমন বিন্‌ইয়ামীনকে আগেই বলা হয়েছিল যে "হিংস্র নেকড়ে বাঘ" (পয়দা ৪৯:২৭)।

৩৩:১৩-১৭ ইউসুফের বিষয়ে। ইউসুফ ছিলেন ইয়াকুব ও লেয়ার প্রথম ছেলে। ইয়াকুব ইউসুফের দুই ছেলে ইফ্রয়িম ও মানাশাকে ছেলের মতই পালন করেছিলেন। ১:২৩ এবং ৩:১২-১৭ (মানাশা) এর নোটও দেখুন। ইউসা (ইউসা ১:১-১১), শামুয়েল (১ শামুয়েল ৩:১৯-১০; ৭:৬,৯-১৩,১৫-১৭), এবং ইয়ারবিয়াম (১ বাদশাহ্‌ ১১:২৬-৪০) সহ ইসরাইল জাতির ইতিহাসে অনেক বড় নেতারা এই বংশে জন্মেছিলেন।

৩৩:১৮ সবূলূনের বিষয়ে। সবূলূন ছিলেন ইয়াকুবের দশম ছেলে এবং লেয়ার ষষ্ঠ ও ছোট ছেলে। পয়দায়েশ ৪৯:১৩ ও দেখুন।

ইষাখর। ইষাখর ছিলেন ইয়াকুবের নবম ও লেয়ার প্রথম ছেলে। আরো দেখুন পয়দায়েশ ৪৯:১৪,১৫।

৩৩:১৯ বালুকণার সমস্ত গুপ্ত ধন শোষণ করবে। এর দ্বারা

চান্দ্র মাসের পালায় পাকা উত্তম উত্তম
দ্রব্য দ্বারা,
১৫ পুরানো পর্বতমালার প্রধান প্রধান দ্রব্য
দ্বারা,
চিরন্তন পাহাড়গুলোর উত্তম উত্তম দ্রব্য
দ্বারা,
১৬ দুনিয়ার উত্তম উত্তম দ্রব্য ও তৎপূর্ণতা
দ্বারা;
আর যিনি ঝোপবাসী, তাঁর সন্তোষ হোক;
সেই দোয়া অর্পিত হোক ইউসুফের
মাথায়;
ভাইদের মধ্যে যে মহৎ তারই মাথার
তালুতে।
১৭ তার প্রথমজাত ষাঁড়ের শোভাযুক্ত,
তার শিংগুলো বন্য ষাঁড়ের শিং;
তা দ্বারা সে দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত
জাতিকে গুঁতাবে;
সেই শিংগুলো হল আফরাহীমের অযুত
অযুত লোক,
মানশার হাজার হাজার লোক।
১৮ আর সবূলূনের বিষয়ে তিনি বললেন,
সবূলূন! তুমি তোমার যাত্রাতে আনন্দ
কর,
ইষাখর! তুমি তোমার তাঁবুতে আনন্দ
কর।
১৯ এরা গোষ্ঠীগুলোকে পর্বতে আহ্বান
করবে;
সেই স্থানে ধার্মিকতার কোরবানী করবে,
কেননা এরা সমুদ্রের বহুল দ্রব্য,
এবং বালুকণার সমস্ত গুপ্ত ধন শোষণ
করবে।

[৩৩:১৫] হবক ৩:৬।
[৩৩:১৬] হিজ ৩:২।
[৩৩:১৭] ১শামু ২:১০; ২শামু ২২:৩; ইহি ৩৪:২১।
[৩৩:১৮] পয়দা ৩০:২০।
[৩৩:১৯] হিজ ১৫:১৭; জবুর ৪৮:১; ইশা ২:৩; ৬৫:১১; ৬৬:২০; ইয়ার ৩১:৬।
[৩৩:২০] পয়দা ৩০:১১।
[৩৩:২১] শুমারী ৩২:১-৫, ৩১-৩২।
[৩৩:২১] ইউসা ২২:১-৩।
[৩৩:২২] পয়দা ৪৯:১৬; শুমারী ১:৩৮।
[৩৩:২৩] পয়দা ৩০:৮।
[৩৩:২৪] পয়দা ৪৯:২০; দ্বি:বি ৩২:১৩।
[৩৩:২৫] নহি ৩:৩; ৭:৩; জবুর ১৪৭:১৩।
[৩৩:২৬] জবুর ১৮:১০; ৬৮:৩৩।

২০ আর গাদের বিষয়ে তিনি বললেন,
গাদের বিস্তার দোয়াযুক্ত হোক;
সে সিংহীর মত বসতি করে,
২১ সে নিজের জন্য অগ্রিমাংশ নিরীক্ষণ
করলো;
কারণ সেখানে অধিপতির অধিকার রক্ষিত
হল;
আর সে লোকদের নেতৃবর্গের সঙ্গে
আসলো;
মাবুদের ধার্মিকতা সিদ্ধ করলো,
ইসরাইল সম্বন্ধে তাঁর অনুশাসন সিদ্ধ
করলো।
২২ আর দানের বিষয়ে তিনি বললেন,
দান সিংহের বাচ্চা, যে বাশন থেকে লাফ
দেয়।
২৩ আর নপ্তালির বিষয়ে তিনি বললেন,
নপ্তালি! তুমি তাঁর সন্তোষে তৃপ্ত,
আর মাবুদের দোয়ায় পরিপূর্ণ;
তুমি সমুদ্র ও দক্ষিণ অধিকার কর।
২৪ আর আশেরের বিষয়ে তিনি বললেন,
পুত্রদের দ্বারা আশের দোয়াযুক্ত হোক,
সে তার ভাইদের কাছে অনুগ্রহের পাত্র
হোক,
তার পা তেলে ডুবে থাকুক।
২৫ তোমার অর্গল লোহা ও ব্রোঞ্জের হবে,
তোমার যেমন দিন, তেমনি শক্তি হবে।
২৬ হে যিশুরূণ, আল্লাহ্‌র মত আর কেউ
নেই;
তিনি তোমার সাহায্যের জন্য আকাশরথে,
নিজের গৌরবে আসমান-পথে যাতায়াত
করেন।

হয়তো বালির তৈরি কাঁচ বুঝানো হতে পারে। কাঁচ ছিল খুব দুষ্প্রাপ্য ও দামী।

৩৩:২০,২১ গাদের বিষয়ে। গাদ ছিলেন ইয়াকুবের সপ্তম ছেলে। তাঁর মা ছিলেন সিল্পা, লেয়ার বাঁদী। লেয়ার আর যখন সন্তান হবার ছিল না তখন তিনি গাদের জন্মকে সৌভাগ্যের চিহ্নরূপে দেখেছিলেন। তাই তিনি তাঁর নাম রাখেন 'গাদ' যার অর্থ "সৌভাগ্য" পয়দায়েশ ৩০:১১)। গাদ বংশ ছিল সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং খুব ভাল যোদ্ধাদের বংশ হিসাবে পরিচিত ছিল (১ খান্দান ১২:৮)। গাদ বংশ জর্ডানের পূর্ব পাশের কিছু জায়গা নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তাদের যোদ্ধারা নদী পাড় হয়ে পশ্চিম পাড়ে গিয়ে অন্যান্য বংশদের কেনান দেশ অধিকার করতে সাহায্য করবে (শুমারী ৩২:১-৩৩; ইউসা ৪:১০-১৩)। আরও দেখুন পয়দায়েশ ৪৯:১৯।

৩৩:২২ দানের বিষয়ে। দান ছিলেন ইয়াকুবের পঞ্চম ছেলে। তাঁর মা ছিলেন রাহেলের বাঁদী বিল্‌হা, যিনি নপ্তালিরও মা ছিলেন (৩৩:২৩)। আরো দেখুন পয়দায়েশ ৪৯:১৬-১৭।

৩৩:২৩ নপ্তালির বিষয়ে। নপ্তালি ছিলেন ইয়াকুবের ষষ্ঠ ছেলে। তাঁর মা বিল্‌হা ছিলেন রাহেলের বাঁদী। তাঁর নামের অর্থ "আমার পাল্লা" বা 'প্রতিযোগীতা' কারণ নপ্তালির জন্মের পেছনে রাহেলের বোন লেয়ার সঙ্গে রাহেলের একটা প্রতিযোগীতার মনোভাব ছিল (পয়দা ৩০:১-৮)। আরো দেখুন পয়দায়েশ ৪৯:২১।

৩৩:২৪ আশেরের বিষয়ে। আশের ছিলেন ইয়াকুবের অষ্টম ছেলে। তাঁর মা সিল্পা ছিলেন লেয়ার বাঁদী যিনি গাদেরও মা ছিলেন (৩৩:২০,২১)। আরো দেখুন পয়দায়েশ ৪৯:২০।

৩৩:২৬ আকাশরথে, নিজের গৌরবে আসমান-পথে যাতায়াত করেন। ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:২৯ তিনি তোমার সাহায্যের ঢাল। ঢাল ছিল কাঠ, চামড়া বা লোহার তৈরি বড় ঢাকনার মত একটা জিনিষ যা যুদ্ধের সময়ে সৈন্য আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করতো। আরো দেখুন ২ শামুয়েল ২২:৩; জবুর ৭:১০।

৩৪:১-৩ তাঁকে সমস্ত দেশ ... সোয়র পর্যন্ত। মূসা আল্লাহ্‌র

২৭ অনাদি আল্লাহ্‌ তোমার বাসস্থান,
নিম্নে তাঁর অনন্তস্থায়ী বাহুযুগল;
তিনি তোমার সম্মুখ থেকে দুশমনকে দূর
করলেন,
আর বললেন, বিনাশ কর।
২৮ তাই ইসরাইল নির্ভয়ে বাস করে,
ইয়াকুবের উৎস একাকী থাকে,
শস্য ও আঙ্গুর-রসের দেশে বাস করে;
আর তার আসমান হতেও শিশির ঝরে
পড়ে।
২৯ হে ইসরাইল! সুখী তুমি, তোমার মত কে
আছে?
তুমি মাবুদ কর্তৃক উদ্ধার পাওয়া জাতি,
তিনি তোমার সাহায্যের ঢাল,
তোমার ঔৎকর্ষের তলোয়ার।
তোমার দুশমনেরা তোমার কর্তৃত্ব স্বীকার
করবে,
আর তুমিই তাদের সমস্ত উচ্চস্থলী দলন
করবে।

হযরত মূসার ইন্তেকাল ও কবর

৩৪ ১ পরে মূসা মোয়াবের উপত্যকা
থেকে নবো পর্বতে, জেরিকোর
সম্মুখস্থিত পিস্‌গা-শৃঙ্গে উঠলেন। আর মাবুদ
তাঁকে সমস্ত দেশ, দান পর্যন্ত গিলিয়দ, ২ এবং
সমস্ত নপ্তালি, আর আফরাহীম ও মানশার দেশ
এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত এহুদার সমস্ত দেশ,
৩ এবং দক্ষিণ দেশ ও সোয়র পর্যন্ত খেজুর-নগর
জেরিকোর উপত্যকার অঞ্চল দেখালেন। ৪ আর
মাবুদ তাঁকে বললেন, আমি যে দেশের বিষয়ে
শপথ করে ইব্রাহিমকে, ইস্‌হাককে ও ইয়াকুবকে
বলেছিলাম, আমি তোমার বংশকে সেই দেশ
দেব, এ-ই সেই দেশ; আমি সেটি তোমাকে
চাক্ষুষ দেখালাম, কিন্তু তুমি পার হয়ে ঐ স্থানে
যাবে না। ৫ তখন মাবুদের গোলাম মূসা মাবুদের
কথা অনুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে
ইন্তেকাল করলেন। ৬ আর মাবুদ মোয়াব দেশে
বৈৎ-পিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁকে কবর
দিলেন; কিন্তু তাঁর কবরস্থান কোথায় আজও
কেউ জানে না। ৭ মৃত্যুর সময়ে মূসার বয়স
একশত বিশ বছর হয়েছিল। তাঁর চোখ ক্ষীণ হয়
নি ও তাঁর তেজও হ্রাস পায় নি। ৮ পরে বনি-
ইসরাইল মূসার জন্য মোয়াবের উপত্যকায় ত্রিশ
দিন কান্নাকাটি করলো; এভাবে মূসার শোক-
প্রকাশের দিন সম্পূর্ণ হল।
৯ আর নূনের পুত্র ইউসা বিজ্ঞতার রূহে পরিপূর্ণ
ছিলেন, কারণ মূসা তাঁর উপরে হস্তার্পণ
করেছিলেন; আর বনি-ইসরাইল তাঁর কথায়
মনোযোগ করে মূসার প্রতি মাবুদের হুকুম
অনুসারে কাজ করতে লাগল।
১০ মূসার মত কোন নবী ইসরাইলের মধ্যে আর
উৎপন্ন হয় নি; মাবুদ তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে
আলাপ করতেন। ১১ বস্তুত মাবুদ তাঁকে পাঠালে
তিনি মিসর দেশে, ফেরাউনের, তাঁর সমস্ত
গোলামের ও তাঁর সমস্ত দেশের প্রতি সমস্ত
রকম চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখালেন!
১২ এবং সমস্ত ইসরাইলের দৃষ্টিতে মূসা
পরাক্রমশালী ও ভয়ঙ্করতার কত না কাজ
করেছিলেন!

[৩৩:২৭] হিজ ৩৪:১১; ইউসা ২৪:১৮।
[৩৩:২৮] হিজ ৩৩:১৬; লেবীয় ২৫:১৮; দ্বি:বি ৩২:৮; জবুর ১৬:৯; মেসাল ১:৩৩; ইশা ১৪:৩০।
[৩৩:২৯] ২শামু ২২:৪৫; জবুর ১৮:৪৪; ৬৬:৩; ৮১:১৫।
[৩৪:১] শুমারী ৩২:৩।
[৩৪:২] হিজ ২৩:৩১।
[৩৪:৩] কাজী ১:১৬; ৩:১৩; ২খান্দান ২৮:১৫।
[৩৪:৪] পয়দা ২৮:১৩।
[৩৪:৫] শুমারী ১২:৭।
[৩৪:৬] কাজী ১:৯।
[৩৪:৭] পয়দা ২৭:১।
[৩৪:৮] পয়দা ৩৭:৩৪; দ্বি:বি ১:৩।
[৩৪:৯] পয়দা ৪১:৩৮; হিজ ২৮:৩; ইশা ১১:২।
[৩৪:১০] পয়দা ২০:৭।
[৩৪:১১] দ্বি:বি ৪:৩৪।
[৩৪:১২] ইব ৩:১-৬।

হুকুম মত কাজ করে চলেছেন (৩২:৪৮-৫২)। দেখুন ১:১-৫ (মোয়াব দেশ) ও ৩:১২-১৭ আয়াতের নোট দেখুন। নবো পর্বত হয়তো পিস্‌গা পর্বতগুলোর একটা চূড়া ছিল। জেরিকো ছিল জর্ডান নদীর ঠিক পশ্চিমে ও মরু সাগরের উত্তর দিকে কেনান দেশের একটা শহর (ইউসা ৫:১৩-৬:২৫) ।২:৩২-৩৭ (গিলিয়দ) আয়াতের নোট দেখুন। সোয়র সম্ভবত মরু সাগরের দক্ষিণ পাড়ের কাছে অবিস্থিত ছিল।

৩৪:৬ বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্ত। ৩:২৫-২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৪:৭ মূসার বয়স একশত বিশ বছর। ৩১:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৪:৯ নূনের পুত্র ইউসা। দেখুন ২৭:১৫-২৩; ৩১:৭-৮; এবং ১:৩৬-৩৮ আয়াতের নোট।

৩৪:৯ বিজ্ঞতার রূহে পরিপূর্ণ। এখানে বিজ্ঞতার দ্বারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বুঝা ও তা পালন করার যোগ্যতাকে বুঝায়।

৩৪:৯ মূসার প্রতি মাবুদের হুকুম অনুসারে। ১:১-৫ আয়াতের নোট দেখুন (মাবুদ ... তাঁর আইন-কানুন)।

৩৪:১০-১২ মূসার মত কোন নবী ইসরাইলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নি ... সমস্ত রকম চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখালেন। মূসা এমন নবী ছিলেন যিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে জানতেন, লোকদের কাছে তা বুঝিয়ে দিতে পারতেন এবং আল্লাহ্‌ও গোলাম হিসাবে তা পালনও করতেন। তিনি ইসরাইল জাতির নেতা, ইমাম ও একজন বিচারকও ছিলেন।

BACIB International Bible CHURCH